ভাগ্যপরিবর্ত্তন উপন্যাস গ্রন্থ হইতে গৃহীত

সামাজিক নাটক

অর্থই অনর্থ

শ্রীসরলরঞ্জন দাশগুপ্ত

ভূমিকা

এই নাটকখানি আমার "ভাগ্য পরিবর্ত্তন" উপন্যাস হইতে গৃহীত। আজ নানা কারণে আমাদের প্রাচীন একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা লুপ্ত প্রায়। কিন্তু যে সমস্ত কারণের জন্যে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণটিই প্রধান। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই পরিবার প্রথার মধ্যে যাহারা অলস এবং নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করে তাহারাই পরে সুযোগ এবং সুবিধামত অপরের অর্জিত সম্পদকে আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে এবং ইহার অনিবার্য্য পরিণতিরূপে আসে অশান্তি এবং কলহ। বিশেষ করিয়া, যিনি আজীবন পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন অনেক সময়েই তাঁহাকে শেষ জীবনে অর্থের অভাবে নিদারুণ কষ্টভোগ করিতে দেখা যায়। এই নাটকটির মধ্যে এমন একটি বৃদ্ধের চরিত্র অঙ্কন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যিনি তাঁহারই প্রতিপালিত নিকটতম পরিজনদের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে নিগৃহীত হইয়াছিলেন।

পাঠক পাঠিকাগণ যদি এই নাটকখানি পড়িয়া আনন্দলাভ করেন তাহা হইলেই পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

তেলিরবাগ ভবন
পি ৩, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
জন্মাষ্টমী, ১৩৬৩

বিনীত—
গ্রন্থকার

প্রকাশকের নিবেদন

গ্রন্থকারের সামাজিক উপন্যাস "ভাগ্যপরিবর্ত্তন" (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ—৭২১পৃঃ) হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার তেরখানি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা সম্বলিত নাটক সংকলিত করিয়াছেন।

ছাপান হইয়াছে

১। মায়া
২। দুইবোন
৩। অর্থই-অনর্থ

ছাপানোর অপেক্ষায়

৪। অমিতা　　৫। জমিদার গিন্নি
৬। মা ও মেয়ে　　৭। পুরাতন ভৃত্য
৮। বাবু　　৯। নাদির
১০। নবীন মাষ্টার　　১১। চেষ্টার পুরস্কার
১২। আধুনিক গুরু　　১৩। অমিতার মা

৭২১ পৃষ্ঠার একখানি উপন্যাস হইতে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা সম্বলিত তেরখানি নাটক হইতে পারে, এমন কোন বাংলা বা ইংরাজী উপন্যাস আছে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই।

বসুমতী বলেন—আষাঢ় ১৩৭১

যে কোন সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষেই ভূয়োদর্শন যে বিশেষ সহায়ক, এই **দীর্ঘ সামাজিক উপন্যাসখানি তারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কাহিনীর মধ্যে দিয়ে যে বিচিত্র চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পারে, এবং সে কাহিনীকে যে বাস্তবনিরপেক্ষ করে তোলে, ভাগ্য পরিবর্ত্তন তারই নিদর্শন। বিরাশী বৎসর বয়সের গ্রন্থকার তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ধরে যা দর্শন বা শ্রবন করেছেন, গল্পাকারে তাকে প্রকাশ করেছেন এর মধ্যে। বিভিন্ন ধরণের শতাধিক চরিত্র আছে এই উপন্যাস খানির মধ্যে। প্রধানতঃ অবস্থার বিপাকে ও নানা লোভজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েও মনুষ্য চরিত্রে কি পরিবর্ত্তন হয় এবং পরিণামে কি প্রতিক্রিয়া ঘটে, ইত্যাকার বহুবিধ বিষয় চিত্রিত হয়েছে এই গ্রন্থে সাবলীল ভঙ্গিমায়। এই বৃদ্ধ বয়সে এই ধরনের বৃহৎ উপন্যাস রচনার জন্যে গ্রন্থকারের অধ্যবসায় উল্লেখযোগ্য।**

গ্রন্থকার-পরিচিতি

আজ বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের নিকট এমন একজন গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়া উপস্থিত হইয়াছি যাঁহার সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাব নানাকারণে বিস্ময়কর এবং অভাবনীয়।

আজ যাঁহার গ্রন্থ আপনাদের হাতে তুলিয়া দিতেছি তাঁহার বর্ত্তমান বয়স চুরাশী বৎসর এবং সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মাত্র চার বৎসর পূর্বে অর্থাৎ আশী বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করেন। কিন্তু এইটুকুই সব নয়;—লেখক যে যুগের মানুষ তখন স্কুল কলেজে বাংলার স্থান যে কত নগণ্য ছিল তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। তখনকার 5th Class (বর্ত্তমানের Cla s VII) পর্য্যন্ত বাংলা পড়ান হইত,—তাহার পর আর বাংলা বলিতে কিছুই ছিল না। সব বিষয়ই ইংরাজীতে পড়িতে হইত। লেখকেরও স্কুল-জীবনে বাংলার জ্ঞান এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাস অভিভাবকদের লুকাইয়া পাঠ করেন এবং এফ, এ, পরীক্ষা দিবার পর রমেশ দত্তের কিছু উপন্যাস এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ কাব্যের কিছু অংশও পড়িয়াছিলেন। তখনও বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব হয় নাই, তাই আজও পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্র ও তৎপরবর্ত্তী কোনো সাহিত্যিকের বাংলা বই পড়েন নাই। এই হইল তাঁহার বাংলা জ্ঞানের পরিধি। ইহার পর ডাক্তারী পড়িবার সময় পাঠ্যপুস্তক ছাড়া বাহিরের কোন বাংলা বই-ই তিনি পাঠ করেন নাই। অতঃপর ডাক্তারী পাশ করিবার পর দীর্ঘ পয়তাল্লিশ বৎসর তিনি নেপালে চিকিৎসক হিসাবে

সুনাম ও সাফল্যের সহিত কার্য্য করিয়াছেন এবং সেই সময়ে বাহিরের কোন ইংরাজী বা বাংলা গল্প উপন্যাস পড়া-তো দূরের কথা ;—কাজের চাপে তিনি নিয়মিত স্নানাহারের সুযোগ পান নাই। তবে তাঁহার দুর্নিবার ভ্রমণের নেশা ছিল। তাই প্রতিবৎসরই অবসর সময়ে হয় তিনি দেশে ফিরিতেন অথবা হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে পরিভ্রমণে বাহির হইতেন। হিমালয়ের সেই সমস্ত অঞ্চলের ছবি তিনি তুলিয়া আনিয়াছেন, কিন্তু কোন ভ্রমণকাহিনী লিখিতে সাহস করেন নাই। প্রায় আশী বৎসর বয়সে ডাক্তারী হইতে অবসর গ্রহণের পর নিতান্ত সময় কাটাইবার জন্যই তিনি নাতিনাতনিদের নানা কাহিনী শুনাইতেন এবং সেই কাহিনীগুলী একত্র করিয়াই 'ছবিপড়া' (১ম ও ২য় ভাগ) নামক ছেলেদের বই প্রকাশ করেন।

এই ভ্রমণের নেশা তাঁহাকে বাল্যকালেই পাইয়া বসিয়াছিল। তাই অল্প বয়স হইতেই তিনি পূজা ও গ্রীষ্মের ছুটিতে পদ্মা ও মেঘনার চরে তাহাদের জমিদারীগুলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং এই সমস্ত চরগুলিতে বেড়াইবার সময় নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। এবং প্রধানতঃ সেই বিষয় বস্তুগুলিকেই অবলম্বন করিয়া তিনি 'গুরুচরণ' (১ম ও ২য় ভাগ) নামক রোমাঞ্চকর গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা ছাড়া দীর্ঘ আশী বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুই চোখ মেলিয়া এই সংসারের যে অভিনব অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন 'ভাগ্য পরিবর্ত্তনে' তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ৩য়, ৪র্থ ভাগ লেখাও সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ১ম, ২য় ছাড়া বাকিটা এখনও ছাপান হয় নাই। সম্ভবতঃ বৃদ্ধ বয়সে এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্যই তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অতি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্ষীণদৃষ্টি তাঁহাকে কিছুমাত্র হতোদ্যম করিতে পারে নাই,—বরং তাঁহার গ্রন্থ রচনার তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে।

কিন্তু আজ আড়াই বৎসর যাবৎ আর একটি নূতন উপসর্গ তাঁহার দেখা দিয়াছে। তাঁহার প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যাওয়াতে পেটে ছিদ্র করিয়া টিউব বসাইয়া তিনি প্রস্রাব করিতেছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই অবস্থাতেও তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়া যাইতেছেন—তিনি মুখে বলিয়া চলেন,—তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তিরা তাহা সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লন। যতক্ষণ তিনি সাহিত্য-চিন্তায় মগ্ন থাকেন ততক্ষণ শারীরিক গ্লানি তাঁহাকে কিছুমাত্র কাবু করিতে পারে না। প্রত্যহ প্রায় সাত ঘণ্টা তিনি এই বয়সে সাহিত্য-চর্চা করেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে যাঁহাদের কথা না বলিলে এই পরিচিতি অসম্পূর্ণ থাকিবে অবশেষে তাঁহাদের উল্লেখমাত্র করিতেছি। তাঁহার তিনজন বধূমাতার পূর্ণ সহায়তা এবং সেবা যদি তিনি এই বৃদ্ধ বয়সে না পাইতেন তবে হয়তো তাঁহার এই সাহিত্য সাধনা এত নির্বিঘ্ন হইত না। তাঁহার স্ত্রীর সেবা ও তাঁহাকে সুস্থ রাখিবার আপ্রাণ চেষ্টা—আমাদের বৃদ্ধ লেখকের পক্ষে কতখানি তাহা অনুমান করিয়া তাঁহার প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিনীত

প্রকাশক

—: চরিত্র :—

পুরুষ

হরিগোপাল—	বড় ভাই
রামগোপাল—	মেজ ভাই
কৃষ্ণগোপাল—	ছোট ভাই
সোনা—	রামগোপালের পুত্র
গনা—	কৃষ্ণগোপালের „
মনা—	জ্ঞাতি ভাইয়ের „
অবিনাশ—	উকিল
লালুবাবু—	জামাই

ডাক্তারবাবু, মেথর, ড্রাইভার, রেজিষ্ট্রার ও কেরাণী

স্ত্রী

বড় বৌ—	হরিগোপালের স্ত্রী
মেজ বৌ—	রামগোপালের „
ছোট বৌ—	কৃষ্ণগোপালের „
নেড়ি—	রামগোপালের কন্যা
জয়া—	সোনার স্ত্রী
বিজয়া—	গনার „

নার্স

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[স্থান—রামগোপালের স্ত্রীর শয়নকক্ষ। রামগোপাল ও কৃষ্ণগোপালের স্ত্রী অর্থাৎ মেজবৌ ও ছোট বৌ এবং মনা বসিয়া আছে]

রামগোপালের স্ত্রী (মেজবৌ)। হঁ্যা গা, শুনেছ? ভাসুর ঠাকুর যে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে দিতে চাইছেন।

কৃষ্ণগোপালের স্ত্রী (ছোট বৌ)। হঁ্যা শুনেছি। কিন্তু তাঁর সম্পত্তি তিনি দান করবেন, তাতে আমাদের কি ?

মেজবৌ। বাঃ, তা তিনি কি করে করতে পারেন? বাবা বলেছেন, একান্নবর্ত্তী পরিবারের সব সম্পত্তি আগে সমানভাবে ভাগ করতে হবে। তারপরে যে যার খুসী মত অংশ যাকে ইচ্ছে দান করতে পারে। আগে ভাসুর ঠাকুর এই সম্পত্তি আমাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিন; তারপরে তাঁর অংশ তিনি যাকে ইচ্ছে দান করুন গিয়ে।

ছোটবৌ। তা দিদি,—এ সবই তাঁর একার রোজগারের টাকা। তিনি যদি এখন দান করতে চান আমরা বাধা দিতে পারি না।

মেজবৌ। না না,—এ হতে দেব না;—আমাদের ভাগ আমরা কিছুতেই দান করতে দেব না। তুমি বলো কি ভাই,—উনি দান করবেন, আর আমরা চুপ করে বসে থাকব? এখন চুপ করে বসে থাকলে সারা জীবন আমাদের ভিক্ষা করে খেতে হবে। (মনার প্রতি) যাতো, ডেকে নিয়ে আয় তো মেজবাবু আর ছোটবাবুকে। (মনার প্রস্থান)

ছোটবৌ। না দিদি,—আমার এতে মন সায় দিচ্ছে না। আমি এসব কিছু পারব না।

মেজবৌ। ধন্যি ভাই,—তুমি সত্যি আমাকে অবাক করলে ছোট। আজকালকার দিনে টাকা পয়সার ব্যাপারে কেউ লজ্জা করে এতো কখনো শুনিনি। যে এসব ব্যাপারে লজ্জা করে তার মত বেকুব এ দুনিয়ায় আর দুটি নেই।

(মেজবাবু ও ছোটবাবু অর্থাৎ রামগোপাল ও কৃষ্ণগোপালের এবং মনার প্রবেশ)

মেজবাবু। (স্ত্রীর প্রতি) তুমি নাকি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছ,—তা কি ব্যাপার ?

(তিনজনে তিনটি চেয়ারে বসিল)

মেজবৌ। তোমরা তো দেখছি নিশ্চিন্ত মনে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছ, কিন্তু এদিকে যে সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের দাদা যে তাঁর সম্পত্তি দান করে দিচ্ছেন। তোমাদের উপার্জ্জনের দৌড় তো ভালভাবে জানি। বলি,—তিনি দান করলে তোমরা তারপরে খাবে কি ? ছেলে বৌ নিয়ে পথে পথে যে ভিক্ষা করে খেতে হবে।

মেজবাবু। তা, দাদা সব সম্পত্তি নিজে করেছেন। তিনি যদি এখন সেটা দান করেন, তাহলে আমাদের কি করার আছে ? আমাদের কপালে যা আছে তাই হবে।

মেজবৌ। কেন ? তোমার ঘটে কি এতটুকুও বুদ্ধি শুদ্ধি কোনদিন হবে না ? বলি আমরা কি একান্নবর্ত্তী পরিবার নই ? আগে

সমস্ত সম্পত্তি সবার মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে,—তারপরে যার খুসী হয় সে তার ভাগ দান করুক।

ছোটবাবু। দেখ বৌদি,—ছোট বেলায় বাবা মারা গেছেন। বড়দা থাকার জন্তে আমরা দু-ভাই কোনদিন পিতার অভাব টের পাইনি। তিনি শুধু আমাদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষই করেন নি, চাকরীও করে দিয়েছেন। এমন কি, এখন পর্য্যন্ত তিনিই আমাদের খাওয়াচ্ছেন। সুতরাং তাঁর সম্পত্তি তিনি এখন যাকে খুসী দান করুন,—আমরা তাঁকে কিছু বলতে যাব না এবং বলতে যাওয়া উচিতও নয়।

মেজবাবু। (মাথা নাড়িয়া) নারে; তোর বৌদি যা বলেন, সে কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়। সত্যিই তো, দাদা যদি সমস্ত সম্পত্তি দান করেন তাহলে আমাদের উপায় হবে কি? তাইতো! এখন কি করা যায়। ভেবে চিন্তে একটা কিছু ঠিক না করলে সারা জীবন পস্তাতে হবে।

মেজবৌ। এও শুনেছি, সমস্ত সম্পত্তি দান করে তাঁরা নাকি কাশী গিয়ে থাকবেন। এখানে জগন্নাথ দেবের একটা মন্দির করে এই বাড়ীর ভাড়া থেকে সে মন্দিরের খরচ চালাবেন। ওঁদের তো আর ছেলেপিলে নেই, তাই কোন ভাবনাও নেই।

মেজবাবু। আচ্ছা উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি কিছু করা যায় কি না।

মেজবৌ। না না ওসব দেখি টেখি বুঝি না। তোমাকে যা হোক কিছু একটা করতেই হবে। তুমি যদি লজ্জায় চুপ করে থাকো বা কিছু করতে না পারো, তাহলে আমি নিজে সব ব্যবস্থা করব। আমার ছেলের ভবিষ্যৎ আমি দেখবো না তো কে দেখবে?

ছোটবাবু। (স্বগতঃ) বাবাঃ, বৌদি দেখছি সাংঘাতিক। থাকে ভিজে বেড়ালের মত, কিন্তু ভেতরে ভেতরে জিলিপির প্যাঁচ। (প্রকাশ্যে) আমি কিন্তু দাদার কাছে কিছু বলতে পারব না। যে যার কপালে থাবে,—এতে কার বা কি করার আছে।

মেজবৌ। যদি কিছু করতে না পার, তাহলে যাও মেয়েদের মত ঘোমটা দিয়ে ঘরের কোণে বসে থাক। সত্যি তোমার মত ভীতু আমি আর ছুটি দেখিনি ঠাকুরপো।

(মেজবাবু ও ছোটবাবুর প্রস্থান)

মনা। (হাসিয়া) বৌদি, তুমি দেখছি মন্থরা হলে। দাদাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে এমন সুখের সংসারে আগুন জ্বেলে দিতে চললে।

মেজবৌ। যা যা, তোকে আর বথামি করতে হবে না।

মনা। বথামি কি? এতো ঠিক কথা;—যদি তোমার এই পরামর্শ অনুসারে মেজদা চলেন তা হলে সংসারে আগুন জলবে,— এমন সোনার সংসার ছারখার হয়ে যাবে। আমার কথা পরে ভালভাবে বুঝতে পাববে! সময় থাকতে এথন মেজদাকে সামলাও, তা না হলে আমি বলছি পরে বিপদে পড়বে ও পস্তাবে।

মেজবৌ। যা যা, তোকে আর উপদেশ দিতে হবে না। আমারটা আমি বেশ ভালই বুঝি।

(পটপরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান—হরিগোপালের বৈঠকখানা। হরিগোপালবাবু ও মনা বসিয়া আছে। রামগোপাল ও কৃষ্ণগোপালের প্রবেশ]

হরিগোপাল। আজ দু-দিন ধরে তোমাদের ডেকে পাঠাচ্ছি, তা তোমাদের পাত্তা পাওয়াই যায় না। কি কর, কোথায় যাও, কিছুই বুঝি না। বোস! কথা আছে।

(দুইজনে বসিল)

বড়বাবু। দেখ, আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি। আমার কোন সন্তানাদি নেই। টাকা পয়সা জীবনে অনেক রোজগার করেছি। তা আমি এখন ঠিক করেছি বাকী জীবনটা সস্ত্রীক কাশীতে ভগবানের চিন্তা করেই কাটাব। আর নগদ টাকা আমার যা আছে তা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করব। আর একটি ইচ্ছে এই বাড়ীর সামনে যে জায়গা আছে সেখানে জগন্নাথদেবের একটি মন্দির তৈরী করব, আমাদের এই বর্ত্তমান বসতবাড়ী ভাড়া দিয়ে যে আয় হবে তার থেকে মন্দির ও পূজার যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হবে। এই আমার এখনকার পরিকল্পনা তা তোমরা কি বল? অবশ্য, এটা ঠিক, আমাদের দুজনের খাওয়া থাকার মত সামান্য কিছু আয়ের ব্যবস্থাও আমি ঠিক করে রেখেছি;—আমাদের দুটি প্রাণীর কোন রকমে চলে যাবে।

মেজবাবু। কিন্তু দাদা,—আপনি যদি সবই দান করে দেন, তাহলে

আমাদের কি হবে। আমরা থাকবো কোথায়? খাবোই বা কি?

বড়বাবু। কেন, আমাদের যে পৈত্রিক পুরানো ছোট বাড়ীটা আছে তাতেই তোমরা থাকবে। আমি তোমাদের বসে বসে খাওয়ার জন্যে টাকা দিয়ে যাব না। আমি তোমাদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি,—অনেক টাকাও খরচ করেছি,—কিন্তু তোমরা কিছুতেই পড়লে না! আমি আমার কর্ত্তব্য আজীবন পালন করে এসেছি,—এখন তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়াও। তবে হ্যাঁ, তোমাদের নাবালক ছেলেরা যাতে ভালভাবে লেখাপড়া শিখতে পারে, সে ব্যবস্থা আমি করে যাব।

মেজবাবু। (উত্তেজিতভাবে) না না দাদা,—এতো পাগলামী! এ সব আমরা করতে দেব না।

বড়বাবু। (বিস্মিতভাবে) সে কি? আমার টাকা আমি খরচ করব তাতে তোমাদের কি?

মেজবাবু। আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবার। আইনানুসারে এই বাড়ীর ওপর আমাদের প্রত্যেকেরই সমান অধিকার। দান করতে হলে এ বাড়ী আগে ভাগাভাগি করে তারপরে আপনার অংশ আপনি দান করুন;—আমরা কিছু বলব না। তা'ছাড়া, নগদ টাকাও তিনভাগে ভাগ হবে।

বড়বাবু। (ক্রুদ্ধভাবে) বটে। আইন দেখাচ্ছিস আমাকে? দেখি তোরা কি ভাবে আমাকে আটকাস।

(হরিগোপালের দ্রুত প্রস্থান)

মনা। (রামগোপালের প্রতি) দেখ মেজদা কাজটা কিন্তু ভাল করলে না। তিনি টাকা রোজগার করেছেন এবং তিনি তাঁরই রোজগারের টাকা খরচ করবেন,—তাতে তোমরা বাধা দেবার কে? তোমরা এতদিন তোমাদের স্ত্রীপুত্র নিয়ে পরের ওপর দিয়ে মহাসুখেই দিন কাটিয়েছ। তোমাদের বা বৌদিদের কোন ভাবনা চিন্তাই ছিলনা। তোমরা যা সামান্য রোজগার কর তার থেকে এক পয়সাও কোনো দিন এই সংসারে দিতে হয় না, কেবল নিজের ইচ্ছামত তা থেকে পকেট খরচ চালিয়েছ মাত্র। এই সামান্য রোজগারের ওপর নির্ভর করে তোমরা কোন্ সাহসে জ্যেঠা মশাইয়ের সঙ্গে বিবাদ করতে যাচ্ছ তা তো আমার মাথায় আসছে না। আমি বলছি,—এর জন্যে পরে তোমাদের দুঃখের সীমা থাকবে না। তার চাইতে তোমরা এক কাজ কর। জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া না করে তাঁর কাছে কেঁদে কেটে কিছু নগদ টাকা আদায় করে নাও। আর তাঁকে ঠিকমত অনুরোধ করতে পারলে তিনি কি আর এই বিরাট বাড়ীতে তোমাদের একটু স্থান দেবেন না? তিনি তোমাদের সন্তানের মত স্নেহ করেন;—আজীবন প্রতিপালন করেছেন। বিশেষ করে, তিনি তো আর অবুঝ নন। তোমাদের কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারবেন না তবে যদি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বা মামলা মোকদ্দমা করতে যাও তবে তোমাদের শেষপর্য্যন্ত পস্তাতেই হবে;—কিন্তু তখন আর কোন উপায় থাকবে না।

ছোটবাবু। দাদা, মনা কিন্তু কথাটা ঠিকই বলছে। দাদার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করা আমাদের উচিত হবে না। আমরা বরং তাঁর

পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলি যে, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়কে এত টাকা দিতে যাচ্ছেন,—আমাদেরও কিছু দিন। আমার বিশ্বাস, তিনি আমাদের অনুরোধ ঠেলতে পারবেন না।

মেজবাবু। (কৃষ্ণগোপালের প্রতি) তুইও দেখছি এই এঁচড়ে পাকা মনাটার কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলি। আরে টাকা রোজগার করতে গেলে অত চক্ষু লজ্জা দেখালে চলে না। (মনার প্রতি) দেখ্ মনা,—তুই বেকুবের মত বক্ বক্ করিস না। বুদ্ধি শুদ্ধি নেই,—খালি আমাদের কাজে বাধা দেওয়া আর বক্ বক্ করা। যা এখান থেকে। আমাদের টাকা আমরা ভাগ করে নেব তাতে তোর কি?—তোর বুদ্ধি নিয়ে আজ যদি আমরা বেকুবের মত চুপ করে বসে থাকি, তাহলে দু-দিন পরে আমাদের এ বাড়ী থেকে চলে যেতে হবে, এখানে আর থাকা হবে না। তখন ঐ বাড়ীতে গিয়ে নিজেদের সামান্য রোজগারে সংসার চালাতে হবে।

মনা। আচ্ছা, আমিও দেখব তোমাদের কি সুবিধাটা হয়। পরে সব দেখা যাবে।

(মনার প্রস্থান)

পটপরিবর্ত্তন

তৃতীয় দৃশ্য

(স্থান—রামগোপালের বৈঠকখানা। রামগোপাল, কৃষ্ণগোপাল, মেজবৌ, ছোটবৌ ও মনা উপবিষ্ট)

মেজবাবু। তাইত! দাদা নগদ টাকাগুলো যে কোথায় রেখেছেন তা কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারলাম না। সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ব্যাঙ্কের পাশ বইতে মাত্র ছ'হাজার টাকা জমা দেখলাম। অগত্যা তাই ভাগ করতে হল;—প্রত্যেকের ভাগে মাত্র দু-হাজার করে পড়ল। কিন্তু বাড়ীটা যে তিন ভাগ করে নিতে পেরেছি এইটেই একটা মস্ত লাভ। টাকার মত বাড়ীতো আর লুকোবার উপায় নেই! এখন আর আমাদের এই বাড়ী থেকে তাড়ায় কে?

মেজবৌ। তোমরা অতি বেকুব। আগে থাকতে টাকা পয়সার ব্যাপার কিছু খোঁজ খবর করনি, এখন বোঝ ঠ্যালা। টাকাগুলো পেলে আর আমাদের খাবার ভাবনা থাকতো না;—এখন বোঝ ঠ্যালা যাও এবার পথে পথে ভিক্ষে করে সংসার চালাও।

মেজবাবু। যাইহোক, বাড়ীটা যে তিনভাগ করতে পেরেছি এইটেই মস্ত

ছোটবাবু। দাদার কাছে বেইমানী করলাম। মুখও চেনাচেনি হল কিন্তু পেট ভরল না। আমাদের মতলব টের পেয়েই দাদা তাঁর সব নগদ টাকা লুকিয়ে ফেলেছেন।

মেজবাবু। এখন আর উপায় নেই, যা হবার তাতো হয়েছে। এখন নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়াতে হবে। (পত্নীর প্রতি) এতদিন ঠাকুর চাকর ছিল;—এখন যাও, চুলা গুতাও গিয়ে, এক পাঁজা বাসন নিয়ে মাজতে বস। তোমার পরামর্শেই তো এসব হল।

মেজবৌ। তোমার হাতে যখন পড়েছি তখন এর থেকে বেশী আর কি

আশা করতে পারি। আমার পরামর্শ শুনেছিলে বলেই আজ এই বাড়ীতে থাকতে পারছ, নইলে ঐ পৈতৃক আমলের পুরানো ছোট বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌তে হত। আর নগদ টাকা যে প্রায় কিছুই পেলাম না, সে তো তোমাদেরই বেকুবিতে। সে টাকাগুলো পেলে কি আর কিছু ভাবনা থাকতো ?

(রামগোপাল ও কৃষ্ণগোপালের প্রস্থান)

ছোটবৌ। যাক্‌ দিদি, মন খারাপ করে আর কি হবে। যার কপালে যা আছে তাই হবে, অদৃষ্টকে কে খণ্ডাবে ? যাই রান্না চাপাই গিয়ে। বাবা কাল এসে বলছিলেন, বড় ঘর দেখে মেয়ের বিয়ে দিলাম, কিন্তু কিছু লাভ হল না। কপালে সুখ না থাকলে কিছু হয় না দিদি।

(ছোট বৌয়ের প্রস্থান)

মনা। কেমন বৌদি, এখন যাও দুবেলা উনুন ধরাও, এক পাঁজা করে বাসন মাজ। এখন আর ঘুম থেকে ওঠামাত্র ঝি এসে তোমাকে আর কাকাকে চা টোষ্ট এসব দিয়ে যাবেনা, বা তোমার ছেলে সোনার জন্যেও দুধ পাঁউরুটী মিষ্টি আসবে না। দাদার যা রোজগার তাতে দুধ পাঁউরুটী তো দূরের কথা, সকালবেলা যদি চা মুড়ি জোটে তো তাই যথেষ্ট। কেমন, আমি যে তখন বলেছিলাম তা ঠিক হল না ? শুধু বাড়ীর একটা অংশ পেলেই তো আর পেট ভরবে না।

মেজবৌ। যা যা, এখন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে হবে না।

মনা। তোমার সংসারে তুমিই নিজের হাতে আগুন জ্বালালে বৌদি এখন আর দশটা বাজতে না বাজতে ঠাকুর দোতলায় এসে

পঞ্চ-ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত দিয়ে যাবে না। এখন উনানের ধুয়ায় চোখের জল ফেলতে ফেলতে হাঁড়ি ঠেলতে হবে।

মেজবৌ। ভাগ এখান থেকে, পালা। আমরা মরছি নিজের জ্বালায় আর উনি এসেছেন ঠাট্টা করতে আর মজা দেখতে।

মনা। আমি কিছুই ঠাট্টা করছি না বৌদি। আমি তোমাদের আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম, আমার কথা তো তোমরা গ্রাহ্যও করলে না, তাই এখন তার ফল ভোগ করতে আরম্ভ করেছ। টাকা টাকা করে তোমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, হিতাহিত জ্ঞান ছিলনা; তাই দাদাও তোমার পবামর্শ শুনে এমন অবস্থাটা দাঁড় করাল। এখন আগেকার সেই আরাম আব স্বাচ্ছন্দ্য তোমার কাছে স্বপ্নের মত বোধ হবে।

(মনার প্রস্থান)

ছোটবৌ। (মেজবৌকে উদ্দেশ করিয়া) দেখ দিদি, আমরা গোড়াতেই ভুল কবেছি। সবকিছু ভাগাভাগি করাই যখন আমাদের উদ্দেশ্য, তখন আগে থেকেই আটঘাট বেঁধে নামা উচিত ছিল। আগে থেকে ব্যবস্থা না করার ফলে আমরা বাড়ীর একটা অংশ ছাড়া আর কিছুই তো পেলাম না। বাবা কাল এ সম্বন্ধে একটা ঘটনার কথা বললেন। নেপালে একজন নাম করা বাঙ্গালী ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তার হিসাবে তিনি নেপালে যেমন নাম করেছিলেন তেমন তাঁর শ্বশুর বাংলার একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। ডাক্তারের স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করে মারা যান। দুর্ভাগ্যক্রমে ছেলেটি বোবা কালা হয়ে

জন্মগ্রহণ করেছিল। মা মারা যাবার পরে ছেলেটি তার মামার বাড়ীতেই মানুষ হতে লাগলো।

ডাক্তারবাবু কিন্তু শিগ্‌গিরই নেপালে এক বড় ডাক্তারের মেয়েকে বিবাহ করলেন এবং এই বিবাহ করার পর থেকেই তাঁর রোজগারও খুব বেড়ে গেল। তিনি শ্যামবাজারের তিন খানা বাড়ী কিনলেন, একখানা নিজের জন্যে রেখে দিলেন, বাকী দুখানা ভাড়া দিয়ে দিলেন। যখন তাঁর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স এক লক্ষ আশী হাজার টাকা হল, তখন তিনি নেপালের কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় তাঁর নিজের বাড়ীতে বসবাস করতে লাগলেন। ডাক্তারবাবুরা তিন ভাই ছিলেন। তাঁরা যখন দেখলেন দাদার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ আর বাড়বার সম্ভাবনা নেই, তখন তাঁরা একান্নবর্ত্তী পরিবার হিসাবে সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নিলেন। প্রত্যেকেই একখানা করে বাড়ী ও নগদ ষাট হাজার করে টাকা পেলেন। এদিকে ডাক্তার বাবুর প্রথম পক্ষের বোবা ছেলেটির মামারাও তাদের ভাগ্নের জন্যে সম্পত্তি দাবী করলেন। ফলে ডাক্তার বাবুর হাতে যে মাত্র ষাট হাজার টাকা ছিল তার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ত্রিশহাজার প্রথম পক্ষের ছেলে পেল। ফলে যিনি আজীবন এত কঠোর পরিশ্রম করে বাড়ী ও অর্থ করেছিলেন তাঁর ভাগে রইল মাত্র আধখানা বাড়ী ও নগদ ত্রিশহাজার টাকা। এই সামান্য ত্রিশ হাজার টাকা কিছুদিনের মধ্যে খরচ হয়ে গেল। ফলে এত টাকা রোজগার করেও শেষ বয়সে তিনি নিদারুণ অর্থ কষ্ট পেয়ে মারা যান।

সম্পত্তি ভাগ করাই যখন আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, তখন

ঐ ডাক্তারবাবুর ভায়েদের মতই আটঘাট বেঁধে আমাদের কাজে নামা উচিত ছিল। ভাসুর ঠাকুর খুবই চালাক,—তিনি আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেই নগদ টাকা সব সরিয়ে ফেলেছেন।

মেজবৌ। তবু তো আমার জন্যে বাড়ীর একটা অংশ পাওয়া গেল, বড়বাবু আর মেজবাবুর বুদ্ধিতে চলতে গেলে তো তাও পাওয়া যেত না।

(পটপরিবর্ত্তন)

চতুর্থ দৃশ্য

[স্থান—হরিগোপালের বৈঠকখানা। হরিগোপাল একটি সদ্যজাত শিশু কন্যাকে কোলে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ করিলেন। হরিগোপালের স্ত্রী অর্থাৎ বড়বৌ বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন]

হরিগোপাল। এ কি সর্ব্বনাশ হল গিন্নী। মেজ বৌমা আর এই পৃথিবীতে নেই,—এই কন্যা সন্তানটিকে প্রসব করেই তিনি মারা গিয়েছেন—ডাক্তারেরা এত চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারল না।

(স্বামীর কথা শুনিয়া বড়বৌ ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং শিশুটিকে বুকে তুলিয়া লইলেন)

বড়বৌ। ভগবান আমাকে সন্তান দেননি। এই আমার মেয়ে! একে আমি আপন সন্তানের মতই মানুষ করব।

বড়বাবু। শুধু একেই নয়,—আজ থেকে বামের বড ছেলে সোনার ভারও তোমাকে নিতে হবে। এই দুটি মা-হারা ছেলেমেয়ের মায়ের অভাব তুমিই পূর্ণ করবে। চাকরকে বল সোনাকে ডেকে দিতে, সে বোধহয় বাইরে খেলা করছে।

বড়বৌ। (চেঁচাইয়া) পচা, সোনাকে ডেকে দে।

(বড়বৌ ও হরিগোপালের কান্না শুনিয়া কৃষ্ণগোপাল ও তাহার স্ত্রীর প্রবেশ)

উভয়ে। কি হয়েছে, আপনারা কাঁদছেন কেন?

হরি। (চোখের জল মুছিয়া) মেজ বৌমা একটি কন্যা প্রসব করেই হাসপাতালে মারা গেছেন।

(এই কথা শুনিয়া ছোটবৌ ও কৃষ্ণগোপাল কাঁদিয়া উঠিল)

হরি। (কৃষ্ণগোপালের প্রতি) তোমার দাদা হাসপাতালে আছে, তুমি এখন সেখানে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দাও আর ওদিকের সব ব্যবস্থা কর। মনাকে আমি তোমার দাদার কাছে হাসপাতালে রেখে এসেছি।

(কৃষ্ণগোপালের প্রস্থান এবং সোনার প্রবেশ। বড়বৌ সোনাকে কাছে টানিয়া লইলেন কিছুক্ষণ পরেই রামগোপাল ও কৃষ্ণগোপালের প্রবেশ)

রাম। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। (বড়বৌয়ের প্রতি) বৌদি,—এদের মা নেই, আজ থেকে আপনিই এদের দেখবেন। আমি আর সংসারে থাকব না, আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব। আমি মেজবৌয়ের কথা শুনে দাদার অবাধ্য হয়ে যে কুকর্ম্ম করেছি তার ফল ভগবান আমাকে হাতে হাতে

দিলেন। আমি মেজবৌয়ের অস্থি নিয়ে গঙ্গাসাগরে দিতে যাব।

হরি। গঙ্গাসাগরে যাবার দরকার কি? এই গঙ্গাতে দিলেই তো হয়। কত দূর দেশ দেশান্তর থেকে এসে আমাদের এই গঙ্গায় অস্থি বিসর্জ্জন দিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি শুধু শুধু গঙ্গাসাগরে যাবে কেন? আমার তো মনে হয় এই পুণ্য ভাগীরথীর জলেই অস্থি বিসর্জ্জন দিলেই হয়।

রাম। কিন্তু আমার ইচ্ছে অস্থি গঙ্গাসাগরে দিয়ে আসি।

হরি। তবে যাও। তোমার যখন একান্তই ইচ্ছে, তখন অস্থি বিসর্জ্জন দিয়ে এসো। তবে সাবধানে যেও। পথ বড বিপদসঙ্কুল। (কৃষ্ণগোপালের প্রতি) রাম যখন গঙ্গাসাগরে যাবেই, তখন তুমিও তার সঙ্গে যাও। এই অবস্থায় তোমার দাদাকে একা অত দূর দেশে যেতে দেওয়া উচিত নয়। তোমার দাদাকে সান্ত্বনা দিও ভালভাবে দেখাশুনা করো। খাওয়া দাওয়ার দিকে তোমরা কেউ অবহেলা করো না। তোমার দাদাকে ছেড়ে তুমি অন্য কোথাও যাবে না, সব সময়ে তার কাছে কাছে থাকবে। তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব তোমার। (পকেট হইতে দুইশত টাকার নোট বাহির করিয়া কৃষ্ণগোপালের হাতে দিলেন) এই দুশো টাকা দিলাম, এই দিয়ে খরচপত্র চালিও।

ছোটবৌ। আমিও এঁদের সঙ্গে যাব। এই সুযোগে আমিও গঙ্গাসাগরে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে আসি। এই সুযোগ পরে হয়তো আর পাব না।

(গনা প্রবেশ করিল এবং ছোট বৌয়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইল)

হরি। সে একরকম ভাল। তুমি গেলে ওদের রান্নাও করে দিতে পারবে। হোটেলে বা যেখানে সেখানে খাওয়া উচিত নয়। কিন্তু গনাকে এখানে রেখে যেও,—ওকে সঙ্গে নিয়ে যেও না।

(পকেট হইতে পঞ্চাশ টাকা বাহির করিয়া ছোটবৌয়ের হাতে দিল)

এই পঞ্চাশটা টাকা তোমার কাছে রেখে দাও। তোমার স্নান পূজা এইসব খরচ এর থেকে চালিও। আমার নামে তোমার দিদির নামে একটা করে ডুব দিও।

(হরিগোপাল ও মনা বাদে সকলের প্রস্থান)

(পটপরিবর্ত্তন)

পঞ্চম দৃশ্য

[স্থান হরিগোপালের বৈঠকখানা। বড়বৌ বসিয়া আছেন। একখানা খবরের কাগজ হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে হরিগোপালের প্রবেশ]

হরি। হায়, হায়! ভগবান আমাকে নিয়ে একি খেলা সুরু করলেন।

বড়বৌ। (উদ্বিগ্নভাবে) তুমি অমন করে কাঁদছ কেন গো! কি হল বল শিগ্‌গির!

হরি। এই দেখ. আজকের খবরের কাগজে কি লিখেছে। উঃ, আমার মাথার মধ্যে কেমন করছে গিন্নি,—আমার আর বাঁচতে সাধ নেই। আমি আর সইতে পারছি না;—আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

বড়বৌ। এ তুমি কি বলছ,--কি হয়েছে গো!

(তাড়াতাড়ি কাগজখানা লইয়া পড়িতে লাগিল)

শোচনীয় দুর্ঘটনা

গতকল্য গঙ্গাসাগরগামী ষ্টীমারে এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। যখন একদল যাত্রী ঠেলাঠেলি করিয়া জাহাজে উঠিতেছিল সেই সময় সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া তাহারা জলে পড়িয়া যায়। হতাহতের সংখ্যা জানা যায় নাই। তবে মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহাদের নাম পাওয়া গিয়াছে তাহাদের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল—

(১) রামগোপাল

(২) কৃষ্ণগোপাল

(৩) বিজয়া

(এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই বড়বৌ চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত হইতে কাগজ পড়িয়া গেল)

পটপরিবর্ত্তন

ষষ্ঠদৃশ্য

(স্থান—হরিগোপালের স্ত্রী অর্থাৎ বড়বৌয়ের ঘর। বড়বৌ বসিয়া আছেন। হরিগোপাল আসিয়া প্রবেশ করিলেন)

হরি। ভেবেছিলাম পঁয়ষট্টি বছর বয়সে সংসার থেকে বিদায় নিয়ে আমরা কাশীবাসী হব। কিন্তু ভগবান আমার সে ইচ্ছেয় বাদ সাধলেন। ভাইরা এবং ভ্রাতৃবধূরা এই বুড়োকে ফেলে অকালে চলে গেল। তাদের ছেলেপুলেদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার এখন আমাদের। আমার সমস্ত পরিকল্পনাই পাল্টে ফেলতে হল। ঠিক করেছি, সম্পত্তি আর দান করব না;

যা সামান্য কিছু আছে ওদের জন্যেই রেখে যাব। মনাকেও কিছু দেব। তা তুমি কি বল?

বড়বৌ। তুমি যা ঠিক করবে তাতেই আমার মত আছে। নিজের কোন ছেলেমেয়ে তো হল না; এখন এরাই আমার ছেলে-মেয়ে। এরাই এখন আমাদের সন্তানের কাজ করছে, পরেও করবে। তুমিই এখন ওদের সব। ওরা যেন কোনদিন ওদের বাপের অভাব বুঝতে না পারে। ওদের বাপের কর্ত্তব্য তুমিই কর।

হরি। ইচ্ছে ছিল রামগোপালের মেয়ে নেড়ীকে ভালভাবে লেখাপড়া শেখাব। কিন্তু তোমার জন্যে তা হল না। ও আট বছরে পড়তে না পড়তে তুমি ওর বিয়ে দিয়ে গৌরীদানের পুণ্য অর্জন করলে। তবে, নেড়ী বেশ সুখেই আছে। আমাদের জামাই লালুবাবাজী বেশ চমৎকার ছেলে। এমন অবস্থাপন্ন ছেলে, কিন্তু কত শিক্ষিত, লেখাপড়ার দিকে বেশ ঝোঁক আছে।

বড়বৌ। তা বাপু মেয়ে হয়ে জন্মেছিল, ভালোয় ভালোয় বিয়ে হয়ে গেছে, বেঁচেছি মেয়েদের আর বেশী পড়ে কাজ কি? এখন ভগবানের দয়ায় দুটিতে সুখে শান্তিতে থাকুক; এই শুধু প্রার্থনা।

হরি। তুমি সোনা, গনাকেও আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে মাথাটা খেয়েছ। তোমার জন্যেই ওদের লেখাপড়া শেখাতে পারলাম না। বাধ্য হয়ে শেষে ওদের দুজনকে পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকরীতেই ঢুকিয়ে দিতে হল।

বড়বৌ। ওদের যে কেন তুমি এত অল্পবেতনের চাকরীতে ঢুকিয়ে দিলে

তা আমি বুঝতে পারি না। পঞ্চাশটা টাকা কি আবার একটা টাকা? তুমি কি ইচ্ছে করলে ওদের দু-জনকে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিতে পার না?

হরি। লেখাপড়া না জানলে পঞ্চাশ টাকার বেশী মাইনে কে দেবে? কিন্তু আসল কারণ তা নয়। আমি চাই ওরা অলসভাবে বসে না থেকে কোন একটা কাজ কর্ম্ম নিয়ে থাক। জানতো একটা কথা আছে,—অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। চুপ করে রাতদিন বসে থাকলেই যত বদ মতলব এসে মাথায় ঢুকবে।

বড়বৌ। তা না হয় হল,—কিন্তু তুমি এখনো ওদের বিয়ে দিচ্ছ না কেন? বয়স তো আমার কম হল না,—এখন যে কোন সময়েই ওপরের ডাক আসতে পাবে। তাই তো তোমায় বারবার বলছি, ওদের দুজনের বিয়েটা দিয়ে যাও,—আমি বউ নিয়ে আনন্দ করি কিন্তু তাও তুমি শুনছ না।

হরি। তা তোমার যখন এতই ইচ্ছে, তখন ভাল ঘর দেখে দিয়ে দাও ওদের বিয়ে।

বড়বৌ। তুমি মত দিলে বিয়ে তো আমি ওদের এখুনি দিয়ে দিতে পারি। ওদের দুজনের জন্মে বহু সম্বন্ধই আমার কাছে আসছে। আমার ইচ্ছে,—এই মাসের মধ্যেই ওদের বিয়েটা দিয়ে দিই।

হরি। খুব ভাল কথা। তোমার যখন ইচ্ছ হয়েছে, তখন তাই কর।

পটপরিবর্ত্তন

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[হরিগোপালবাবু রোগজীর্ণ অবস্থায় শুইয়া আছেন। সোনা, গনা এবং তাহাদের স্ত্রী জয়া বিজয়া বসিয়া আছে। অল্পদূরে একটা লোহার সিন্ধুক রহিয়াছে।

সোনা। আপনি অসুস্থ শরীরে ওসব আর চিন্তা করবেন না জ্যেঠামশাই। জেঠীমা আমাদের ছেড়ে স্বর্গে চলে গেছেন,—এতে কি আমাদেরও কম দুঃখ? কিন্তু বৃথা শোক করে আর কি হবে?

হরি। নারে তোরা বুঝবি না তিনি এই সংসারের কতটা ছিলেন। এই এত বছর বয়স হল,—কিন্তু শুধু তাঁর সতর্ক দৃষ্টির জন্যেই দুঃখ কষ্ট কোন দিন টেরও পাই নি। এখন আমার মরণ হলেই বাঁচি।

জয়া। না না বাবা, আপনি ও কথা বলবেন না। আমরা তো আছি,—আমরাই আপনাকে দেখব।

হরি। না বৌমা, তোমরা ঠিক বুঝবে না। আমার কেন জানিনা মনে হচ্ছে, আমার সামনে এক ভয়ঙ্কর দুর্দিন আসছে। এতদিন পর্য্যন্ত জীবন আমার হয় তো সুখেই কেটেছে,—কিন্তু তার জন্যে পরিশ্রমও আমায় কম করতে হয় নি। কিন্তু পরিশ্রান্ত হয়ে যখনই বাড়ী ফিরতাম সোনা, গনা, জেঠীমার সেবায় আমার সমস্ত অবসাদ যেন এক মুহূর্ত্তে দূর হয়ে যেত।

এখন মনের কথা বলার একটা লোক নেই। তোমরা আমার যতই সেবা যত্ন কর না কেন,—ওর কথা মনে হলেই এখনও যেন আমার বুক ফেটে যায়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, মরণ ছাড়া আমার আর এখন শান্তি নেই। সোনা, গণা অফিস যাওয়ার আগে পর্য্যন্ত আমার কাছেই থাকে,—তোমরা দুপুরে আমাব সাথে সাথেই থাক,—বিকেলে আমাকে নিয়ে সোনা, গণা মোটরে হাওয়া খেতে যায়। অবশ্য,—এই মোটরে করে হাওয়া খেতে যাওয়াটাতে আমার মোটেই ইচ্ছে নেই,—কিন্তু তোমাদের চাপে পড়ে তাও আমি করি। কারণ এতো হাওয়া খাওয়া নয়,—আমার ভেতরটা যেন তখন আগুনের মত জ্বলতে থাকে। এই সময়েই যেন বিশেষ করে সোনা গনার জেঠীমার কথা মনে পড়ে। তোমরা আমার জন্যে এত করছ, তোমাদের ঋণ আমি এ জীবনে শোধ করে যেতে পারব না বৌমা। এই যে সেদিন আমাশায় ভুগে মরতে বসেছিলাম, তখন তোমরা আমার যে পরিচর্য্যা করেছ, তা বোধ হয় নিজের মেয়েও করে না। পঞ্চাশ ষাটবার পায়খানা যেতাম। তোমরা লজ্জা সরম ত্যাগ করে আমার সেবা করেছ কতবাব বিছানায় পায়খানা করেছি, কিন্তু তোমরা ঘৃণা না করে তা পরিষ্কার করেছ। এসব কথা আমি কখনো ভুলবো না। আচ্ছা, মনাকে দেখছি না,—সে কোথায় ?

সোনা। মনা আমার ঘড়ি চুরি করেছিল,—সেই কথা বলায় সে বিছানা পত্তর নিয়ে চলে গেছে।

হরি। মনাকে আমি ভাল বলেই জানতুম, শেষে ও এমনভাবে উচ্ছন্নে গেল ? আমাদের বংশের ছেলে হয়ে ওর এত নীচ প্রবৃত্তি ?

সোনা। (স্বগতঃ) কৌশলে অপবাদ দিয়ে ওকে এখান থেকে সরালাম, পাছে জ্যেঠামশায় ওকে সম্পত্তির ভাগ দেন।

হরি। উকিলের আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন। তোমরা তাকে ঠিক মতো খবর দিয়েছিলে তো? সে তো শুধু আমাদের পরিবারের উকিলই নয়,—অবিনাশ আমার বিশিষ্ট বন্ধু। যাইহোক, আমার সেই উকিল বন্ধুটি আসবার আগে তোমাদেব দু একটা কথা বলতে চাই। আমি ঠিক করেছি, আমাব যাবতীয় সম্পত্তি তোমাদের নামে উইল করে দেব, এবং আজই সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলব। আব দেরী করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে কবি না। শুধু এই বাডী আর গাডীটা আমাব বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত আমার নামে থাকবে,—আমি মরলে তাও তোমরা পাবে।

সোনা। এখন আপনার এসব করবার কি দরকার ছিল? এসব কি আমরা কোনদিন আপনার কাছে চেয়েছি, না চাইব?

হরি। না না, আমি আর এর হিসাব পত্তরের বোঝা বইতে পারি না, আমি এসব হাঙ্গামা থেকে মুক্তি চাই। তোমাদের হাতে সব তুলে দিচ্ছি, তোমাদের জিনিষ তোমরা দেখা শুনা করবে।

(উকিলের প্রবেশ)

এস অবিনাশ, তোমারই জন্যে আমি অপেক্ষা করে বসে আছি।

উকিল। কিন্তু হরিগোপাল, আমি তো তোমার ব্যাপার স্যাপার ভাল বুঝতে পারছি না, এখন এ সব হাঙ্গামার কি দরকার ছিল।
(সহসা উকিলবাবু নিজেকে সংযত করিয়া সোনা, গনা, জয়া,

বিজয়ার প্রতি) তোমরা একটু বাইরে যাওত ভাই,—হরিগোপালের সঙ্গে আমার একটু প্রাইভেট্ কথা আছে)

(হরিগোপাল ও উকিলবাবু বাদে সকলের প্রস্থান)

উকিল) হরিগোপাল, কাজটা কিন্তু তুমি ভাল করছ না। তোমার এত তাড়াতাড়ি এ সব লেখাপড়া করে দেবার কি দরকার? তোমার অবর্ত্তমানে এরা তো সব এমনিতেই পাবে।

হরি। আমার এই শেষ সময়ে এখন আর টাকা পয়সার হিসাবপত্র ভাল লাগে না। দু-দিন পরে ওরা যখন সব পাবেই, তখন দু-দিন আগেই না হয় পাক। ওরা আমার অনেক সেবাযত্ন করেছে। তাছাড়া, আমার মৃত্যুর পর নিজেদের নাম জারি করবার জন্যে ওদের আর অনর্থক কতকগুলো টাকা খরচ করতে হবে না।

উকিল। কিন্তু টাকা পয়সা সম্বন্ধে আমার ধারণা সম্পূর্ণ অন্য রকম। টাকার মত জিনিষটা সব সময়েই নিজের হাতে রাখতে হয়। তাহলে সেই টাকা অন্যে যা তা ভাবে খরচ করতে সাহস করে না, তেমনি টাকার মালিকের ওপর সব সময়ে একটা সম্ভ্রমবোধ বা শ্রদ্ধা থাকবেই। টাকা বড় ভয়ঙ্কর জিনিষ ভাই। টাকা যার হাতে যখন থাকে তার হয়েই কথা বলে—প্রকৃত মালিককে টাকা চেনে না। তাছাড়া সারা জীবন যা রোজগার করলুম তা যাতে সৎকর্ম্মে লাগে তা সকলেরই দেখা উচিত। আমার তো মনে হয়, টাকা রোজগার করা বরং সহজ, কিন্তু বুঝে শুনে টাকা খরচ করাটাই শক্ত। যে ব্যক্তি বুদ্ধি বিবেচনা করে রোজগারের টাকা খরচ করতে পারেন তিনিই বৃদ্ধ বয়সে সচ্ছল অবস্থায় নিশ্চিন্ত মনে শেষ জীবন কাটাতে পারেন। কিন্তু

যিনি ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা না করে খরচ করেন, যত টাকাই তিনি রোজগার করুন না কেন, বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে কষ্ট পেতেই হবে। কম রোজগারই বল, আর বেশী রোজগারই বল, সকলের সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য।

হরি। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি! ওরা যদি বুদ্ধি করে খরচপত্র করে তাহলে শেষ জীবন সুখে কাটাতে পারবে। আর যদি ঠিকমত বিবেচনা করে খরচপত্র করতে না পারে তাহলে ভবিষ্যতে দুঃখ পাবেই। সে আর আমি কি করে আটকাবো?

উকিল। ওরা হঠাৎ এতগুলো টাকা হাতে পেয়ে যদি নিজেদের সামলাতে না পারে তবে যা তা ভাবে খরচ করতে সুরু করবে এবং টাকার গরমে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে দুইদিনেই সব নষ্ট করে ফেলবে। এমন কি, টাকা তোমার হাত থেকে ওদের হাতে চলে গেলে তখন হয়তো তোমাকেও আর ওরা গ্রাহ্য করবে না, বৃদ্ধ বয়সে তুমিও হয়তো কষ্ট পাবে।

হরি। তুমি হয়তো আমার মানসিক অবস্থা ঠিক বুঝবে না অবিনাশ। আমি এখন সংসারে যাবতীয় দায়িত্ব থেকেই নিষ্কৃতি পেতে চাই। বিশেষ করে, টাকা পয়সা বিষয়ে কোন কিছু চিন্তা করার শক্তি ও সামর্থ এই বয়সে আমার আর নেই।

উকিল। তোমার মানসিক অবস্থা আমি কিছুটা বুঝতে পারি হরিগোপাল। কিন্তু তবুও একথা ঠিকই যে টাকা না হলে সংসারে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকবার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। ধনী দরিদ্র সকলেরই সর্বদা টাকার দরকার। আবার মজা এই যে, এই টাকাই লোকের সর্বনাশ ডেকে আনে। কেউ

বা নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনে ; কেউ বা এই টাকার জন্যেই চোর ডাকাতের হাতে প্রাণ দেয়।

হরি। এসব কথা যে আমি জানিনা তা নয়। তবুও আমি ঠিক করেছি যে আমার সম্পত্তি আজই আমি ওদের সব লিখে দেব। আমার মনে হয় না যে ওরা আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কাজ করবে। ওরা চারজনে এতদিন আমার যেমন যত্ন করেছে আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই রকম যত্ন করলেই আমি সুখী। টাকা দিয়ে ওরা য' ইচ্ছে তাই করুক, আমি কিছুই বলব না।

উকিল। বেশ, তবে তাই হোক। সব কাগজ পত্রগুলো এদিকে দাও।

(উকিল অবিনাশবাবু কাগজ পত্র লিখিয়া হরিগোপালের দস্তখত করাইয়া লইলেন)

উকিল। কাল সকাল দশটায় আমি রেজিষ্ট্রারকে ডেকে এনে এসব রেজেষ্ট্রী করে দেব।

পট পরিবর্ত্তন

দ্বিতীয় দৃশ্য

(হরিগোপালের শয়নকক্ষ। মাঝে একটা সরু পার্টিসন দেওয়া। পার্টিসনের ডানধারে রোগজীর্ণ হরিগোপাল শুইয়া আছেন। পার্টিসানের বামধারে সোনা, গনা, জয়া, বসিয়া আছে)

সোনা। দেড়বছর ধরে জ্যেঠামশাই নিজেও ভুগছেন, আমাদেরও

জ্বালিয়ে মারছেন। আগে তবু দিনে চার পাঁচ বার পায়খানা করতেন আজ মাস দেড়েক ধরে দিনে চল্লিশ পঞ্চাশ বার করে বিছানায় পায়খানা করছেন। আর কতই বা দেখাশোনা ও সেবা শুশ্রূষা করা যায়। ক্রমেই উনি অসম্ভব ব্যাপার করে তুলছেন। এখন দুর্গন্ধে ওঁর ঘরের কাছেই যাওয়া যায় না ; নাকে কাপড় না দিয়ে কার ক্ষমতা ও ঘরে ঢোকে।

জয়া। আমার আর এত হাঙ্গামা সহ্য হয় না, আমি এসব নোংরা পরিষ্কার করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। এবার তোমরা একটা মেথর রাখার ব্যবস্থা কর।

গনা। নাঃ, সত্যিই এ মানুষের অসাধ্য। দুর্গন্ধে আর টেকা যায় না। উনি আর কতকাল যে আমাদের এভাবে জ্বালাবেন তা কে জানে।

বিজয়া। আমি আর ওঁর ঘরে যাব না। ওঁর ঘর গেলে আমার গা বমি করে। মরে গেলেও আমি আর ও ঘরে যাচ্ছি না, তা তোমরা যাই বলনা কেন।

(ডাক্তারবাবুর প্রবেশ)

সোনা। আসুন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু। হরিগোপালবাবু কেমন আছেন ?

সোনা। কেমন আর থাকবেন। সেই একই রকম। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, বলতে পারেন উনি কতকাল আর এভাবে আমাদের জ্বালাবেন ?

ডাক্তারবাবু। দেখুন, মরা বাঁচা সবই ভগবানের হাতে, একথা কেউই ঠিক করে বলতে পারেনা। তবে বর্ত্তমানে উনি যে অবস্থায় যে ভাবে আছেন, তাতে আর বেশীদিন বাঁচবেন বলে মনে হয়

না। ওষুধপত্র ঠিকমত খাওয়ানো হয় না, সেবা যত্ন কিছুই করা হয় না, এত অবহেলার মধ্যে যদি উনি থাকেন তাহলে আর বাঁচবেন কি করে?

হরি। (স্বগতঃ) হায় পোড়াকপাল, এরা এখন আমার মৃত্যু কামনা করছে। আজ আর আমাকে দেখবার কেউ নেই। মল-মূত্রের মধ্যে পড়ে রয়েছি, কেউ ভ্রূক্ষেপও করেনা। কি আর করব। যতদিন আছি, চোখ বুঁজে এসব সহ্য করে যেতেই হবে।

(হরিগোপাল যে দিকে শুইয়াছিলেন ডাক্তারবাবু এবং নাকে কাপড় দিয়া সোনা, গনা সেদিকে প্রবেশ করিল। জয়া, বিজয়া পার্টি-সনের বাম পার্শ্বেই রহিল)

(ডাক্তারবাবু হরিগোপালের বুক পেট দেখিলেন এবং প্রেসক্রিপসন্ লিখিয়া সোনার হাতে দিলেন)

ডাক্তারবাবু। (হরিগোপালকে) আজ কেমন আছেন?

হরি। আর আমার থাকাথাকি। কি অবস্থায় আছি দেখতেই তো পাচ্ছেন।

(ডাক্তারবাবু এবং সোনা, গনা পার্টিসনের বাম পার্শ্বে আসিল। জয় বিজয়া সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল।

(ডাক্তারবাবুর প্রস্থান)

সোনা। (গনার প্রতি) ডাক্তারবাবুর কথা শুনে মনে হল ওনার অবস্থা সুবিধের নয়। এখন আমাদের সকলকে সংবাদ দেওয়া উচিত যে ওনার অবস্থা খারাপ। নইলে হয়তো আত্মীয় স্বজনেরা বলবে যে, এতদিন ধরে উনি ভুগছেন কিন্তু আমরা একটা খবরও পেলুমনা। আর একটা কাজ কর,

সকালে যে মেথরটা মল মূত্র পরিষ্কার করে তাকে বিকেলেও আসতে বল। তাহলে লোকজন এসে ওনাকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখতে পাবে।

(সোনা, গনা, জয়া, বিজয়ার প্রস্থান)

(নেড়ী ও লালুবাবুর প্রবেশ)

নেড়ী। (হরিগোপালের নিকট গিয়া) জ্যেঠামশাই, কেমন আছেন ?

হরি। কে, নেড়ী ? লালুও এসেছে ? আর আমার থাকাথাকি। দেখছ তো আমার অবস্থা ? আর বেশীদিন নয়।

নেড়ী। একি ! জেঠামশাই, আপনি পায়খানা করে ফেললেন ? কাকে ডাকবো, কে আপনার এ সমস্ত পরিষ্কার করে ?

হরি। কাউকে ডাকতে হবেনা মা, ডাকলেও কেউ আসবে না। সারারাত্রি এভাবে থাকতে হবে। সকালে ডাক্তার আসবার আগে মেথর পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে। দেড় মাস ধরে এই রকম চলছে।

নেড়ী। সে কি ?

হরি। হাঁ মা, সবই বরাত (কপালে হাত দিয়া) কপালের লেখা কে খণ্ডাবে বল। তবে আজকাল লোকজন আমায় দেখতে আসছে বলে মেথর এসে দুবেলা পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। আগে প্রত্যহ দিন রাত্রি আমাকে এইসব নোংরার মধ্যে পড়ে থাকতে হত। বউরা নাকে কাপড় দিয়ে মাঝে মাঝে আসে যদি দয়া হয় তাহলে টেবিলের ওপর বার্লির বাটি রেখে যায়। পারলে কোন রকমে উঠে বার্লিটুকু খাই, নইলে ঐ ভাবেই পড়ে থাকে। কেউ আসেনা, ডাকলে সাড়া পর্য্যন্ত দেয় না।

ইচ্ছে থাকলেও কথা বলার কোন লোক পাইনা। অনেকদিন পরে আজ তোমার সঙ্গে একটু কথা বললাম।

নেড়ী। উঃ, এ যে দেখছি সাংঘাতিক ব্যাপার।

লালুবাবু। এ যে অসম্ভব কাণ্ড! মানুষ যে এত নিষ্ঠুর হতে পারে সে ধারণাও আমার ছিল না। তাও বাইরের লোক নয়, নিজেদের জ্যেঠামশাই।

নেড়ী। আচ্ছা জ্যেঠামশাই, আমরা তাহলে চলি। আবার আসবো।

হরি। আহা, বেঁচে থাক মা, একশো বছর পরমায়ু হোক।

(নেড়ী ও লালুবাবুর প্রস্থান)

হরি। (স্বগতঃ) নেড়ীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে অনেকদিন পরে মনটা একটু ভাল লাগছে। বড্ড ভাল মেয়েটি আর কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে পারলে মনটা একটু হাল্কা হোত। তা ও থাকবেই বা কেন? পরের স্ত্রী। যাদের সমস্ত টাকাকড়ি উজাড় করে দিলাম, তাদেরই যখন এই ব্যবহার, আর নেড়ীকে তো আমি একটি পয়সাও দিই নি। ওর উপায় থাকলে নিশ্চয়ই ও এখানে আর কিছুক্ষণ থাকতো। কিন্তু কি করবে? ওরও তো কাজকর্ম আছে। সে থাকবে কেন?

(বৃদ্ধ হরিগোপাল বাবু ঘুমাইয়া পড়িলেন)

(লালুবাবু ও নেড়ীর পুনঃ প্রবেশ)

লালুবাবু। উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখছি।

নেড়ী। হ্যাঁ। যাক্, ওঁকে এখন ডেকে দরকার নেই। তুমি দেখ, জিনিষপত্রগুলো ঠিকমত তোলা হল কি না।

(লালুবাবুর প্রস্থান)

হরি। (জাগিয়া উঠিয়া) কে রে ঘরের মধ্যে ?

নেড়ী। জ্যেঠামশাই—আমি নেড়ী।

হরি। নেড়ী ? তুই ? তুই না এইমাত্র চলে গেলি ? এ কি আমি স্বপ্ন দেখছি ?

নেড়ী। না জ্যেঠামশাই স্বপ্ন নয় ; সত্যিই আমি। আমি আপনাকে পরিষ্কার করতে এসেছি।

হরি। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমার কি এত সৌভাগ্য।

নেড়ী। জ্যেঠামশাই, আমি আপনার জন্যে নতুন তোষক এনেছি। আমি এক্ষুনি সব ঠিকঠাক করে দিচ্ছি। (লালুবাবুর উদ্দেশ্যে) ওগো, তুমি একটু ভেতরে এসো তো !

(লালুবাবুর প্রবেশ)

লালুবাবু। কি করতে হবে বল।

নেড়ী। জ্যেঠামশাইকে পরিষ্কার করে দেব, তুমি আমাকে একটু সাহায্য কর। ও ঘরে একটা খাট আছে, সেটাতে নতুন তোষক ম্যাকিনটস্ এ সব পেতে এ ঘরে নিয়ে আসতে হবে। তারপরে জ্যাঠামশাইকে পরিষ্কার করে ঐ নূতন খাটে শুইয়ে দেব। চল, খাটটা নিয়ে আসি।

(দুইজনের প্রস্থান এবং অল্প পরেই তোষক ইত্যাদি পাতা একটি খাট লইয়া প্রবেশ। লালুবাবু হরিগোপালবাবুকে পরিষ্কার করাইবার উদ্দেশ্যে একটি পর্দা টাঙাইয়া দিলেন এবং অল্প পরেই নূতন কাপড় পরিহিত হরিগোপাল বাবুকে দুইজনে ধরাধরি করিয়া নূতন খাটে শোয়াইয়া দিলেন।

হরি। এ গরম জল পেলে কোথায় ?

নেড়ী। আমি আপনাকে পরিষ্কার করবার জন্যে থার্মোফ্লাস্কে করে গরম জল এনেছি।

হরি। এই মলমূত্রের মধ্যে রাতদিন থেকে থেকে সব জায়গায় ঘা হয়ে গেছে, তাই গরম জল দিয়ে পরিষ্কার করায় বড় আরাম হল। বেঁচে থাক মা।

নেড়ী। (লালুবাবুর প্রতি) মেথরটাকে একবার ডাকতো ?

(লালুবাবুর প্রস্থান এবং অল্প পরেই মেথর সহ প্রবেশ)

নেড়ী। (জ্যেঠামশায়ের ময়লা জামা কাপড়গুলো ধুয়ে নিয়ে এস। এই তোষকটা দেখছি একদমে পচে গেছে,—এটাকে ফেলে দিয়ে এসো।

(জামাকাপড় ও পুরাতন তোষক লইয়া মেথরের প্রস্থান)

হরি। আঃ, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। সত্যিই কি আমি নতুন বিছানায় শুয়ে আছি ? আরে, আরে, আবার আমি বিছানায় পায়খানা করে ফেললাম। আমার মত হতভাগা কি আর নতুন বিছানায় থাকতে পারে ?

নেড়ী। আহা, আপনি অত ভাবছেন কেন ? অসুখের ওপর মানুষের কি হাত আছে ? এতে আপনার অপ্রস্তুত হবার কি হয়েছে ! আমি তো আপনাকে সেবা করবার জন্যেই এসেছি।

(নেড়ী পর্দা টাঙাইয়া হরিগোপাল বাবুকে পরিষ্কার করাইয়া দিল।

হরি। অনেকদিন পরে ময়লা কাপড় ছাড়াই বিছানায় শুয়ে রইলাম। আমাকে এখন কিছু খেতে দিতে বল নেড়ী।

নেড়ী। কি খাবেন ?

হরি। বার্লি, এরারুট আর আমার একটুও খেতে ইচ্ছে করে না, হরলিক্স খেতে ইচ্ছে করে। ডাক্তার আমাকে হরলিক্স খেতে বলেছেন, কিন্তু এরা কেউ তা আমায় দেয় না।

নেড়ী। আচ্ছা, আমি এখুনি বউদিদের কাছ থেকে আপনার খাবার নিয়ে আসছি।

(নেড়ীর প্রস্থান)

(অল্পক্ষণ পরেই জয়া বিজয়ার সহিত পার্টিসানের বাম ধারে নেড়ীর প্রবেশ)।

নেড়ী। বউদি,—জ্যেঠামশাই এখন কিছু খেতে চাইছেন।

জয়া। ওনার তো দিনরাত কেবল খাওয়া আর পায়খানা। এই তো কিছুক্ষণ হল আমি এরারুট দিয়ে এসেছি,—তা এর মধ্যেই আবার খিদের চোটে লাফাতে সুরু করেছেন! যাই হোক তুমি যাও সময় হলে আমি দিয়ে আসব।

(নেড়ী পার্টিশনের ডান দিকে হরিগোপালের নিকট আসিল)

জয়া। (নেড়ীকে শুনাইবার উদ্দেশ্যে) উঃ, ভারী দয়া! একদিন এসে অমন আদর যত্ন দেখাতে সবাই পারে। আমরা দিন রাত্রি যন্ত্রণা সহ্য করছি,—দুর্গন্ধে ঘরে ঢোকা যায় না তবুও বার্লি এরারুট দিয়ে আসছি, আর উনি খানিকক্ষণের জন্যে এসে ভারী মায়া দেখাচ্ছেন। একদিন দিনরাত্রি থাকুন না, তাহলে ঠেলা বুঝতে পারবেন।

(নেড়ী তাহার বৌদির কথা সব শুনিতে পাইল)

নেড়ী। (লালুবাবুর উদ্দেশ্যে) তুমি তাড়াতাড়ি একটা হরলিক্স কিনে আনতো। ফ্লাস্কের মধ্যে আমার জল গরম আছে।

(জয়া বিজয়ার প্রস্থান)

(লালুবাবুর প্রস্থান এবং কিছুক্ষণ পরে হরলিক্স লইয়া প্রবেশ। নেড়ী হরলিক্স তৈয়ার করিয়া ফিডিং কাপে হরিগোপাল বাবুকে ধীরে ধীরে খাওয়াইয়া দিল)

হরি। আঃ খুব ভাল লাগলো। আমায় আর একটু দাও। অনেক দিন পরে হরলিক্স খেতে খুব ভাল লাগছে। (ফিডিং কাপটি দেখাইয়া) আচ্ছা, এটা কোথায় পেলে? এটায় করে হরলিক্স খেতে তো ভারি সুবিধা।

নেড়ী। এটা আমি আপনার জন্যে কিনে এনেছি।

হরি। বেঁচে থাক মা। হরলিক্স কোথায় পেলে? আর একটু আমায় খেতে দাও।

নেড়ী। হরলিক্স আমি ওঁকে দিয়ে কিনে আনিয়েছি। কিন্তু এখন হরলিক্স থাক,—এক সঙ্গে আপনার বেশি খাওয়া উচিত নয়। আবার একটু পরে আপনাকে খেতে দেব।

হরি। কিন্তু তুমি কি এখুনি চলে যাবে? তুমি চলে গেলে ওরা আমাকে আর হরলিক্স খেতে দেবে না,—বার্লি কিংবা এরারুট খেতে দেবে। তাছাড়া, কোন দিন তো তোমার মত বসে বসে কেউ আমাকে খাওয়ায় না।

(হরিগোপালবাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন)

নেড়ী। আপনি কাঁদবেন না। আমি আজ সারারাত্রি আপনার কাছে বসে থাকবো। আপনার যখন যা প্রয়োজন হবে তখনই তা দেব।

আমি শ্বশুর বাড়ীতে বলে এসেছি। উনি একটু পরেই আমাকে এখানে রেখে চলে যাবেন। আপনি এখন একটু ঘুমোন, ঘুম থেকে উঠলে আবার আপনাকে হরলিক্স খেতে দেব।

হরি। আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন স্বপ্ন দেখছি।

নেড়ী। জ্যেঠামশাই, গরমজল দিয়ে আমি আপনার ঘাগুলো একটু পরিষ্কার করে দিচ্ছি। দিনরাত ময়লার মধ্যে পড়ে থেকে আপনার পাছায় পিঠে ঘা হয়ে গেছে।

হরি। (কপালে করাঘাত করিয়া) মা, আজ তুমি স্বেচ্ছায় গরম জল দিয়ে আমাকে পরিষ্কার করে দিতে চাইছ, কিন্তু আজ কতদিন হল ডাক্তার আমার ঘায়ের জন্যে ওষুধ দিয়ে গেছেন কিন্তু হাজারবার ডেকেও কাউকে দিয়ে একটু ওষুধ লাগাতে পারিনি ওষুধ লাগানো তো দূরের কথা,—সামনে কেউ আসে না, তা ওষুধ লাগাবে কে ?

নেড়ী। জ্যেঠামশাই, উনি এখন যাচ্ছেন। আমি আপনার কাছেই বসে থাকবো। আপনি এখন ঘুমোন।

(লালুবাবুর প্রস্থান)

হরি। তুমি রাত্রে এখানে থাকবে শুনে আমার বড় আনন্দ হল। এত দয়ামায়ার কথা কেউ এপর্যন্ত বলে নি। কিন্তু আগে লালুর সঙ্গে তুমিও খেয়ে এসো।

নেড়ী। আমি এখানে থাক্‌বো বলে একেবারে খেয়েই এসেছি।

হরি। আমার যেন ভুল হয়ে যাচ্ছে যে সত্যিই তুমি মানবী না দেবী? কিন্তু এত নোংরা আর দুর্গন্ধের মধ্যে কেমন করে তুমি থাকবে? ওরা তো কেউ ভুলেও এখানে আসে না। পথ্য দেবার সময় নাকে কাপড় দিয়ে কোন রকমে দিয়ে যায়। একদিন সোনা, গনাকে কত বললাম, সামনের জগন্নাথের মন্দির থেকে ফুল চন্দন এনে দেবার জন্যে যাতে মরবার সময় মাথায় দিয়ে অন্তত মরতে পারি। তা কেউ এনে দিল না। আমার এমনই দুর্ভাগ্য।

নেড়ী। আপনি মরবেন কেন? আমি কাল আপনাকে জগন্নাথের প্রসাদ এনে দেব।

হরি। আমার আর বাঁচতে একটুও ইচ্ছে নেই মা। এই মলমূত্রের মধ্যে কতদিন ধরে এভাবে থাকবো? তোমাকে আর কি বলবো মা,—একদিন কখন যেন হাতে মলমূত্র লেগে গিয়েছিল;—রাত্রে খিদে পাওয়ায় সেই হাতেই বাটি ধরে বার্লি খেযেছি। ফলে বাটিতে মলমূত্রের দাগ লেগে গেল। পেটেও বোধ হয় কিছু গিযেছিল। সকালে বৌমা এসে বাটি দেখে জ্বলে উঠল, বললো,—'আর তো কিছু দেখছি বাকি রাখলেন না! এবারে বাসন পর্য্যন্ত নষ্ট করতে সুরু করেছেন?' বলে জানালা দিয়ে রাগ কবে বাসন রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপবে বলতে লাগলো আর কতদিন আমাদের এভাবে জ্বালিয়ে খাবে শুনি? আর এটার যন্ত্রণা সহ্য হয় না। এই কথা বলতে বলতে—তোমাকে বলতে লজ্জা আর ঘৃণা বোধ হচ্ছে নেত্রী,—বৌমা আমার গালে এক থাপ্পব বসিয়ে দিল! তারপরে এই কথা বলতে বলতে ঘব ছেড়ে চলে গেল যে,—আজ এই থাপ্পর খেয়েই সারাদিন থাকো,—আজ আর কিছু পাবে না। যেমন কর্ম্মের তেমনি ফল হওয়া চাই,—তবেই তোমার বদমাইসির কিছু শিক্ষা হবে। সেদিন সারাদিন আমি জল জল বলে চীৎকার করেছিলাম, কিন্তু কেউ একফোঁটা জল দিয়ে গেল না। সন্ধ্যাবেলায় যখন পাঁচজনে আমাকে দেখতে এলো, তখন আমাকে জল আর বার্লি দিয়ে গেল। আমার এমন কঠিন প্রাণ যে এত কষ্টতেও তা যায় না। যদি একটু বিষ দিতে পার, আমি তাহলে এই যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা পাই,—আমি মরবার সময়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে মরবো।

নেত্রী। এখন থেকে আপনার আর কোন কষ্ট হবে না। আমি আপনার যাবতীয় বন্দোবস্ত করে দেব।

(পটপরিবর্ত্তন)

তৃতীয় দৃশ্য

[স্থান—হরিগোপালের ঘর। মাঝে পার্টিসান করিয়া ঘরটিকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। পার্টিসানের বাম দিকে নেড়ী ইজিচেয়ারে বসিয়া আছে। সামনে টেবিল এবং খান কয়েক চেয়ার। ডানদিকে হরিগোপাল বাবু শুইয়া আছেন দেখা যাইতেছে]

নেড়ী। (আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া) যাক্ একটা রাত্রি ভালয় ভালয় কেটে গেল। জ্যেঠামশাইকে এখন খেতে দেওয়া দরকার।

(ডাক্তারবাবুর প্রবেশ)

ডাক্তারবাবু। ওনারা সব কোথায় গেলেন? আমার কয়েকটা কথা ছিল।

নেড়ী। ওনারা সব বাইরে গেছেন? রুগী সম্বন্ধে যদি আপনার কিছু বক্তব্য থাকে তাহলে আপনি অনায়াসে আমায় তা বলতে পারেন।

ডাক্তারবাবু। দেখুন, আমি চারদিন 'ফি' পাইনি। 'ফি' না পেলে আমি আর আসব না। তাছাড়া রুগীর সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলবার আছে। আপনি একটু এ পাশে আসুন।

(দুইজনে ঘরের একধারে গেলেন)

নেড়ী। বলুন।

ডাক্তারবাবু। আমি ডাক্তার,—আমার উপদেশ এবং নির্দ্দেশ মত যদি রুগীকে না রাখা হয় তাহলে আমার এখানে আসার কোন সার্থকতাই নেই। হরিগোপালবাবুর খুবই অযত্ন হচ্ছে,—অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। নিয়মিত ভাবে তাঁকে

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় না,—দুর্গন্ধে ঘরে ঢোকাই দায়। এই দেখুন না,—বেডসোর হয়েছে, কতদিন আগে ওষুধ দিয়ে গেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তা একবারও লাগান হয় নি। যেমনকার ওষুধ ঠিক তেমনিই পড়ে রয়েছে। আর লাগাবার ওষুধের কথাই বা কি বলছি, তিনদিন আগে যে মিক্সচার দিয়ে গেছি,—তা যেমনকার তেমনি পড়ে আছে, এক দাগও খাওয়ান হয় নি। রুগীকে সারাদিনে কতবার খেতে দেওয়া হয় কি খেতে দেওয়া হয় কতখানি খেতে দেওয়া হয় এসব কিছুই আমাকে জানান হয় না।

নেড়ী। ঠিক আছে, এখন থেকে আপনি যা যা বলবেন, আমি ঠিক তাই করব। আপনি আমাকে রুগীর সম্বন্ধে সব নির্দ্দেশ দিয়ে যান, আমি সেই অনুযায়ী সব করব। তা আপনার কত 'ফি' বাকী পড়েছে?

ডাক্তারবাবু। আজ নিয়ে পাঁচদিনে কুড়ি টাকা।

নেড়ী। কাল সকালে আপনি একবারে চব্বিশ টাকা নিয়ে যাবেন। আর আপনাকে যখনই ডাকব তখনই আসবেন।

ডাক্তারবাবু। 'ফি' পেলে আমি নিশ্চয়ই আসব।

নেড়ী। আজ রুগীকে কেমন দেখলেন?

ডাক্তারবাবু। আজ হরিগোপালবাবু বেশ একটু খুসী মনে আছেন মনে হল। রুগীর ঘরের আবহাওয়ার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

(ডাক্তারবাবু প্রেস্ক্রিপসন লিখিয়া নেড়ীর হাতে দিলেন)

ডাক্তার। এই ওষুধ লিখে দিলাম, এই ওষুধ এনে তিনঘণ্টা অন্তর খাওয়াবেন। আচ্ছা, আমি চলি।

(ডাক্তারবাবুর প্রস্থান)

(লালুবাবুর প্রবেশ)

নেড়ী। তুমি ঘরটা একটু গুছিয়ে রাখ, আমি একটু আসছি।

(নেড়ীর প্রস্থান)

(লালুবাবু চেয়ার টেবিল ও অন্যান্য জিনিষপত্রগুলো সাজাইতে লাগিলেন)

(সোনা গনার প্রবেশ)

সোনা। (লালুবাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া) এসব আপনাকে কে করতে বলল? এ সবের কোন দরকারই ছিল না। উনি তো মরবার পথে পা বাড়িয়েই আছেন, এখন ওঁর জন্যে টাকা খরচ করার অর্থ ভস্মে ঘি ঢালা। আমরা কিন্তু এ সব খরচের জন্যে এক পয়সাও দিতে পারব না।

(নেড়ীর প্রবেশ)

নেড়ী। জ্যেঠামশাইকে তোমরা যে অবস্থার মধ্যে রেখেছ, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তোমরা বা বৌঠানরা কেউই তাঁকে দেখাশোনা কর না।

গনা। যথেষ্ট করা হচ্ছে,—এর থেকে বেশী আর কিছু করা সম্ভব নয়। লোকে আর কতকাল রুগীর সেবা করতে পারে?

নেড়ী। রোগের ওপর কি মানুষের হাত আছে? যতদিন উনি আছেন ততদিন সেবা করাইতো আমাদের কর্ত্তব্য। তা জ্যেঠামশাইয়ের যখন টাকার অভাব নেই, তখন সেই টাকা দিয়েও তো অনায়াসে তাঁর সেবার জন্যে লোক রেখে দিতে পার।

সোনা। ওঃ, জ্যেঠামশাইয়ের ভারী টাকা দেখেছ! এখন বুঝি সেই টাকার লোভে দয়ামায়া দেখাতে এসেছ? তবে শুনে রাখ, আমরা রুগীর জন্যে আর এক পয়সাও খরচ করব না।

নেড়ী। আমি তোমাদের কাছ থেকে এক পয়সাও খরচ নেব না। আমার নিজের যতটুকু ক্ষমতা আমি তাই দিয়েই জ্যেঠা-মশাইয়ের সেবা করব।

গনা। বুঝতে পারছি তুমি জ্যেঠামশাইকে সেবা করে তাঁর মন ভুলিয়ে টাকা আদায়ের মতলবে এসেছ। কিন্তু সে গুড়ে বালি। জ্যেঠামশাই সব টাকাই আমাদের হাতে লিখে দিয়েছেন।

নেড়ী। ছিঃ ছিঃ, এমন কথা তোমরা ভাবতে পারলে কি করে? আমি এসেছি তাঁর সেবা করতে। যদি আগে তাঁর এ অবস্থার কথা জানতে পারতাম তাহলে আগেই আসতাম।

সোনা। আচ্ছা, দু'দিনেই দেখা যাবে তোমার কত দয়ামায়া। এইসব মলমূত্রের বিছানা কাচতে হলে পালাতে আর পথ পাবে না। আজ থেকে জ্যেঠামশাইয়ের ভার তুমি স্বেচ্ছায় নিলে,—এরপর আমরা আর তাঁকে দেখাশোনা করতে বা খরচপত্র কিছু করতে পারব না। আর খরচের টাকা পাবই বা কোথা থেকে ওঁর যা নগদ টাকা ছিল, সব চিকিৎসায় খরচ হয়ে গেছে। উনি মরলে যখন আমাদের হাতে কিছু টাকা আসবে তখন আমরা ডাক্তারের বাকি 'ফি' ও অন্যান্য দু'একটা ছোটখাট খরচ শোধ করতে পারি।

নেড়ী। তোমাদের কাছ থেকে এক পয়সাও আমি গ্রহণ করব না। জ্যেঠামশাইকে এ অবস্থায় রেখেছ, এ কখনো ধর্ম্মে সইবে না।

গনা। বড় বড় কথা বলো না। আমাদের বাড়ীতে বসে আমাদেরই অপমান?

নেড়ী। বাড়ী তোদের নয়, জ্যেঠামশাইয়ের। আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি জ্যেঠামশাইয়ের বাড়ীতে বসে। আর আমি

তোমাদের নিজেদের পকেট থেকে টাকা বার করতে বলছি না, তাঁর টাকা তাঁরই চিকিৎসায় ব্যয় করতে বলছি।

গনা। এখন কোন টাকা নেই। উনি বেঁচে থাকতে টাকা পাব কোথায়? তবে উনি যদি কিছু বিক্রি করেন তাহলে টাকার ব্যবস্থা হতে পারে।

নেড়ী। আমি তোমাদের কাছে টাকার হিসাব চাইতে আসিনি। জ্যেঠামশাইয়ের কষ্ট আমার সহ্য হয় নি; তাই এসেছি। জ্যেঠামশাইয়ের জন্যে আমার যতদূর সাধ্য আমি তা করব।

সোনা। তোমাদের যা খুসী কর। আমরা এক পয়সাও দিতে পারব না।

(সোনা গনার প্রস্থান)

(নেড়ীর জ্যেঠামশাইয়ের ঘরে প্রবেশ)

হরি। ও নেড়ী, আমি তোমাদের কথাবার্ত্তা সব শুনেছি। ওরা চায় আমি এখন মরে যাই। আমি মরলে ওদেরই তো সুবিধা। হায়রে কপাল। কপাল খারাপ না হলে তোর জ্যেঠিমা অত তাড়াতাড়ি মরবেন কেন? তিনি ভেবেছিলেন, সোনা গনাই আমাদের ছেলের কাজ করবে। তা মা, তুমি আমার জন্যে যা করছ, তারজন্যে আমি তোমাকে আন্তরিক আশীর্বাদ করছি।

নেড়ী। আপনাকে ওসব কথা এখন ভাবতে হবে না, আপনি এখন একটু ঘুমান। ভগবানকে স্মরণ করুন, তিনিই আপনাকে সুস্থ করে তুলবেন।

হরি। কত চেষ্টা করি ভগবানের নাম করতে, কিন্তু কিছুতেই আসেনা। সব সময়ে মনে হয়, আমার টাকা আছে কিন্তু

আমার মুখে জলটুকু দেবার পর্যন্ত লোক নেই। না মা, বোধ হয় ভগবান বলে কেউ নেই,—থাকলে বোধহয় এত দুঃখ কষ্ট পেতাম না।

(লালুবাবুর প্রবেশ। সঙ্গে একজন নার্স)

লালুবাবু। এই যে, এই নার্সকে নিয়ে এসেছি। ইনি জ্যেঠামশাইয়ের সেবা করবেন।

হরি। (নেড়ীকে) মা, তুমি কি তাহলে চলে যাবে? আমি কিন্তু মরবার সময়ে কুজাতের হাতে জল খেতে পারব না।

নেড়ী। না না, আমি কোথাও যাবনা। কেবল খাবার সময় একবার করে বাড়ী যাব, সেই সময় উনি আপনাকে দেখা শোনা করবেন। ইনি সারারাত্রি আপনার কাছে থাকবেন, আর একজন দিনে আপনাকে দেখাশোনা করবেন। এ ছাড়া আমি তো থাকবই। দুজন নার্সই হিন্দু, আপনার সে বিষয়ে কোন ভয় নেই।

হরি। বাঃ, বেশ ব্যবস্থা করেছ তো। তা এদের কত করে দিতে হবে?

নেড়ী। দিনে কুড়ি টাকা, রাত্রে কুড়ি টাকা।

হরি। সোনা গনাকে কত বলেছিলাম, দৈনিক এক টাকা কি দু-টাকা দিয়ে একটা মেথর রাখ। তাও রাখেনি।

নার্স। উনি বিছানায় পায়খানা করেছেন, আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি। গরম জলটা কোথায়?

(নার্স হরিগোপালবাবুকে আড়াল করিয়া পর্দা খাটাইয়া দিল এবং অল্পক্ষণ পরেই তাঁহাকে পরিষ্কার করিয়া পর্দা সরাইয়া লইল।)

নার্স। (হরিগোপালবাবুকে) আপনি এখন বেশী কথা বলবেন না,— ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

হরি। (নেড়ীকে) তুমি কি এখন বাড়ী যাবে ?

নেড়ী। হ্যাঁ, আমার মোটর সারারাত্রি এখানে রেখেছিলাম, যদি কোন দরকার লাগে।

হরি। আমার ড্রাইভারকে বলে দাও সে যেন চব্বিশ ঘণ্টা এখানে থাকে। যখনই দরকার হবে সে যেন তোমাদের ও নার্সদের নিয়ে যাওয়া আসা করে।

নেড়ী। আচ্ছা। (নার্সের প্রতি) আপনি এ বাড়ীর ড্রাইভারকে একটু ডেকে দিন।

(নার্সের প্রস্থান ; নেড়ী পাশের ঘরে আসিল)

(ড্রাইভারের প্রবেশ)

নেড়ী। জ্যেঠামশাই তোমাকে চব্বিশঘণ্টা এখানে থাকতে বলেছেন। দরকার হলে আমাকে ও নার্সদের নিয়ে যাতায়াত করতে হবে।

ড্রাইভার। বাবুদের হুকুম ছাড়া আমি কিছু করতে পারিনা।

নেড়ী। তুমি গিয়ে বাবুদের বল যে জ্যেঠামশাই হুকুম দিয়েছেন যে তাঁর কাজেই এখন থেকে মোটর থাকবে।

ড্রাইভার। বেশ, তাই বলব। আমি হুকুমের চাকর। আমাকে যে রকম হুকুম দেওয়া হবে, আমি তাই করব। আমি এক্ষুনি বাবুদের জিজ্ঞাসা করে আসছি।

(ড্রাইভারের প্রস্থান)

(নেড়ী একটা বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই ড্রাইভারের প্রবেশ)

নেড়ী। বাবুদের বলে এসেছো ?

ড্রাইভার। আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু তাঁরা বললেন যে, আপনি নিজের মোটরেই যাতায়াত করবেন। নার্সদের নিয়ে যাতায়াত করবার মত বাজে কাজে তাঁরা মোটর দেবেন না। মোটরে তাদের নিজেদের কাজ আছে। মোটর নাহলে তাঁদের চলেনা।

নেড়ী। আস্তে আস্তে, জ্যেঠামশাই শুনতে পাবেন। আচ্ছা, তুমি যাও।

(ড্রাইভারের প্রস্থান)

নেড়ী। (স্বগতঃ) আশ্চর্য্য। জ্যেঠামশাইযের মোটর, আজ তিনি মরণাপন্ন, আর তাঁরই কাজে মোটর দিতে দাদারা রাজী হল না। অথচ ড্রাইভারের মাইনে, এমনকি তেলের খরচটুকু পর্য্যন্ত জ্যেঠামশাইকে দিতে হয। দাদারা মাইনেতো পায প্রায পঞ্চাশটা টাকা, ড্রাইভারের মাইনেটুকু দিতে গেলেও তো ও টাকায কুলোবে ন' ; তবু তাদের এতখানি বেযাদপি দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয। কিন্তু জ্যেঠামশাইকে এসব কথা এখন বলা যাবে না ; এসব অনাচারের কথা শুনলে উত্তেজনায় তাঁর রোগ বাড়বে, এমনকি, দুর্বল শরীর হার্টফেল করে মারা যেতেও পারেন।

চতুর্থ দৃশ্য

[স্থান—হরিগোপালবাবুর শযনকক্ষ। তিনি খাটে হেলান দিযা শুইযা আছেন। নেড়ী এবং মনা চেয়ারে বসিয়া আছে।]

হরি। মনে হচ্ছে, কতযুগ পরে যেন দুটি ভাত খেলাম। তুমি ছিলে, তাই নিজের হাতে দুটি ভাত রেঁধে যত্ন করে খাইয়ে দিলে।

এ দশদিন সোনা, গনা বা বউমারা তো কেউ ভুলেও একবার আমায় দেখতে এলোনা। আমি আছি কি গেছি তাও বোধ করি তারা জানে না; নিজেদের আনন্দেই তারা আছে। (মনার প্রতি) তা মনা, তুমি এখন কি করছ? তুমি যে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় আমাকে একবার করে দেখতে আসতে তা আমি জানি। কিন্তু দেখতেই পেয়েছ কি অবস্থায় আমি ছিলুম, তাই তোমার সম্বন্ধে কোন খোঁজ খবরই আমি নিতে পারিনি।

মনা। আমি এম. এ. আর ল' একসঙ্গে পড়ছি। সামনের বছরেই এম. এ. দেব। ল' এর ফাইনাল দিতে এখনও দুবছর দেরী আছে।

হরি। বাঃ, শুনে বড় আনন্দ হল। আশীর্বাদ করি জীবনে যেন সত্যিকার মানুষ হতে পার।

নেড়ী। আচ্ছা জ্যেঠামশাই, এখন তো আপনি একটু ভাল হয়েছেন, এখন বরং নার্সদের বিদায় দিই। এখন আপনার যা সেবা শুশ্রূষার দরকার তা আমি একাই চালিয়ে নিতে পারব।

হরি। না মা, আরো কিছুদিন থাক। এখনও আমার দিনে রাতে পাঁচ ছবার পায়খানা হয়। তোমার একার পক্ষে এত পরিশ্রম করা খুবই কষ্টকর হবে। ওরা থাকায় খুব সুবিধা হয়েছে। এতদিন যখন থেকেছে তখন আরো কিছুদিন থাক। তা নেড়ী, তোমার যা খরচ হয়েছে তা আমি পরিশোধ করবার চেষ্টা করব। আমার হাতে এখন নগদ টাকা নেই। তাই আমি ভাবছি মোটর খানা বিক্রি করে ফেলব। কারণ, মোটরে তো আমার কোন দরকার নেই। ঐ মোটর বিক্রির

টাকা থেকে আমি তোমাদের ও নার্সদের খরচ পত্রগুলো মেটাতে চেষ্টা করব। অবশ্য, তোমার সেবার মূল্য দেবার মত ক্ষমতা আমার নেই, আমার নিজের মেয়ে থাকলেও বোধকরি সে এত সেবা করতে পারত না।

মনা। জ্যেঠামশাই, আমি তাহলে এখন চলি, আমার ক্লাশ বসবার সময় হয়েছে। আবার আপনাকে দেখতে আসব।

হরি। আচ্ছা এসো।

(মনার প্রস্থান এবং লালুবাবুর প্রবেশ)

লালুবাবু। (হরিগোপালবাবুর প্রতি) আজ আপনি কেমন আছেন ?

হরি। তোমাদের সেবায় যত্নে আজ দুটি ভাত খেতে পেলুম। তা লালু, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। আমি ঠিক করেছি আমার মোটরখানা বিক্রি করে দেব। তোমাকেই এর ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ঐ টাকা দিয়ে আমি তোমাদের ও নার্সদের টাকাগুলো অন্ততঃ মেটাবার চেষ্টা করব।

নেড়ী। কিন্তু জ্যেঠামশাই, ওরা বোধহয় আপনাকে মোটর বিক্রী করতে দেবে না। কারণ, আপনার কথামত আমি আমার ও নার্সদের যাতায়াতের জন্যে মোটর চাইতে গিয়েছিলাম, কিন্তু দাদা দিতে চাইল না, বলে পাঠাল, ওসব বাজে কাজে মোটর দেওয়া হবে না। তাদের নাকি রোজই দুবেলা মোটরের দরকার আছে।

হরি। (উত্তেজিত ভাবে) বাঃ, এত মজা মন্দ নয়। আমি মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছি,—আমাকে সেবা করবার জন্যে তোমরা আর নার্সেরা যাতায়াত করবে, সেটা হল বাজে কাজ ? আর ওনারা বউ নিয়ে মজা করে হাওয়া খেতে বেরুবেন সেটা হল দরকারী

কাজ? এদের স্পর্দ্ধার কি সীমা পরিসীমা নেই? আমি বেঁচে থাকতেই এদের এত দুঃসাহস। নেড়ী, তুমি সোনা গনাকে একবার ডাকোতো।

(নেড়ীর প্রস্থান এবং অল্প পরেই সোনা গনাকে লইয়া প্রবেশ)

হরি। শোন, তোমাদের সঙ্গে আমার কথা আছে। দেখছ তো, আমার এখন অনেক খরচ, নার্সদের টাকা, ওষুধপত্রের দাম, এসব দিতে হবে,—আমাকে কিছু টাকা দাও।

সোনা। আমাদের হাতে টাকা নেই,—টাকা আমরা দিতে পারব না। এত বাজে খরচ করলে টাকা আমরা কোথা থেকে জোগাবো? দু-একদিনের জন্যে নার্স রাখলেই হোত,—এতদিনের এত খরচ আমরা কোথা থেকে পাব?

হরি। আমার প্রয়োজন ও সুবিধার জন্যে নার্স রাখা হয়েছে। আমার টাকা আমি খরচ করব তাতে তোমাদের কি? টাকাটা কার জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

গনা। টাকা যদিও আপনার, কিন্তু দানসূত্রে সেটা স্বাভাবিক ভাবেই আমরা পেয়েছি। এখন আমাদের ইচ্ছে অনুযায়ী আপনাকে টাকা খরচ করতে হবে।

হরি। যুক্তির বহরতো দেখছি খুব ভালই শিখেছ। আচ্ছা, টাকার কথা না হয় এখন ছেড়েই দিলাম, মোটরটাতো আমার? কিন্তু আমার প্রয়োজনের সময় মোটর কেন ব্যবহার করতে দাও নি, জানতে পারি কি? ড্রাইভারের মাইনা তেলের খরচ সব আমিই দিই,—অথচ আমার মরণাপন্ন ব্যাধির সময় পর্য্যন্ত আমি মোটর পাইনি। যাইহোক, টাকা

যখন বার করবে না, তখন আমি মোটর বিক্রী করে ওদের দেনা শোধ করব।

সোনা। মোটর বিক্রী করলে আপনারই অসুবিধা হবে। এখন আপনি ভাল হয়েছেন, এখন আপনাকে নিয়ে হাওয়া খেতে যাব।

হরি। হ্যাঁ, তোমরা আমার সবই করেছ, এখন শুধু বাকী আছে হাওয়া খাওয়া! যদি হাওয়া খাওয়ারই প্রয়োজন হয় আমি ট্যাক্সি ভাড়া করে হাওয়া খেতে যাব। মোটকথা মোটর আমি বিক্রী করবই।

গনা। মোটর বিক্রী করতে আমি আপনাকে দেব না।

হরি। টাকার মত এ আর তোমাদের ইচ্ছেয় হবে না। (লালুবাবুর প্রতি) লালু তুমি ওয়ালফোর্ডকে টেলিফোন করে দাও তারা এসে যেন মোটর নিয়ে যায় এবং বিক্রী হলে দাম দিয়ে যায়।

গনা। আপনার এসব অন্যায় হুকুম সহ্য করব না। দেখি কে গ্যারেজ থেকে মোটর বার করে।

সোনা। (স্বগতঃ) মোটর আর বাড়ীতে রাখা ঠিক নয়। এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ঠিক আছে,—সার্কুলার রোডে একটা গ্যারেজ ভাড়া করে সেখানে মোটরটা রেখে দেওয়া যাক।

(সোনা গনার প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

[স্থান—হরিগোপালবাবুর শয়নকক্ষ। তিনি খাটের উপর অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় আছেন। কাছে মনা, নেড়ী ও লালুবাবু বসিয়া আছে। পাশে একটা সিন্ধুক দেখা যাইতেছে।]

হরি। তাইতো, এ যে বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। ঠিক এই সময়েই মোটরখানা চুরি গেল! আচ্ছা নেড়ী, তুমি একবার তোমার দাদাদের ডাক তো।

(নেড়ীর প্রস্থান ও অল্প পরেই সোনা গনার প্রবেশ)

হরি। আমার মোটরখানা পাচ্ছি না,—সেটা গেল কোথায়?

সোনা। গ্যারেজ ভেঙ্গে মোটর চুরি হয়ে গেছে। (স্বগতঃ) কেমন চালাকী করে মোটরখানা সরিয়ে দিয়েছি, এখন বিক্রী কর দেখি।

হরি। তাহলে এখুনি পুলিশে সংবাদ দাও, আর উপস্থিত আমাকে কিছু টাকা দিয়ে যাও।

গনা। আপনাকে তো আগেই বলেছি, টাকা আর আমাদের নেই। আমরা টাকা দিতে পারবনা। এত বাজে খরচা করলে আমরা টাকা দেব কোথা থেকে।

(উভয়ের প্রস্থান)

হরি। মনা তুমি গিয়ে পুলিশকে খবর দাও যে আমার মোটরখানা চুরি গেছে, আর অবিনাশকেও একবার খবর দাও।

(মনার প্রস্থান)

লালু, আমার এই বিছানার নীচে সিন্ধুকের চাবি আছে।

চাবি নিয়ে সিন্ধুকটা খুলে ওর মধ্য থেকে কাগজপত্রগুলো নিয়ে এসোতো।

(লালুবাবু বিছানার তলা হইতে চাবি লইয়া সিন্ধুক খুলিলেন এবং কাগজপত্র নামাইতে ও দেখিতে লাগিলেন।)

হরি। কাগজপত্রগুলো ঘেঁটে ঘুঁটে একটু দেখ আমি কারো কাছ থেকে টাকা পয়সা কিছু পাব কি না।

লালুবাবু। (কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে) এতো দেখছি আপনার উইলের নকল, আসল রেজিষ্টার্ড উইলখানা কোথায় ?

হরি। সেখানা ওরা নিয়ে গেছে।

লালুবাবু। এখানাতো কোন কাজে লাগবে না।

হরি। তাহোক তুমি ওখানা আমার বিছানার নীচে রেখে দাও। দেখতো আর কি কি কাগজ আছে।

লালুবাবু। একখানা রসিদ, একখানা হিসেবের বই আর কামারহাটি জুট মিলের পাঁচখানা শেয়ারের স্ক্রিপও রয়েছে।

হরি। এগুলো সব আমার বিছানার নীচে রেখে দাও।

(মনা ও অবিনাশবাবুর প্রবেশ)

এসো, অবিনাশ এস, তোমার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি।

অবিনাশ। মনার মুখ থেকে তোমার কথা আমি সমস্ত শুনলাম। তখন আমি তোমাকে বার বার বলেছিলাম যে আগে থাকতে তোমার এ সমস্ত সম্পত্তি দান করো না। তা তুমি তো আমার কথা শুনলে না !

হরি। ওরা যে আমার সঙ্গে এতখানি অমানুষের মত ব্যবহার করবে তা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল। ভাগ্যিস নেড়ী আর লালু ঠিক সময়ে এসে পড়েছিল এবং আমার শোচনীয় অবস্থা দেখে

স্বেচ্ছায় সমস্ত দায়িত্ব ও সেবার ভার নিয়েছিল, তাই এযাত্রায় বোধ করি কোন রকমে সামলে উঠেছি। কিন্তু সোনা গনাতো আমাকে একটি পয়সাও দিতে রাজী নয়। আর এদিকে তো বুঝতেই পারছো, আমার হাতে একটি পয়সাও নেই। কিন্তু আমি চাই, নেড়ী নার্স ও ওষুধ পত্রের জন্যে যে টাকা খরচ করেছে সেগুলি অন্ততঃ পরিশোধ করতে। তা তুমি এই শেয়ারের স্ক্রিপগুলো আর এই হিসাবের খাতাটা দেখতো এর থেকে কোন ব্যবস্থা হতে পারে কি না।

অবিনাশ। (শেয়ারগুলি হাতে লইয়া) এতো দেখছি কামারহাটি জুট মিলস্ এর পাঁচখানা শেয়ার। আচ্ছা, আমি আজ দুপুরেই এগুলো বিক্রীর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বিকেলে এসে আমি তোমাকে টাকা দিয়ে যাব। (হিসাবের খাতাটা খুলিয়া দেখিয়া) আর এই খাতাখানা আজ রাত্রে ভালভাবে পড়ে দেখি তুমি কার কাছ থেকে কি পাবে। খাতার ব্যাপার সব তুমি কাল সকালে জানতে পারবে। (উইলখানা হাতে লইয়া) এতো দেখছি তোমার সেই উইলের নকল।

হরি। এই উইলখানা করে আমি যে ভুল করে ফেলেছি তার কি আর কোন সংশোধন হতে পারে না অবিনাশ? কারণ, যে দুর্ব্যবহার ওরা আমার সঙ্গে করেছে এরপর ওদের আর একটি পয়সাও দেবার আমার ইচ্ছে নেই।

অবিনাশ। তুমি ইচ্ছে করলে আর একখানা নতুন উইল করতে পার। এই নতুন উইল রেজিষ্ট্রি হলেই পুরোনো উইল আপনিই বাতিল হয়ে যাবে।

হরি। তাহলে তুমি কালই আমার নতুন উইল রেজিষ্ট্রি করে দেবার ব্যবস্থা কর। শোন, নতুন উইলখানা এইভাবে করবে।

পূর্ব-উইলের দ্বারা আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সোনা, গনাকে আমার মরণাপন্ন ব্যাধির সময় তারা আমার সঙ্গে অমানুষিক ব্যবহার করায় এই নতুন উইলের দ্বারা তাদের সেই পূর্ব-অধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হল। এই নতুন উইলের দ্বারা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী নেড়ী আমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির একমাত্র রক্ষণাবেক্ষণ কারিণীরূপে গণ্য হবে। আমার যে নগদ টাকা আছে তা থেকে সে আমার এই বাড়ীর সামনের খোলা জায়গায় একটি মন্দির নির্মাণ করে জগন্নাথ-দেবের প্রতিষ্ঠা করবে এবং এই বাড়ীর ভাড়া ও আমার নগদ টাকার সুদ থেকে সেই মন্দিরের নিত্যপূজার ব্যয় নির্বাহ করা হবে। আমার এবং আমার স্ত্রীর পারলৌকিক মঙ্গল-কামনায় রথযাত্রার আয়োজন এবং বছরে দুবার এই মন্দিরে মহোৎসবের ব্যবস্থা থাকবে। আমার শ্রাদ্ধের সময় নেড়ী নগদ একহাজার টাকা ব্যয় করবে এবং সমস্ত ব্যবস্থা তারই ইচ্ছামত হবে।

তবে সোনা গনার শিশুপুত্র দুটি যাতে লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে পারে সেজন্যে আমি দশহাজার টাকা পৃথকভাবে নেড়ীর হাতে দিয়ে গেলাম। এই বাড়ীর একাংশ আমি মনাকে দান করলাম। সে ওকালতি পাশ করার পর এই বাড়ীতে থাকিয়া ওকালতি করবে এবং আমার এই বাড়ী দেখাশোনা করবে।

আমার নতুন উইলে এই সব বিষয়গুলো থাকবে। তুমি আজ বিকেলে আসবার সময় এই উইল একেবারে লিখে এনো এবং কাল সকালেই আমার এখানে বসে উইল রেজিষ্ট্রি করে দিও।

অবিনাশ। বেশ, ঠিক আছে আমি এখন উঠি তাহলে।

(অবিনাশ এবং সেই সঙ্গে মনা ও লালুবাবুর প্রস্থান)

নেড়ী। জ্যেঠামশাই, এবার আপনি শুয়ে পড়ুন, আজ অনেক পরিশ্রম করেছেন, এখন বিশ্রাম করুন।

হরি। উইলটা রেজিষ্ট্রি না হওয়া পর্য্যন্ত আমি ঠিক শান্তি পাচ্ছি না, আচ্ছা, তুমি যখন বলছ তখন একটু শুই।

(হরিগোপালবাবু শুইলেন, নেড়ী পাশের চেয়ারে বসিয়া রহিল)

(অল্প পরেই ব্যস্তভাবে মনার প্রবেশ)

মনা। (উদ্বিগ্ন স্বরে) জ্যেঠামশাই, মেজদা আর ড্রাইভারকে পুলিশে ধরেছে। মোটর পাওয়া গেছে, ওরাই মোটর লুকিয়ে রেখেছিল।

হরি। (উত্তেজিতভাবে উঠিয়া বসিয়া) তুমি কি করে খবর পেলে ?

মনা। আমার মেসে থানা থেকে লোক ডাকতে এসেছিল। আমি থানায় গিয়ে সমস্ত ব্যাপার দেখে তখুনি দাদাদের জামিনের জন্তে আবেদন করি, কিন্তু পুলিশ চুরির অপরাধে জামিন দিতে রাজী নয়।

হরি। মোটরটা কি ভাবে পেল ?

মনা। ড্রাইভারটা নাকি রাত্রি বেলায় মোটর নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ভাড়া খাটাত সেই সময়েই ধরা পড়েছে।

হরি। কিন্তু সোনা গনা শেষে জেল খাটবে ? না না, তা কখনও হতে পারে না। তারা যতবড় অপরাধই করে থাক, এতবড় শাস্তি তাদের দিতে পারবনা। মনা, আমি পুলিশের কাছে একটা বিবৃতি দিচ্ছি, তুমি লিখে নাও এবং সেটা থানায় জমা দিয়ে ওদের ছাড়িয়ে আনবার ব্যবস্থা কর। নাও লেখ,—

(মনা কাগজ ও পেন লইয়া লিখিতে লাগিল)

আমি জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্ররা তাহাদের কাজের সুবিধার জন্য মোটর অন্যত্র রাখিয়াছিল। আমি অসুস্থ থাকায় তাহারা আমায় ইহা জানায় নাই। তাই আমি মোটর চুরি গিয়াছে মনে করিয়া পুলিশে সংবাদ দিয়াছিলাম। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মোটর চুরি যায় নাই, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রদের কোন দোষ নাই।

(কাগজ লইয়া মনার প্রস্থান)

(অবিনাশের প্রবেশ)

অবিনাশ। তোমার কামারহাটির শেয়ার বিক্রি করে ২৫০০৲ টাকা পাওয়া গেছে। এই নাও টাকা (পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া দিলেন।)

হরি। যাক্ বাঁচলাম ; টাকা হাতে পেয়ে মহা উপকার হল। নার্সদের খরচ ও ওষুধপত্রের দাম এর থেকেই মেটাতে পারব।

অবিনাশ। উইল আমি রেজিষ্ট্রি অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি। কাল সকাল আটটায় রেজিষ্ট্রার এসে রেজিষ্ট্রি করে দেবেন। তোমার হিসাবের খাতা পড়ে দেখলাম, তুমি প্রায় ২২০০৲ টাকা পাবে। টাকাটা আদায় করে দেবার ব্যবস্থা করছি। আচ্ছা, এখন চলি।

(অবিনাশের প্রস্থান)

(পটপরিবর্তন)

ষষ্ঠদৃশ্য

[স্থান—হরিগোপালের শয়নকক্ষ। নেড়ী ও নার্স পাশের চেয়ারে আছে, হরিগোপালবাবু খাটে শুইয়া আছেন। উকিল অবিনাশবাবুর রেজিষ্ট্রারকে লইয়া প্রবেশ]

অবিনাশ। (হরিগোপালবাবুকে দেখাইয়া) ইনিই হরিগোপালবাবু।

রেজিষ্ট্রার। (উইলের স্থানবিশেষ হরিগোপালবাবুকে দেখাইয়া) উইলের এইখানে সই করুন। আর এখানে টিপসই দিন। (হরিগোপালবাবু সই করিলেন ও টিপসই দিলেন)

রেজিষ্ট্রার। (হরিগোপালবাবুকে) সাতদিন পরে রসিদ দেখালেই এই উইলখানা পাবেন। আচ্ছা, আমি চলি।

(রেজিষ্ট্রারের প্রস্থান)

অবিনাশ। তাহলে তো তোমার সব ব্যবস্থাই হয়ে গেল। আশা করি আর তোমার অর্থকষ্ট থাকবেনা। তোমার পাওনা ২২০০৲ টাকাও শিগ্‌গিরই যাতে তুমি পাও সে ব্যবস্থা করছি।

(অবিনাশের প্রস্থান)

(সোনা গনাকে লইয়া মনার প্রবেশ)

মনা। জ্যেঠামশাই, মেজদা ছোড়দাকে খালাস করে এনেছি।

(সোনা গনা নতুন উইলের কথা শুনিয়া হরিগোপালের পায়ের উপর কাঁদিয়া পড়িল)

সোনা। (হরিগোপালের পা ধরিয়া) জ্যেঠামশাই, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আপনি পুরানো উইল পালটে নতুন উইল আর করবেন না। আপনি যদি নতুন উইল রদ না করেন তাহলে আমরা খাব কি ?

হরি। তা আর হয় না। তোমরা চাইবার আগেই তো আমি তোমাদের সর্ব্বস্ব দিয়েছিলাম ; কিন্তু তার বিনিময়ে তোমরা আমার সঙ্গে যা ব্যবহার করেছ তা শত্রুতেও করে না। আমি মলমূত্রের মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়েছি,—এক ফোঁটাও জল পর্যন্ত তোমাদের কাছে চেয়ে পাইনি ;—দৈনিক একটাকা খরচ করে একটা মেথর পর্য্যন্ত তোমরা রাখনি—যদিও টাকা পয়সা সবই আমার। সুতরাং আজ আর এর জন্যে ক্ষমা চেয়ে কোন লাভ নেই।

(সোনা গনার কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান)

(কিছুক্ষণ পরে সোনা গনা তাহাদের অফিসের একজন কর্ম্মচারীর সহিত পুনরায় প্রবেশ করিল। কর্ম্মচারীটির হাতে একটা সোনার ঘড়ি রহিয়াছে।)

কর্মচারী। (সোনা গনাকে দেখাইয়া হরিগোপালবাবুর উদ্দেশ্যে) আমি এনাদের অফিস থেকে আসছি। আপনি সোনা গণাবাবুর প্রত্যেকের জন্যে যে একহাজার টাকা করে জামিন হয়েছিলেন আপনার অভাবে সে টাকা কে পাবে তা এই কাগজে লিখে দিন।

হরি। (মনাকে) মনা, দেখতো এই কাগজে কি লেখা আছে ?

(মনা ভদ্রলোকের হাত হইতে কাগজ লইতে গিয়া সোনার ঘড়িটি দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল)

মনা। (কর্ম্মচারীর উদ্দেশ্যে) এ কি! এ ঘড়ি আপনি কোথায় পেলেন ?

কর্মচারী। (বিস্মিতভাবে) কেন ? সোনাবাবু ৫০৲ টাকায় এটি আমার কাছে বিক্রী করেছেন। আমি ওনার কাছ থেকে রসিদও লিখিয়ে নিয়েছি, তাতে সোনাবাবুর নাম সই করা আছে। প্রয়োজন হলে আমি সেই রসিদ দেখাতেও পারি।

মনা। (শ্লেষভরে মৃদু হাসিয়া হরিগোপালবাবুর উদ্দেশ্যে) দেখুন জ্যেঠামশাই, এই ঘড়িচুরির অপবাদ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে মেজদা ছোড়দা আমাকে এই বাড়ী থেকে তাড়িয়েছিল। এখন ব্যাপার দেখুন। (সোনা গনা চুপ করিয়া রহিল)

হরি। আমি সবই বুঝতে পারছি। ওরা কি আর মানুষ আছে রে ? টাকার লোভে ওরা জানোয়ার হয়ে গেছে। এমন অপদার্থ না হলে ওদের এত দুর্দশা হবে কেন।

মনা। (হরিগোপালবাবুকে কাগজখানি দিয়া) আপনি মেজদা ছোড়দার জামিনের টাকাটা যাকে দেবেন তার নাম লিখে নিচে আপনার নাম সই করুন।

(হরিগোপালবাবু কাগজটিতে লিখিয়া কর্মচারীটির হাতে দিলেন। গণা ঝুঁকিয়া কাগজ খানি পড়িয়া চেঁচাইয়া উঠিল)

গনা। একি ?. আপনি কাগজে মনার নাম লিখলেন কেন ? আমরা কি কিছুই পাবনা ?

(কর্মচারীটির কাগজ লইয়া প্রস্থান)

সোনা। (হরিগোপালবাবুকে) বুড়ো হয়ে দেখছি আপনার বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তা নাহলে আমরা হলুম পর, আর ঐ মনা হল আপনার ? (গনার প্রতি) চল্, আমরা এখান থেকে যাই। এই অবিবেচক বুড়োটার কাছে থেকে কোন লাভ-

নেই। এখন নতুন উইলটা পাকা হবার পূর্ব্বেই যাতে কিছু টাকা পয়সা সরাতে পারি, সেই ব্যবস্থা করি গিয়ে।

(দুইজনের প্রস্থান)

হরি। ছেলে দুটো একেবারেই অপদার্থ হয়ে গেছে।

নেড়ী। জ্যেঠামশাই, আপনি তো মন্দিরের জন্যে জায়গাও ঠিক করে রেখেছেন, প্ল্যানও তৈরী করে ফেলেছেন। এখন তাহলে আমরা মন্দির-তৈয়ারীর কাজে হাত লাগিয়ে দিই ?

হরি। বেশ তো। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে যদি মন্দির দেখে যেতে পারি তার চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে ? তোমরা কাজ আরম্ভ করে দাও।

(পট পরিবর্ত্তন)

সপ্তম দৃশ্য

(স্থান—হরিগোপালবাবুর শয়ন কক্ষ। হরিগোপালবাবু শুইয়া আছেন, নেড়ী, মনা ও নার্স বসিয়া আছে)

(ডাক্তারের প্রবেশ এবং হরিগোপালবাবুকে পরীক্ষা। ডাক্তার প্রেসক্রিপসন লিখিয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন। নেড়ীও তাঁহার সহিত দরজা পর্য্যন্ত আসিল)

নেড়ী। জ্যেঠামশাইকে কেমন দেখলেন ? আবার যে অসুখটা এভাবে বেড়ে যাবে তা আমরা ধারণাও করতে পারিনি।

ডাক্তার। এবার অসুখটা সত্যিই বড় কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে। নার্সকে আমি সব নির্দেশই আগে দিয়ে দিয়েছি। আর বুঝতেই তো পারছেন, বয়সও ওনার যথেষ্ট হয়েছে, এখন ওষুধের চেয়ে ওনাকে ভগবানের নাম শোনান।

(নেড়ী নীরবে ফিরিয়া আসিয়া বসিল)

মনা। জ্যেঠামশাই, এখন কেমন বোধ করছেন ?

হরি। এখন ভালই আছি।

মনা। আজ ঠিক সাতদিন হল আপনার জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আজ জ্যেঠাইমার পারলৌকিক মঙ্গলার্থে অষ্টপ্রহর ব্যাপী নাম সঙ্কীর্ত্তন ও মহোৎসবের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দু-হাজার লোক ঠাকুরের প্রসাদ পাবে।

হরি। আজ মরতে আমার আর কোন দুঃখ নেই। নেড়ী টাকার যথাযোগ্য ব্যবস্থাই করেছে। তোমাদের আশীর্বাদ করছি, ভগবান নিশ্চয়ই তোমাদের মঙ্গল করবেন।

নেড়ী, তুমি একবার সোনা গনাকে ডেকে নিয়ে এস। আমি বুঝতে পারছি, আমি আর বেশীক্ষণ বাঁচবো না আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ঐ অপোগণ্ড দুটোর জন্যে ভগবানের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করে যাই।

(নেড়ীর চোখ মুছিয়া প্রস্থান এবং সোনা গনাকে লইয়া প্রবেশ)

মনা। জ্যেঠামশাই, দাদারা এসেছে।

হরি। সোনা গনা এসেছিস ? আমার আর বেশী সময় নেই। যাবার আগে তোদের এই কথা বলে যাচ্ছি, জীবনে সৎভাবে

চলবার চেষ্টা করিস। টাকাটাই দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় নয়। মনুষ্যত্ব তার অনেক উর্দ্ধে। (নেড়ীর দিকে চাহিয়া) তুমি দেখ মা, ওরা যেন একেবারে অনাহারে অচিকিৎসায় মরে না যায়।

(বাহির হইতে পূজার শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। হরিগোপালবাবু দুইহাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইলেন। অন্যান্য সকলেও হাত তুলিয়া নমস্কার করিল)। হঠাৎ সকলে হরিগোপালবাবুর দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

(যবনিকা)

ভাগ্যপরিবর্ত্তন উপন্যাস গ্রন্থ হইতে গৃহীত

সামাজিক নাটক

দুইবোন

শ্রীসরলরঞ্জন দাশগুপ্ত

মুখবন্ধ

আম'র লিখিত "ভাগ্যপারিবর্ত্তন" হইতে মীরা ও অমিতার কিছুটা অংশ লইয়া 'দুইবোন' নামে এই নাটকখানি প্রকাশ করিলাম। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ ইহা পড়িয়া আনন্দিত হইলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

তেলিরবাগ ভবন
কলিকাতা
জন্মাষ্টমী ১৩৬৩

নিবেদন
ইতি
গ্রন্থকার

গ্রন্থকারের

সামাজিক উপন্যাস ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইতে নাটক "দুইবোন"

পুরুষ

বিনয়

কিষণ সিং

ডাঃ আমেদ

ফটিক

নাজিম সাহেব

ম্যানেজার

পুলিশ সাহেব

রমেশ

ডাঃ উইলসন্

দারোয়ান

রঘু

অনিতা

কণা

বেগম সাহেবা

ঝি

সামাজিক নাটক

* দুইবোন *

প্রথম অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

[স্থান—এডিনবরা। বিনয়ের বৈঠকখানা। সকালবেলায় বিনয় মনোযোগ সহকারে বই পড়িতেছে। টেবিলের উপর একপাশে কতক-গুলি ডাক্তারী বই রহিয়াছে। বিনয়ের ভৃত্য ফটিক ঘরের এক কোণায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছে। এমন সময় একখানি খবরের কাগজ হস্তে বিনয়ের সহপাঠী কিসন্ সিং-এর প্রবেশ।]

কিসন্ সিং। (তাহার হস্তধৃত খবরের কাগজটির দিকে বিনয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া) ভারী মজার একটা খবর আছে হে! সামান্য পরিশ্রমেই একেবারে পঁচিশ হাজার টাকা রোজগার।

বিনয়। সে কি!

কিসন্ সিং। হ্যাঁ করাচীর এক ধনীর পুত্রবধূ নিরুদ্দেশ হয়েছে। মেয়েটি তার পাগল স্বামীকে ফেলে শ্বশুর বাড়ী থেকে পালায়। এখন তার স্বামী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে। সেই পলাতক বধূটির সন্ধান দিতে পারলেই একেবারে পঁচিশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। এই কাগজে বধূটির সচিত্র বিজ্ঞাপন দিয়েছে,—পড়ে দেখনা।

বিনয়। (খবরের কাগজের সচিত্র বিজ্ঞাপনটি দেখিয়া উৎফুল্ল হইবার ভান করিয়া)

আরে! তাইত!! এহে দেখছি টাকা রোজগারের এক সুবর্ণ সুযোগ। বেশ, তুমি যদি আমাকে টাকার ভাগ দাও, তবে মেয়েটিকে সন্ধান করতে আমি তোমাকে সাহায্য করব।

কিসন্ সিং। আমিতো সেইজন্তেই তোমার কাছে এসেছি,—টাকার ভাগ তুমি নিশ্চয়ই পাবে। আমরা দু-জনে মিলে চেষ্টা করলে অবশ্যই মেয়েটির সন্ধান করতে পারব আর তখন পঁচিশ হাজারের ভাগ নিশ্চয়ই তুমি পাবে।

বিনয়। কিন্তু ভাই; আমাদের দু-জনের সামনে ফাইন্যাল এম. বি. পরীক্ষা;—আর মাত্র সাতদিন বাকী আছে। পরীক্ষাটা আগে দিয়ে নিই—তারপরে আমরা দু-জনে মিলে প্রাণপণে চেষ্টা করে মেয়েটির সন্ধান করব। এখন তুমিও মাথা থেকে এ সমস্ত মুছে ফেলে দিয়ে মন দিয়ে পড়াশোনা করবার চেষ্টা কর। পরীক্ষার আগে এ সমস্ত ব্যাপার নিয়ে মাতামাতি করা ঠিক হবে না।

কিসন্ সিং। আচ্ছা বেশ;—পরীক্ষার পরেই এ কাজে হাত দেওয়া যাবে। তুমি ঠিকই বলেছ,—এখন এ নিয়ে মাতামাতি করলে এ কুল ওকুল দু-কুলই নষ্ট হবে। ভালকথা,—একটা প্রস্তাব আমি তোমার কাছে করতে এসেছি এবং সেইজন্তেই বিশেষ করে আমার এখানে আসা। পরীক্ষার সময়ে তোমার টিফিন নিশ্চয়ই চাকরে পরীক্ষার হলে নিয়ে যাবে;—সেইসঙ্গে আমার টিফিনটাও তুমি অনুগ্রহ করে তার সঙ্গে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো। টিফিনে দুজনে একসঙ্গে বসে খাওয়া যাবে।

বিনয়। (মৃদু হাসিয়া)—সেটা আর এমন বড় কথা কি! আমার টিফিনের সঙ্গে তোমার টিফিনও নিশ্চয়ই যাবে।

কিসন্ সিং। আচ্ছা, তুমি পড়,—আজ তবে আসি।

(কিসন্ সিং প্রস্থানোদ্যত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল এবং স্বগতভাবে বলিল)

চালাকী করে একবার যদি চাকরটার সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিতে পারি তবে ভেতরের ব্যাপার জানতে আর একটুও বেগ পেতে হবে না। ব্যাটা কতই বা মাইনে পায়;—ওর হাতে একেবারে একশ টাকার নোট গুঁজে দিলেই ভেতরকার রহস্য সব বলে দেবে। সর্বপ্রথম আমাকে জানতে হবে বিনয় যাকে নিজের বোন বলে পরিচয় দিচ্ছে আসলে সে কে? আমার দৃঢ় ধারণা, এ নিশ্চয়ই করাচীর সেই পলাতক বধূ। যাইহোক চাকরটার কাছ থেকে আসল খবরটা জানতে পারলেই বিজ্ঞাপনদাতাকে লণ্ডন হইতে ডেকে পাঠাব,—তারপরে পুলিশের সাহায্যে মেয়েটিকে ধরিয়ে দিতে আর কতক্ষণ? সঙ্গে সঙ্গে হাতে নগদ পঁচিশ হাজার টাকা। হাঃ হাঃ, বড় ভাল বুদ্ধিই বার করেছি।

(কিসন্ সিংএর প্রস্থান। বিজ্ঞাপনের কাগজখানা বিনয়ের হাতেই রহিয়া গেল।)

ফটিক। (হাতের কাগজখানা রাখিয়া) জানেন দাদাবাবু, আমি যখন অমিতাদিরে কলেজে নিয়া যাইতাম; তখনই দেখতাম কিসন্ সিং দিদিরে দেখবার চেষ্টা করতেছে। তোমাকে তো আমি তখনই কইছিলাম। অখন ঠেলা সামলাও।

বিনয়। যা যা, ওসব বাজে কথা এখন রাখ। সে আমার বন্ধু, সে কি কখনও আমার এতবড় ক্ষতি করতে পারে? এখন যা, কানের কাছে বক্ বক্ করিস নি, আমাকে একটু পড়তে দে।

(ফটিক মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল)

বিনয়। (সহসা বই হইতে মুখ তুলিয়া ব্যস্তভাবে ডাকিতে লাগিল) অনিতা, অনিতা!

(অনিতার প্রবেশ)

এই দেখ্ অনিতা, তোর শ্বশুর খবরের কাগজে কি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন কাগজটা কিসন্ সিং এইমাত্র দিয়ে গেল।

অনিতা। (কাগজখানি পড়িয়া সভয়ে) তাইত। আমার যে বড় ভয় করছে দাদা। কিসন্ সিংয়ের সম্বন্ধে আমার মনে আগেই সন্দেহ হয়েছে। কলেজে ঢোকবার সময় গেটের কাছে ওকে আমি অনেকবাব যাতায়াত করতে দেখেছি। এখন বেশ বুঝতে পারছি কিসন্ সিংয়ের কি মতলব। হতভাগা আমার পেছনে লেগেছে।

বিনয়। আমারও তো তাই মনে হচ্ছে। (একটু ভাবিয়া) অাচ্ছা বলত এখন কি করা যায় ?

অনিতা। (বিজ্ঞাপনটি দেখিতে দেখিতে) তাইত ভাবছি দাদা ; কি করা যায়।

বিনয়। বিজ্ঞাপনে তো লিখেছে তোর স্বামী ভাল হয়ে উঠেছেন।

অনিতা। সেই তো হয়েছে সমস্যা ! আগে তো আমার শ্বাশুরী লোক বিশেষ খারাপ ছিলেন না, বরং খুবই আদর যত্ন করতেন। কিন্তু আমার স্বামীর মাথা খারাপ হবার পর থেকে উনি যেন কি রকম হয়ে গেলেন। ওঁর কেমন করে যেন ধারণা হয়ে গেল, আমিই নাকি ওঁর ছেলের পাগল হবার কারণ। এবং তারপর থেকেই সুরু করলেন আমার ওপর অত্যাচার। উঃ সে কি অত্যাচার। ভাবলেও আমার গা শিউরে ওঠে। কিন্তু স্বামীর মুখ চেয়ে সে সব সহ্য করেও আমি ওখানে ছিলাম। তারপর আমার স্বামী যখন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেলেন, তখন থেকে আমার শাশুরীর অত্যাচারও সীমা ছাড়াল।

আমি আর তখন সহ্য করতে পারলাম না, তোমার সাথে ইংলণ্ডে লুকিয়ে চলে এলাম। এতদিন তো এখানে বেশ শান্তিতেই ছিলাম। এই এডিনবড়াতে থাকতে থাকতে এম. এ. টাও পাশ করলাম, পি. এইচ্. ডির থিসিস্‌টাও সেদিন সাবমিট করেছি।

বিনয়। তাইতো, সমস্যাটা বড় ঘোরালো হয়ে উঠ্‌লো দেখছি।

অনিতা। সত্যি, এ মস্ত সমস্যা। শুনছি, স্বামী ভাল হয়ে উঠেছেন। খবরটা শুনে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে মনটা কেমন যেন উতলা হয়ে গেল। মনে হচ্ছে, কত যুগ যেন তাঁদের দেখিনি। শ্বশুরের কথাও মনে পড়ছে। তিনি সত্যিই খুব ভাল লোক। ভারী ভালবাসতেন আমায়। কষ্ট হয় তাঁর কথা ভাবলে।

(অনিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল)

বিনয়। মন খারাপ করে আর কি হবে বোন, সবই ভাগ্য। এখন ভাবছি, এই সমস্যাটা থেকে কি ভাবে উদ্ধার পাই। কিসন্ সিং যে কি করে বসে তার ঠিক নেই,—সে জন্যে সত্যিই বড় ভয় হচ্ছে।

(নেপথ্যে। 'বিনয়, বিনয়' বলিয়া ডাক শোনা গেল)

বিনয়। (ঐখানে বসিয়াই) এসো রমেশ, ভেতরে এসো।

(একদ্বার দিয়া রমেশের প্রবেশ ও অন্যদ্বার দিয়া অনিতার প্রস্থান)

—কি হে, এত সকালে যে। এ রবিবারে খিদেটা কি খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে গেল? কিন্তু ভাই, একটু যে তোমাকে বসতে হবে, এখনও যে সব তৈরী হয় নি!

রমেশ। (হাসিয়া) অবশ্য ছ'দিন একঘেয়েমি সাহেবী খানার পর তোমার বাড়ীতে রবিবারে এই মাছের ঝোল আর ভাত অমৃতের মত লাগে সন্দেহ নেই, কিন্তু আজ আমি সেজন্যে আসিনি। আজ আমি এখানে খাবোনা, সেই কথাটাই বলতে এসেছি. কারণ, আজ এক জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে। কিন্তু তাছাড়াও আমার এখানে আসবার বিশেষ একটা কারণ আছে এবং সেই বিশেষ কারণের জন্যই সামনে আই. এম. এস. পরীক্ষা থাকা সত্ত্বেও আমি এত সকালে তোমার কাছে এসেছি :

বিনয়। তা দাড়িয়ে রইলে কেন, বোস না।

রমেশ। (বসিয়া) কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে যে, করাচীর এক বিখ্যাত ধনী মুসলমান ব্যবসায়ীর পুত্রবধূ নাকি শ্বশুর বাড়ী থেকে পালিয়েছে। সেই সচিত্র বিজ্ঞাপনটা দেখে কিসন্ সিংএর দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে তোমার বোনই সেই নিরুদ্দিষ্টা স্ত্রীলোক। তার যুক্তি হচ্ছে এই যে, তা না হলে বিলাতের মত জায়গায় কোন আধুনিকা পর্দানশীন হয়ে থাক্‌তে পারে? আমি যদিও তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে তোমার ভগ্নির শ্বশুরমশাই খুব রক্ষণশীল বলেই তাঁর নির্দ্দেশে তোমার ভগ্নিকে এই বিলাতের মত জায়গাতেও এত পর্দানশীন অবস্থায় থাকতে হয়; কিন্তু সে তা মানতে রাজী নয়। এমন কি, সে এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গেও নাকি পরামর্শ করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু মিঃ আলী হোসেন কিসন্ সিংএর স্পর্দ্ধার কথা শুনে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে, বিনয়রা খুবই বড়লোক, তা নাহলে কি কেউ বিলেতের মত জায়গায় চাকর নিয়ে

বাসা ভাড়া করে থাকতে পারে? তাই কিসান্ সিংএর অনুমান যদি ঠিক না হয়, তা হলে নাহক পুলিশের সাহায্যে তোমাদের হয়রান করার অপরাধে তুমি অনায়াসে কিসান্ সিংএর বিরুদ্ধে ২৫০০০৲ টাকার ড্যামেজ স্যুট্ করতে পার। তখন টাকা দিতে না পারলে কিসান্ সিংকে জেলে গিয়ে পচ্‌তে হবে। মিঃ আলী হোসেনের এই কথায় খুব কাজ হয়েছে,—সে কি করবে, ভেবে উঠতে পারছে না। কিন্তু আমার মনে হয়,—কিসন্ লোক বিশেষ সুবিধের নয়। সে যে কোন সুযোগে একটা গোলমাল বাধিয়ে তুলতে পারে। তাই আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে এলাম। আচ্ছা, আমি যাই ভাই,—পরীক্ষা আবার এসে গেল। আচ্ছা, একটা কাজ করতে পার না? তোমার বোনকে এখন কিছু দিনের জন্যে কোথাও পাঠিয়ে দিতে পার না?

বিনয়। আমার যে আবার সামনে পরীক্ষা। একলা তাকে এই বিদেশে কোথায় পাঠাব? তবে পরীক্ষার পরে আমি আর এখানে থাকবো না।

রমেশ। যাই হোক, আমি চলি। পরীক্ষা সামনে, আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তোমরা কিন্তু খুব সাবধানে থেকো।

(রমেশের প্রস্থান)

(অনিতার প্রবেশ)

অনিতা। দাদা, দরজার আড়াল থেকে রমেশবাবুর কথা সব শুনেছি। পুলিশের কথা শুনে আমার সত্যই ভারী ভয় করছে দাদা। কিসন্ সিংটা দেখছি একটা কিছু গোলমাল না বাধিয়ে ছাড়বে না।

বিনয়। পরীক্ষার জন্যেই তো যত মুস্কিল। পরীক্ষার পর আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকবো না।

অনিতা। সেই ভাল। আমি না হয় এই কটা দিন খুব সাবধানে থাকবো।

বিনয়। জানিস তো, বোম্বেতে এবার সায়েন্স কংগ্রেসের অধিবেশন বসছে। আমাদের অধ্যাপক উইলসন্ সাহেবও তাতে যোগদান করছেন। আমি তাঁকে বলেছি, তিনি যেন তোকে আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান।

অনিতা। (উৎফুল্ল হইয়া) সে কি! বোম্বে যাওয়ার কথাতো আমাকে কোনদিন বলনি।

বিনয়। বলিনি এই জন্যে যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে পাশপোর্ট আর প্লেনের টিকিট পাওয়া যায় কি-না সন্দেহ। কারণ, ভয়ানক ভীড়। এখনও কোন কিছুর স্থিরতা নেই বলেই তোকে কিছু বলিনি।

অনিতা। প্লেনের টিকিট যদি একান্তই না পাওয়া যায়, তবে না হয় আমরা অন্য কোথাও চলে যাব। মোট কথা, কিসন সিংয়ের কাছ থেকে আমাদের যেমন করেই হোক সরে যেতেই হবে। এমন জায়গায় যেতে হবে যাতে কিসন সিং হাজার চেষ্টা করলেও আমাদের যেন খুঁজে বের করতে না পারে।

(নেপথ্যে কলিং বেলের আওয়াজ)

বিনয়। যা তো ফটিক দেখে আয় আবার কে এলো?

(ফটিকের প্রস্থান)

—দেখ্‌, অনিতা, কিসন্ সিং ফটিকের সঙ্গে আলাপ করে আমাদের সম্বন্ধে সব কথা জানবার মতলব করেছে। কারণ সে

আমাকে আজ অনুরোধ করে গেছে যে পরীক্ষার ক'দিন আমার টিফিনের সঙ্গে তার টিফিনটাও যেন ফটিক নিয়ে যায়। তার আসল উদ্দেশ্য যে ফটিকের সঙ্গে আলাপ করা তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ এতদিন যদি সে নিজের টিফিনের ব্যবস্থা নিজেই করে থাকে ; পরীক্ষার ক'দিনও সে অনায়াসেই তা করতে পারত।

অনিতা। উঃ, কিসন্ সিংটা কি মতলববাজ। কারণ, সে জানে, সাধারণ একটা গরীব চাকরকে কিছু টাকা দিলেই সে ভেতরের খবর বলে দিতে দ্বিধা করবে না।

বিনয়। সেই জন্যেই আমি ঠিক করেছি,—পরীক্ষার ক'দিন তুই আমার টিফিন পাঠাস নি,—আমি হোটেল থেকেই খেয়ে নেবো। আর ফটিককে সব সময়ে চোখে চোখে রাখিস, যাতে সে কোন ছুতোতেই বাইরে যেতে না পারে। এখন দেখছি ফটিককে নিয়েই মুস্কিলে পড়েছি। তুই তো এই ক'দিন সাবধানে থাকবিই, ফটিকের ওপরেও বিশেষভাবে নজর রাখিস।

(একখানা চিঠি হাতে ফটিকের প্রবেশ)

(বিনয় চিঠিখানা লইয়া তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িল)

বিনয়। (চিঠি হইতে চোখ তুলিয়া) এই দ্যাখ্ অনিতা উইলসন্ সাহেব চিঠি লিখেছেন।

অনিতা। (বিস্মিতভাবে) উইলসন্ সাহেব ?

বিনয়। হ্যাঁ,—তিনি লিখেছেন যে এতদিন চেষ্টা করে বহুকষ্টে সায়েন্স কংগ্রেসের স্পেশাল প্লেনের তিনটি সিট তিনি যোগাড় করেছেন যেন অবিলম্বে প্লেনের ভাড়া বাবদ দুশো পাউণ্ডের চেক্ এবং

পাশপোর্টের জন্যে তিনখানা ফটো এই পত্রবাহকের হাতে পাঠিয়ে দিই।

অনিতা। বাবাঃ বাঁচলাম। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। তুমি এখুনি টাকা আর ফটো পাঠিয়ে দাও দাদা।

বিনয়। এই এক্ষুনি দিচ্ছি।

(বিনয় ড্রয়ার হইতে চেক্ বই আর ফটো বাহির করিয়া চেক্ কাটিল ও পত্র লিখিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল)

(অল্পক্ষণ পরেই বিনয়ের প্রবেশ)

বিনয়। যাক্,—যাওয়ার ভাবনাতো মিটেই গেল। এখন নিশ্চিন্ত হয়ে একটু পড়াশুনা করতে পারব। কিন্তু সাবধান আমাদের যাওয়ার কথা যেন কাক পক্ষীতেও টের না পায়। এমন কি, রমেশও না—।

অনিতা। দাদা, আমি কিন্তু বোম্বে সায়েন্স কংগ্রেসে যাব না। কেন না, সেখানে আমার শ্বশুর বাড়ীর লোক কেউ না কেউ আসবেই। আমাকে চিনতে পারলেই ধরে নিয়ে যাবে;—তখন সে আবার আর এক বিপদ।

বিনয়। আগে তো বোম্বে যাই। বোম্বে গিয়ে উইলসন্ সাহেবকে বলব যে এক বন্ধুর বাড়ীতে আমরা বেড়াতে যাচ্ছি। এইকথা বলে সেই দিনই তোকে নিয়ে প্লেনে একেবারে কলকাতায় চলে আসব। কংগ্রেসের টিকেট ইত্যাদি তাঁকেই করে রাখতে বলব।

অনিতা। তারপর?—

বিনয়। তারপর তোকে কলকাতায় রেখে কণাকে তোর পোষাক পরিয়ে বোম্বেতে নিয়ে আস্‌বো। তোদের দু-বোনকে তো

দেখতে প্রায় একই রকম,—কেউ সহজে কোন সন্দেহ করতে পারবে না।

অনিতা। (হাসিয়া) বেশ চমৎকার প্ল্যান বার করেছ দাদা ;—এই বেশ ভাল হবে।

(ফটিক দুই জনের কথাবার্ত্তা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল। সহসা সে অনিতার কথায় বাধা দিয়া বলিল)—

ফটিক। ক্যান, কলকাতা যাওনের কাম কি? বিনয়দা,—তুমি সায়েন্স কংগ্রেস দেইখ্যো—আমি অনিতাদিরে করাচীতে পৌছাইয়া দিমু! সব ল্যাঠাই চুক্যা যাইবো। আমি করাচীতে বিগানে নাইমা থাকুম্ ;—তোমরা বোম্বাই চইল্যা যাইবা। আমি করাচীতে অনিতাদির স্বামী কাসিম সাহেবের লগে দেখা করুম্। তিনি ভাল অইছেন হ্যাথলেই পরের প্লেনে আমি বোম্বাই আইস্যা তোমাদের কাছে কাসিম সাহেবের সংবাদ দিমু। দিদি ইচ্ছা করলে তারে লইয়া করাচী যাইমু এবং কাসিম সাহেবের কাছে দিয়া আসুম্। তা হইলে আমি পঁচিশ হাজার টাকা পাইমু।

বিনয়। (স্বগতঃ) দেখছি এর মাথাতেও পঁচিশ হাজার টাকার কথা ঢুকেছে। (প্রকাশ্যে)—যা যা, টাকার কথা এখন আর ভাবিস না। এখন দেখ্, নির্ব্বিঘ্নে কি ভাবে বোম্বে পৌছতে পারি। এখন আর গোলমাল করিসনি ;—আমি এখন একটু পড়ি।

(বিনয় বই খুলিয়া পড়িতে লাগিল)

ফটিক। (স্বগতঃ) টাকার কথা ভাবুম্ না তো কি ভাবুম্! টাকার লাইগ্যাই না বাড়ীঘর ছাইর‍্যা এই দূর হ্যাশে আইছি?

(প্রকাশ্যে)—অনিতাকে উদ্দেশ্য করিয়া)—আমার কথা শোন অনিতাদি। স্বামী যখন সাইধ্যা উঠ্‌ছে তখন স্বামীর ঘরেই ফিরা যাও। শাস্ত্রে লেখা আছে—পতিই পরম গুরু। ঘরের বউ ঘরে ফিরা যাও। শাশুড়ীর অত্যাচারে ভয় পাও ক্যান্? শাশুড়ী তা আজ বাদে কাল যাবে মইরা—শাশুড়ী তো আর চিরকাল থাক্‌বো না। তখন তো তোমার হুকুমেই সব চল্‌বো। চলো আগে আমরা কলকাতা যাই, হ্যাষে তোমারে নিয়া যামু আমি করাচী। তোমার সোয়ামীর হাতে তোমারে দিমু, সঙ্গে সঙ্গে পঁচিশ হাজার টাকা গুইন্যা নিমু। এক পয়সাও ছাড়ুম্ না। বিজ্ঞাপণে ল্যাখছে। ছাড়ুম্ ক্যান্? এমন বোকা আমায় পাও নাই।

(অনিতা ফটিকের কথা শুনিয়া চিন্তিত হইল)

অনিতা। (স্বগতঃ)—এরও মাথায় টাকার কথা ঢুকেছে। টাকার লোভে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কখন কি করে বসে কে বলতে পারে? টাকা বড় ভয়ঙ্কর জিনিষ। লোভে মানুষ না করতে পারে এমন কাজ নেই। ফটিক দেখছি বড় ভাবনায় ফেলেছে। কিসন্ সিং তো এ বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াত সুরু করেছে; সে যদি কিছু টাকা দিয়ে ফটিককে হাত করে ফেলে তাহলে ফটিক টাকার লোভে আমার প্রকৃত পরিচয় তাকে দিতে একটুও দ্বিধা করবে না। তাহলে কিসন্ সিং পুলিশের সাহায্যে আমাকে ধরে একেবারে শ্বশুর বাড়ীর লোকের হাতে তুলে দেবে। এখন কৌশল করে ফটিককে ভুলিয়ে রাখতে হবে। ওকে একখানা পঁচিশ হাজার টাকার চেক্ দিতে হবে যাতে সে আর টাকার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা না করে।

(ফটিকের প্রতি)—তুমি একটু বস ফটিক, আমি এখনি আস্‌ছি।

(অনিতার প্রস্থান)

ফটিক। (স্বগতঃ) ঐ পঁচিশ হাজার টাকাটা যদি একবার পাই তাহলে সুরুতেই একটা বাড়ী করুম্। বাড়ীটার চারধারে আমার ধানের জমি থাকবো। তা হলে খাওনের লাইগ্যা আর ভাবনা চিন্তা থাকবো না। বাড়ী ঘরের কাম সারা হইলে একটা বিয়া করুম্। বিয়া কইর‍্যা ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ দিয়া বউরে হুকুম করুম্ ওরে তামাক দিয়া যা। গড়গড়াতে আরাম কইর‍্যা তামাক টানুম্। চাকরাণী পা টিপ্যা দিব। পরের গোলামী আর করুম্ না। আর কি মজা! ভাবলেও সুখ আছে।

(একখানি চেক্ হাতে অনিতার প্রবেশ)

অনিতা। এই নাও চেক্।

ফটিক। (অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া)—একি! (চেক্ গ্রহণ করিল)

অনিতা। (মৃদু হাসিয়া) টাকা! পচিশ হাজার টাকা! যা তুমি পাবে বলে আশা করছিলে তাই পাচ্ছ। যাক্, এখন শোন,—যা মনে মনে কামনা করেছিলে তাই তো পেলে, এখন অন্য কিছু না ভেবে যাতে লোকের সন্দেহ আর বিপদ আপদ থেকে আমায় রক্ষা করতে পার,—সেই চেষ্টা কর। আর ভাল কথা (অধ্যয়নরত বিনয়কে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া)—দাদাকে কিন্তু চেকের কথা কিছু বলো না। আর তুমি কিসন্ সিংকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দিও না।

আমি যদি টের পাই তুমি কিসন্ সিংয়ের সঙ্গে কথা বলেছ, তাহলে কিন্তু এই চেক্ আমি বাতিল করে দেব। তুমি কিসন্ সিংয়ের সঙ্গে কোন কথাই বলতে পারবে না।

ফটিক। (মাথা চুলকাইয়া) আমারে কি অত বোকা পাইছ? টাকার কথা দাদারে কইতে যামু ক্যান্? আর কিসন্ সিং,—সে তো আমাগো শত্রু, তার লগে আমি কথা কমু ক্যান্? আচ্ছা দিদি, এই চ্যাক্ অখন ভাঙ্গান যাইবো ?

অনিতা। (হাসিয়া) না। এখন এটা ভাঙ্গানো যাবে না; আমি চেকে কিছুদিন পরের তারিখ দিয়েছি। আমরা নিরাপদে কলকাতায় পৌছানোর পরে তুমি এই চেক্ ভাঙ্গাতে পারবে। সুতরাং বুঝতেই পারছ এখন তোমার কর্ত্তব্য হচ্ছে যেমন করে হোক আমাকে নিরাপদে কলকাতা পৌছে দেওয়া। হ্যাঁ, তুমি যদি টাকার লোভে কোন রকম ষড়যন্ত্র কর তাহলে কিন্তু এই টাকা পাবে না। মনে থাকবে ?

ফটিক। খুব খুব। খুব মনে থাকবো দিদি।

(অনিতার প্রস্থান)

ফটিক। (উৎফুল্লভাবে স্বগতঃ)—বাঃ কি মজা। বিনা পরিশ্রমেই পঁচিশ হাজার টাকা লাভ। আর চ্যাকও যা, নগদ টাকাও তা। কলকাতায় পৌছানর পরেই তো এই টাকা আমি ভাঙ্গাইতে পারুম্। চ্যাকে থাকা বরং ভাল, হারাইয়া যাওনের বা চুরি যাওনের ভয় নাই। এর পরে অনিতাদিরে শ্বশুর বাড়ীতে যদি লইয়া যাইতে পারি তবে আরও পঁচিশ হাজার। মোট পঞ্চাশ হাজার!! এতগুলান টাকা। তহন আমি বিনয়দার থাইক্যা কম কিসে? তখন আমিও জমিদার। তহন আমার হুকুমে চাকর খাটবো, পরের হুকুমে আমি খাটুম্ ক্যান্? বাঃ কি মজা।

পটপরিবর্ত্তন

২য় দৃশ্য

(স্থান--বোম্বে বিজ্ঞান কংগ্রেসে দর্শকেরা যে যাহার চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন। বিনয় ও কণা কথা কহিতে কহিতে ঢুকিল।)

বিনয়। ভাগ্যিস পরীক্ষার আগে থাকতেই বিজ্ঞান কংগ্রেসে আমরা ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম। তাইতো অনিতাকে কলকাতা রেখে তোমাকে নিয়ে যথা সময়ে বোম্বে ফিরে আসা সম্ভব হল, অনিতাকে ভালোভাবে বাড়ীতে রেখে আসতে পেরে বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছি। তাছাড়া কোন গণ্ডগোল হবার আগেই কিসন্ সিংটাকে যে ফাঁকি দিতে পেরেছি, এতে সত্যিই ভারি আনন্দ পাচ্ছি। এডিনবরাতে আমাদের দেখতে না পেয়ে ওর আফশোষের আর সীমা থাকবে না।

(জনৈক সাহেবকে দেখাইয়া)

কণা ঐ যে—ঐ ভদ্রলোকই হচ্ছেন মিষ্টার উইলসন, আমাদের প্রফেসর। ওঁর সঙ্গেই আমরা এসেছি। উনিই আমাদের জন্যে সায়েন্স কংগ্রেসের টিকিট করে রেখেছেন।

কণা। ওই সাহেবটি ?

বিনয়। হ্যাঁ! উনিই। আচ্ছা চল এখন আমাদের সিটে গিয়ে বসি। হ্যাঁ, ভালো কথা তোমাকে যা যা শিখিয়ে দিয়েছি মনে আছে তো ?

কণা। (ঘাড় নাড়িয়া) হ্যাঁ খুব মনে আছে। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে কিছু, তাহলে বলব তো যে বিজ্ঞান কংগ্রেস দেখবার জন্যে এখানে বিলাত থেকে এসেছি।

বিনয়। হ্যাঁ, তাই বলবে।

(কিসন্ সিংএর প্রবেশ)

(কিসন্ সিং এদিক ওদিক ইতঃস্তত তাকাইয়া অদূরে বিনয় ও কণাকে দেখিতে পাইল।)

কিঃ সিং। (উল্লসিত হইয়া স্বগতঃ) ওই তো ওরা ! যাক ভাগ্যিস্ ঠিকমত এসে পড়েছি। আর একটি দিন দেরী হলেই তো কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়ে যেত। ওরাই সরে পড়ত। এখন যাবে কোথায় ! আমার নাম কিসন্ সিং। আমার চোখে ধুলো দেবে তোমরা। হুঁ হুঁ বাবা অত সহজ নয়। পরীক্ষার পর তোমার সাথে দেখা করতে যেয়ে শুনলাম তুমি বোম্বে এসেছ। আমাকেও যখন কিছু জানাও নি, তখন বুঝতে পারছি, তুমি মেয়েটিকে সাথে করে এনেছ। আচ্ছা অধিবেশনটা আগে শেষ হোক, তার পর যাওয়া যাবে ওদের কাছে।

(অধিবেশন শেষ হইল। সমবেত দর্শকগণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরে যাইতে লাগিল। বিনয় ও কণা মঞ্চ ত্যাগ করিতে উদ্যত। এমন সময় পিছনে কিসন্ সিংএর ডাক শুনিয়া থমকিয়া পড়িল)

কিসন্ সিং। বিনয় ! বিনয় !

বিনয়। (বিস্মিত হইয়া) আরে কিসন্ সিং যে ! তুমি এখানে ! হঠাৎ !

কিসন্ সিং। আর ভাই ব'ল না। অনেক দিন থেকেই ভেবে রেখেছি পরীক্ষাটা হয়ে গেলে, বোম্বের এই সায়েন্স কংগ্রেস দেখবো। তা ভাগ্য ভালো পরীক্ষার পরই প্লেনের টিকিট পেয়ে গেলাম। তাতেই সোজা চলে এসেছি। তবুও সবটা দেখতে পারলাম

কোথায় ? প্লেনের গোলমালের জন্যে আজ শেষদিন এসে পৌঁছেছি।

বিনয়। যাক্ ভালই হল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে।

কিঃ সিং। তা তো একশোবার। হ্যাঁ ভালো কথা, অধিবেশন তো আজ শেষ হয়ে গেল, এখন তোমরা কোথায় যাবে বলে ঠিক করেছ ?

বিনয়। কেন ? আমরা এখান থেকে তো সোজা বাড়ী ফিরব ব'লেই ঠিক করেছি।

কিঃ সিং। আচ্ছা ভাই, একটা অনুরোধ করব। বল রাখবে ?

বিনয়। তা বল না। অত ইতঃস্তত করছ কেন ?

কিঃ সিং। ভাই পরীক্ষায় পাশ করলেই তো চাকরী সুরু করবে। তখন আমরা কে কোথায় থাকবো তার কোন ঠিকই থাকবে না। হয়ত, আর কখনও দেখা সাক্ষাৎই হবে না। তা ভাই চল না আমাদের করাচীর বাড়ী থেকে ছুদিনের জন্যে বেড়িয়ে আসবে। ভারী চমৎকার জায়গা, আমি বলছি তুমি খুব আনন্দ পাবে। যাবে ভাই ? চল না ?

বিনয়। (স্বগতঃ) তা ক্ষতি কি ! এখন তো অনিতা আমার সঙ্গে নেই। সঙ্গে আছে কণা। কণাকে পরে ও ভালো ভাবে দেখতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে। আর তখন ছবির সাথে ভালো ভাবে মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে, এ অনিতা নয়, অন্য মেয়ে। তখন হয়ত কিসন্ সিং গোলমালের আর কোন চেষ্টা করবে না। আর করাচীতে যেয়ে আমি অনিতার স্বামী ভালো হয়েছে কিনা খোঁজ খবরটাও ভালোভাবে জেনে নিতে পারব।

কিঃ সিং। (আন্তরিকভাবে) না ভাই চুপ করে থাকলে চলবে না। আচ্ছা বল, বন্ধুর বাড়ী কি বন্ধুকে যেতে নেই?

বিনয়। যাবে না কেন? আলবৎ যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানো? পাকিস্তান সম্বন্ধে নানা গুজব শুনি, আর তাছাড়া সাথে আমার বোন রয়েছে। এই অবস্থায়…

কিঃ সিং। (আহত হইবার ভান করিয়া) ভাই, এত শিক্ষা দীক্ষা শেষ করলে, অথচ বাজে গুজবের ভয়টা এখনও এড়াতে পারলে না? তোমাদের হিন্দুস্থানে মুসলমান মেয়েরা যদি পূর্ণ নিরাপত্তায় থাকতে পারে, তবে পাকিস্থানে হিন্দু মেয়েরাই বা থাকবে না কেন! (সহসা অনুনয়ের ভঙ্গীতে) না, ভাই তোমার কোন কথা শুনব না। তোমরা যাবে আমার অতিথি হয়ে। আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে তোমাদের কোন তুচ্ছতম অসুবিধাও ঘটতে দেব না। বলত, এবার যাবে?

বিনয়। বেশ, তা না হয় যাওয়া যাবে। দিন দুয়েক তোমাদের দেশটা দেখে আসা যাবে। তবে ভাই, তুমি অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু বলেই বলছি। আমার এই বোনটিকে ওখানে……

কিঃ সিং। আবার ওই কথা! উনি তোমার বোন। আমারও কি বোন নন? বলেছি তো, আমার দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে আমার বোনের কোন ক্ষতি হতে দেব না। আচ্ছা তাহলে আমি টিকেট কিনে আনি?

বিনয়। ওহে কিসন সিং, ভালো কথা। জানো তো, আমার একটি চাকর আছে। তার জন্যেও একটি টিকিট কিনো। বুঝেছ?

কিঃ সিং। ঠিক আছে। আমি মোটমাট চারখানাই প্লেনের টিকেট

কিনতে চললাম। তোমরা একটু অপেক্ষা কর এখানে। আমি আসছি।

(কিসন্ সিংএর প্রস্থান)

(ফটিকের প্রবেশ)

বিনয়। ফটিক! ফটিক!! এই যে ফটিক, তুই এসে গেছিস্। জানিস্, আমরা সবাই মিলে আজ করাচী যাচ্ছি। তুই আমাদের জিনিষপত্র সব ঠিকমত গুছিয়ে নে। হ্যাঁ, তোকেও কিন্তু যেতে হবে।

ফটিক। (বিস্মিত ভাবে) এ কিরকম ব্যাপার হইল দাদাবাবু? এহন কলকাতায় না যাইয়া করাচী যামু ক্যান্!

বিনয়। সেই যে সেই কিসন্ সিং, তার সাথে এখানে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। সে করাচীতে তার বাড়ীতে যাবার জন্যে বিশেষ ভাবে ধরে পড়েছে। সেইজন্যে দিনদুয়েক তার বাড়ী থেকে ঘুরে আসব। আর এই সুযোগে অনিতার স্বামীর খোঁজ খবরটাও নেওয়া হবে, কি বলিস!

ফটিক। এই যাঃ! কিসন্ সিং হতভাগাটা আবার এহানে মরতে আইল ক্যান? (মাথা নাড়িয়া) হতভাগাটা দেখতেছি পঁচিশ হাজার টাকার লোভ এহনও ছাড়তে পারে নাই। আর আপনাকেও বলিহারী যাই দাদাবাবু, কিছুতেই আপনাকে বুঝাতে পারলাম না, ওর সাথে মেশবেন না। ওর মতলবটা মোটেই ভালো নয়।

বিনয়। আরে বোকা, এখন অনিতা তো আমাদের সাথে নেই, তবে ভয়টা কিসের শুনি?

ফটিক। আমার কিন্তু একেবারে ভালো ঠেকতেছে না দাদাবাবু। লোকটা করাচী যাইয়া একটা গোণ্ডগোল না পাকাইয়া ছাডব না।

বিনয়। তুই ফটিক, লোকটা বড্ড প্যাঁচালো। কিসন্ সিং যদি কণাকে অনিতা মনে করেও থাকে তাহলেও আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। কারণ বিজ্ঞাপনের ছবির সাথে কণার মুখ মিলিয়ে দেখলেই তার ভুলটা ভেঙ্গে যাবে।

ফটিক। (স্বগতঃ) হু! আসলে দাদাবাবুই পচিশ হাজার টাকার লোভ ছাড়তে পারতেছে না। তাই করাচী যাইবার জন্য এতখানি আগ্রহ দেখাইতেছে। কিন্তু আমি কইতেছি, আমারও নামটা ফটিক, আমার মুখের গ্রাসটা দাদাবাবুরে কিছুতেই নিতে দিমু না। করাচী যাইবার পর দাদাবাবু আর কণাদি যখন কিসন্ সিংএর বাসায় কাজে কর্ম্মে ব্যস্ত থাকবে, সেই সময়ে সোজা যাইয়া অনিতাদির স্বামীরে জানাইব যে তার বউরে আমি আইনা দিমু।

বিনয়। কিরে! এত ভাবছিস্ কি! তাড়াতাড়ি যা।

ফটিক। (থতমত খাইয়া) এই তো যাই দাদাবাবু।

(ফটিক ও অন্যান্য সকলের প্রস্থান)

পটপরিবর্ত্তন

৩য় দৃশ্য

(স্থান—করাচী। কিসন্ সিংএর বৈঠকখানা। কিসন্ সিং, বিনয় ও কণা তিনজনে তিনখানি চেয়ারে বসিয়া আছে। ফটিক দাঁড়াইয়া আছে। এক কোণে একটি সুটকেশ। একপাশে টেবিলের উপর ফোন দেখা যাইতেছে।)

ফটিক। দাদাবাবু তা হইলে এখন তোমরা এখানে বিশ্রাম কর, আমি একটু বাইরে বেড়াইয়া আসি।

বিনয়। আরে তোর এত তাড়া কিসের বলত ফটিক? এলি। বোস বিশ্রাম করে চা টা খেয়ে তারপর যা।

ফটিক। (ব্যস্তভাবে) না দাদাবাবু আমার আর চা-টা খাওনের কাম নাই। ওসব তোমরাই খাও। আমি আইতেছি। আমার বাইরে কাম আছে। আমি জামাই বাবুর সাথে দেখ্যা কইরা আসি।

(ফটিকের প্রস্থান)

(বেয়ারা চা লইয়া আসিল। তিনজনে চা খাইতে খাইতে গল্প করিতেছে)

কিঃ সিং। আচ্ছা বিনয়, তুমি প্লেনে যে সাহেবটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করছিলে উনি কে?

বিনয়। উনি তো আমাদের প্রফেসার উইলসন্! আশ্চর্য্য, তুমি ওঁকে চিনতে পারলে না? হ্যাঁ ভালো কথা, তিনি আমাকে আজ চা পানের পর দেখা করতে বলেছেন। (ঘড়ির দিকে তাকাইয়া) ওঃ সময় হয়ে গেছে। খেয়ালই তো ছিল না।

কিঃ সিং। সে কি। আমার বাড়ীতে এলে। এসেই ছুট করে বেরিয়ে যাবে ?

বিনয়। কি করব ভাই। তিনি বলে দিয়েছেন বিশেষ করে। (উঠিতে উঠিতে) কণা এখানে একটু একা রইল। ওকে দেখো। হাঁ আমি না আসা পর্য্যন্ত অন্য কোথাও যেও না যেন।

কিঃ সিং। (হাসিয়া) নাঃ, তোমার মন থেকে পাকিস্থান সম্বন্ধে একটি বাজে ভয় কিছুতেই তাড়াতে পারছি না। তোমার বোন মানে আমারও বোন। সে থাকবে আমার বাড়ীতে। এতে ভয়টা কিসের শুনি ? তুমি স্বচ্ছন্দে যতক্ষণ খুসী বাইরে থেকে বেরিয়ে আসতে পার। (স্বগতঃ) আমি তো চাই তুমি একটু বাইরে যাও।

(কিসন্ সিংএর প্রস্থান)

(হঠাৎ টেলিফোন বাজিয়া উঠিল, বিনয় টেলিফোন তুলিয়া)

বিনয়। কে ? ওঃ মিষ্টার উইলসন্ ? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এক্ষুনি আসছি। (ফোন রাখিয়া কণাকে উদ্দেশ্য করিয়া) কণা, মিষ্টার উইলসন্ আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাহলে আমি যাই।

কণা। (ফিসফিস করিয়া) দাদা, তুমি আমাকে এখানে রেখে যাচ্ছ বটে, কিন্তু, কেন জানি না, আমার ভারী ভয় করছে। মুসলমানের রাজ্যে একা একা কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারব না। তুমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসো দাদা।

বিনয়। আরে পাগলী ! ভয় কিসের। কিসন্ সিং তো হিন্দু ও চমৎকার লোক। তাছাড়া অনিতা থাকলে না হয় বিপদের

ভয় করতুম। কিন্তু সে ভয় তো এখন নেই। আচ্ছা তুই বোস। আমি আসছি।

(বিনয়ের প্রস্থান)

কণা। আচ্ছা।

(কণা ইজিচেয়ারে বসিয়া একখানি বই তুলিয়া লইল ও পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া গেল)

কণা। (হঠাৎ চমকাইয়া) ওকি! (উঠিয়া জানালার কাছে গেল। দেখিতে পাইল যে, কিসন্ সিং ও কতকগুলি মুসলমান ভদ্রলোক উত্তেজিত হইয়া তাহার ঘরের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। কিসন্ সিংএর হাতে একটি মোটা লাঠি। সে উত্তেজিত হইয়া তাহার ঘরের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া কি বলিতেছে। কণা ভয় পাইয়া ছুটিয়া গিয়া দরজাটি ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল। কিসন্ সিং দরজার উপর জোরে জোরে আঘাত করিতে লাগিল। খুলিল না দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল)

কিঃ সিং। শীগগির দরজা খোল। বিনয়কে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। তুমি যদি দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বাইরে না আস, তাহলে তোমারও গুরুতর বিপদ ঘটবে। তোমাকে আমাদের এখন খুবই প্রয়োজন। তুমি এই মুহূর্ত্তে দরজা খুলে বাইরে এসো।

কণা। (ভিতর হইতে) আমার সঙ্গে আপনাদের কোনো প্রয়োজনই থাকতে পারে না। দাদা না আসা পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই দরজা খুলব না!

কিঃ সিং। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) ওঃ ভালো কথায় দেখছি কাজ হবে না। আচ্ছা দাঁড়াও।

(কিসন্ সিং দৌড়াইয়া বাহিরে গেল এবং পরমুহূর্তে একটি কুঠার লইয়া প্রবেশ করিল। এবং সেই কুঠার দিয়া দরজার উপর জোরে জোরে আঘাত করিতে লাগিল। অলপক্ষণের মধ্যেই দরজাটি ভাঙ্গিয়া গেল। দেখা গেল কণা তাহার সুটকেশের মধ্য হইতে একটি ছোরা উঠাইয়া লইয়া বিদ্যুৎবেগে দরজার দিকে ফিরিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া আত্মরক্ষার জন্যে দাঁড়াইয়া আছে। উত্তেজনায় সে হাঁপাইতেছে। কিসন্‌সিং কুঠার খানা মেঝেতে ফেলিয়া দিয়া কণাকে ধরিতে গেল)

কণা। (চীৎকার করিয়া)! খবরদার! আমার সামনে কেউ এসো না। আমাকে স্পর্শ করবার আগেই এই ছোরা আমি তার বুকে বসিয়ে দেব। তারপর নিজেও মরব। প্রাণ থাকতে তোমরা আমাকে ছুঁতে পারবে না।

(কিসন্ সিংকে তবুও কণার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আগন্তুকদের মধ্যে একজন কিসন্ সিংকে বাধা দিয়া বলিল)

আগন্তুক। ওঁকে বাইরে আনবার দরকার নেই। আমরাই ভেতরে গিয়ে দেখে আসছি।

(কিন্তু কিসন্ সিং বাধা না মানিয়া কণাকে বাহিরে আনিবার জন্য তাহার হাত ধরিতে গেল। কণা প্রস্তুত হইয়াই ছিল। হঠাৎ কিসন্ সিংয়ের বুক লক্ষ্য করিয়া ছোরাটি নিক্ষেপ করিল। কিসন্ হাত দিয়া আটকাইতে যাওয়ায় আঘাত বুকে না লাগিয়া তাহার হাতে লাগিল। কিসন্ আর্তনাদ করিয়া পিছাইয়া আসিল। তাহার হাত হইতে দরদর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। কণা আচ্ছন্নের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার অবশ হাত হইতে ছোরাখানা খসিয়া পড়িল)

(আগন্তুক ও অন্য এক ব্যক্তি সভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিয়া কিছুদূর হইতে কণাকে লক্ষ্য করিয়া কিসনকে বলিল)

আগন্তুক। আরে! একি! আমরা যাকে খুঁজছি বা যার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, ইনি তো দেখছি সেই মেয়ে নন। ইস্ আমরা অনর্থক একে কষ্ট দিয়েছি। (কিসন্‌কে লক্ষ্যকরিয়া) আচ্ছা আমরা তাহলে চললাম।

(আগন্তুকদের প্রস্থান)

কিসন্। (আঘাতের স্থানটি চাপিয়া ধরিয়া গর্জ্জন করিয়া) দাঁড়াও, আমাকে ছোরা মারার মজাখানা তোমাকে দেখাচ্ছি। এর প্রতিফল না দিয়ে তোমাকে আমি ছাড়বো না। জেনো আমার নামও কিসন্ সিং! আমাকে চিনতে এখনো তোমাদের বহু দেরী। আমি তোমাকে চরম লাঞ্ছনা ও অপমান করে তারপর পুলিশের হাতে দেব।

(কিসন্ সিংয়ের সদম্ভে প্রস্থান)

(কণা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িল)

(কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই মিঃ উইলসন্ ও তাঁহার ভগিনীপতি করাচীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সার্পের সহিত বিনয়ের প্রবেশ। বিনয় ঘরে প্রবেশ করিয়া ক্রন্দনরতা কণা এবং চতুর্দিকে বিপর্যয়কর অবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। ঘরের কপাট ভাঙ্গা, একপাশে একখানি কুড়াল, ও মেঝেতে রক্তাক্ত ছোরাখানি পড়িয়া আছে। মিঃ সার্প বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে বিনয়ের দিকে চাহিলেন)

বিনয়। (গভীর উৎকণ্ঠা ভরে) এ কি কণা! কি ব্যাপার! এখানে এসব কি! ঘরের দরজা কে ভাঙ্গলো? এই রক্তমাখা ছোরা আর কুড়ুলখানাই বা কোত্থেকে এলো? মেঝেতে এত তাজা রক্তই বা কিসের। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কণা। তুমি এভাবে বসে বসে কাঁদছো কেন? বল, বল,

সমস্ত ব্যাপার খুলে বল। এই অল্পক্ষণের মধ্যে এখানে এমন কি ব্যাপার ঘটলো ?

কণা। (নিজেকে কিঞ্চিৎ সংযত করিয়া) দাদা, এ সমস্তই ঐ শয়তান কিসন্‌টার কীর্ত্তি। তুমি চলে যাবার একটু পরেই কিসন্ সিংকে একটা লাঠি হাতে করে কয়েকজন লোকের সাথে আমার এই ঘরের দিকে আসতে দেখে আমি ভয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। তখন কিসন্ সিং এই কুড়ুলখানা এনে ঘরের দরজাটা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে ও আমাকে ধরবার চেষ্টা করে।

বিনয়। (চাপা স্বরে) ব্রুট্!

কণা। আমি কিসন্‌কে বারবার সাবধান করা সত্বেও সে যখন আমার দিকে এগোতে লাগল, তখন আমি আত্মরক্ষার জন্য ছোরা দিয়ে তাকে আঘাত করেছি। সেই আঘাতে তার হাত কেটে গিয়ে এই রক্ত পড়েছে।

(কণা উত্তেজনায় হাঁপাইতে লাগিল)

বিনয়। (দাঁতে দাঁত চাপিয়া) উঃ কি শয়তান। তা সে শয়তানটা গেল কোথায় ?

কণা। আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে এই মাত্র বেরিয়ে গেল।

মিঃ সার্প। (বিস্মিতভাবে) কি আশ্চর্য্য। বিনয়বাবু, আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না। আমি এক্ষুনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করছি। (টেলিফোন তুলিয়া) হ্যালো পুলিশ হেড কোয়াটার। হ্যাঁ— আমি করাচীর ম্যাজিস্ট্রেট সার্প কথা বলছি। আপনি এক্ষুনি অনুগ্রহ করে কয়েকজন পুলিশ নিয়ে এখানে চলে আসুন।

হ্যাঁ বেশ সিরিয়াস কেস। আমি আপনার জন্তে অপেক্ষা করছি।

(টেলিফোন রাখিয়া বিনয়ের দিকে ফিরিলেন)

আচ্ছা এই কিসন্ কে ?

বিনয়। বিলেতে আমরা সহপাঠী ছিলাম। তারই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমরা কবাচী এসে তারই গৃহে অতিথি হই। কিন্তু আশ্চর্য্য তার ব্যবহার।

মিঃ সার্প। হ্যাঁ চমৎকার অতিথি সৎকারই বটে। এমন রাসকেলকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়ে আমি ছাড়বো না।

(দুইজন পুলিশ সহ পুলিশ সাহেবের প্রবেশ)

মিঃ সার্পেব সহিত পুলিশ সাহেব করমর্দ্দন করিলেন)

মিঃ সার্প। এই কুড়ুল, রক্তমাখা ছোরা দেখে আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে এখানে একটি বিপর্য্যয়কর অবস্থা ঘটে গেছে। এই বাড়ীব মালিক কিসন্ সিং এই কুড়ুল খানার সাহায্যে দরজা ভেঙ্গে এই মেয়েটিকে ধরতে আসে। তখন আত্মরক্ষার জন্ম মিস দাশগুপ্তা সেই শয়তানের হাতে ছোরার আঘাত করেন।

আপনি সমস্ত ব্যাপারই এর কাছ থেকে শুনতে পাবেন।

(পুলিশ সাহেব পকেট হইতে খাতা ও কলম বাহির করিলেন এবং কণার জবানবন্দী লিখিয়া লইবার মানসে জিজ্ঞাসা করিলেন)

পুলিশ সাহেব। (কণার প্রতি) আচ্ছা আপনি কিসন্‌কে ছোরা মারলেন কেন ?

কণা। আমি যখন কিসন্‌কে একটা মোটা লাঠি হাতে কয়েকজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে উত্তেজিতভাবে এই ঘরের দিকে আসতে দেখি তখন বিপদের গুরুত্ব বুঝে ভয়ে আমি দরজা

বন্ধ করে দিই। কিন্তু কিসন্ সিং ঐ কুড়ুলখানার সাহায্যে দরজা ভেঙ্গে আমাকে ধরতে আসে। আমি বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও সে যখন আমাকে ধরতে উদ্যত হয়, তখন আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে আমি তাকে ছোরার আঘাত করতে বাধ্য হই।

(পুলিশ সাহেব কণার জবানবন্দী লিখিয়া লইলেন)

পুলিশ সাহেব। আপনার সাহসের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিস দাশগুপ্তা। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না।

(এই সময় হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় কিসন্ এর প্রবেশ। তাহার সঙ্গে একজন ইনস্পেক্টর ও একজন কনেষ্টবল রহিয়াছে। পুলিশ সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেটকে ইন্‌স্পেক্টর অভিবাদন করিলেন)

কিসন্। (ইনস্পেক্টরকে) এই মেয়েটাই আমাকে ছোরা মেরেছে। দয়া করে একে এক্ষুনি এ্যারেষ্ট করুন।

(ইনসপেক্টর কণার হাতে হাতকড়া লাগাইতে গেলেন)

পুলিশ সাহেব। (ইনসপেক্টরকে) ওয়েট প্লিজ! (কিসন্‌কে) আর ইউ কিসন্ সিং?

কিসন্। হ্যাঁ আমারই নাম কিসন্ সিং।

পুলিশ সাহেব। (ইনসপেক্টরকে) নাউ এ্যারেষ্ট হিম!

(ইনসপেক্টর কিছু না বুঝিয়া কণার হাতেই হাতকড়া লাগাইতে গেলেন।)

পুলিশ সাহেব। আমি বলছি, তুমি কিসন্ সাহেবকে এ্যারেষ্ট কর।

ইনসপেক্টর। (পুলিশ সাহেবকে) আজ্ঞে, কিসন্‌কেই যে এই মেয়েটি ছোরা মেরেছে। তাই একে...

(পুলিশ সাহেব চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া মেঝেতে সজোরে পদাঘাত করিয়া বলিলেন)

পুঃ সাহেব। আমি বলছি। তুমি এক্ষুনি কিসন্‌কে এ্যারেষ্ট কর। এই মেয়েটিকে নয়।

(ইনসপেক্টর সাহেব তখন কিসন্‌এর হাতে হাতকড়া দিলেন)

কিসন্। বাঃ চমৎকার বিচার তো! এই মেয়েটা ছোরা মারল আমাকে। আর হাতকড়া পড়ল আমার হাতে। এই ঘুষখোর পুলিশগুলো না পারে…

পুলিশ সাহেব। সাট্ আপ্ ইউ বিষ্ট। (কনেষ্টবলকে) বাইরে নিয়ে যাও। আমরাও আসছি।

(কনেষ্টবলগণ কিসন্‌কে বাহিরে টানিতে লাগিল)

কিসন্। (যাইতে যাইতে) বটে আমার বাড়ীতে বসে আমাকেই গ্রেপ্তার। আচ্ছা, আমিও দেখে নেব কতবড় পুলিশ সাহেব তুমি। তোমাকে জীবনের চরম শিক্ষা দেব। এই ঘুষখোর পুলিশ না করতে পারে এমন কাজই নেই।

(ফটিকের প্রবেশ)

ঘরের বিপর্য্যয়কর অবস্থা দেখিয়া সে হতভম্ব হইয়া পড়িল। সাহস করিয়া কিছু বলিতেও পারিল না।

মিঃ সার্প। ওয়েল বিনয়বাবু। তাহলে আমরা উঠি। কালকেই যাতে এ কেসটা কোর্টে ওঠে, তার ব্যবস্থা আমি করব। আপনারা অনুগ্রহ করে কাল দশটায় প্রেসিডেন্সী কোর্টে উপস্থিত থাকবেন।

বিনয়। নিশ্চয় নিশ্চয়!

মিঃ সার্প। (দুঃখিত ভাবে) ভেবেছিলাম আপনাকে আর আপনার বোনকে নিয়ে আমার বাড়ীতে বেড়াতে যাব। তা আর হয়ে উঠলন না।

(মিঃ সার্প ও অন্যান্য সকলের প্রস্থান)

ফটিক। এত অল্পকালের মইধ্যে এখানে কি কাণ্ডটা হইল দাদাবাবু? আমি যে কিছুই বুঝবার পারছি না।

বিনয়। কিসন্ কণাকে অনিতা মনে করে কয়েকজন লোক সঙ্গে করে এনে একে ধরতে এসেছিল। কণা নিজেকে বাঁচাবার জন্য ছোরা মেরেছে কিসনকে। তারপর তো দেখলেই পুলিশ কিসন্‌কে ধরে নিয়ে গেল।

ফটিক। (বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া) গরীবের কথা বাসি হইলে মিষ্টি লাগে। আমি তোমাদের কতবার কইছি দাদাবাবু, কিসন্‌কে বিশ্বাস করো না। পঁচিশ হাজার টাকার লোভ ছাড়ান দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা। এখন কি কাণ্ড হল বলত। চল, আমরা এক্ষুনি হোটেলে চলে যাই।

বিনয়। হোটেলে তো যেতে হবেই। তা তুই বাইরে কি করে এলি সেটা একবার বল দেখি।

ফটিক। আমি ডকে যাইয়া কাসিম সাহেবের লগে দেখা করলাম। তা দেখলাম, তিনি বেশ ভালো হইছেন। তিনি কইলেন, আমি যদি আনতাদির খবরটা দিতে পারি, তা হইলে আমারে পঁচিশ হাজার টাকা দেবেন। এই দেখনা কলকাতা যাওনের লাইগা আমারে দুইশো টাকা আগাম দেছেন।

বিনয়। যাক্ একটা সুসংবাদ পেলাম। এখন আগামী কাল মামলা শেষ হলেই আমরা কলকাতা ফিরে যাবো। এখানে আর থাকা মোটেই নিরাপদ মনে করি না।

(পট পরিবর্ত্তন)

চতুর্থ দৃশ্য

(কোর্টের দৃশ্য। পুলিশ ইন্সপেক্টর মামলা বুঝাইয়া দিতেছেন। কিসনের সহিত যে আগন্তুকটি কণাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তিনি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাড়াইয়া আছেন কিসন্ আসামীর কাঠগড়ায় দাড়াইয়া; কণা ও বিনয় বসিয়া)

ম্যাজিষ্ট্রেট। (আগন্তুককে) আপনার নাম কি ?

আগন্তুক। ডাঃ আমেদ।

ম্যাঃ। আপনি কিসন্ সিং ও এই মেয়েটিকে এই আদালত ঘর ছাড়া অন্যত্র দেখেছেন ?

আঃ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ম্যাঃ। কোথায় দেখেছেন ?

আঃ। কিসন্ সিংএর বাড়ীতে।

ম্যাঃ। আপনি কিসন্এর বাড়ীতে কি উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন ? বিস্তৃত ভাবে বলুন তো।

আঃ। ঘটনার দিন কিসনএর কাছ থেকে ফোনে আমি সংবাদ পাই যে, যে নিরুদ্দিষ্টা মহিলাটির জন্যে আমরা সংবাদ পত্রে পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, কিসন্ সিং তাকে কৌশলে তার বাড়ীতে এনে রেখেছে। আমরা সেই মহিলাটির সন্ধানেই তার বাড়ীতে যাই। আমরা যখন কিসন্এর সাথে মহিলাটির ঘরের দিকে অগ্রসর হই। তখন ইনি সম্ভবত ভয় পেয়েই দরজাটা বন্ধ করে দেন। কিসন্ তখন একটি কুড়ুল এনে দরজাটা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে। এবং এঁকে ধরবার চেষ্টা করে। ইনি তখন চিৎকার

করে বলেন খবরদার আমাকে ধরবার চেষ্টা কর না। আমাকে ধরতে এলেই এই ছোরা আমি তোমার বুকে বিঁধিয়ে দেব। আমি কিসন্‌কে বললাম ওঁকে বাইরে এনে কাজ নেই। আমরাই ভেতরে গিয়ে ওঁকে দেখে আসবো। কিন্তু কিসন্ আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে এই ভদ্র মহিলাকে ধরতে গেল এবং আমার বিশ্বাস, ইনি মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্যই একে ছোরা মেরেছেন। যাহোক আমরা ঘরে ঢুকে দেখলাম, আমরা যাঁকে খুঁজছি, ইনি সেই মহিলা নন। তখন আমরা সেখান থেকে চলে আসি। এবং এরপর কি হয়েছে কিছুই জানি না।

ম্যাঃ। আপনার সাক্ষ্য দেওয়াতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। (কিসন্‌কে) এ বিষয়ে কিছু বলবার আছে?

(কিসন্ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

ম্যাঃ। মিস দাসগুপ্তা আত্মরক্ষার এবং মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে কিসন্‌কে আঘাত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আত্মরক্ষার অধিকার প্রতিটি মানুষেরই আছে। তাই মিস্ দাসগুপ্তা কোন অপরাধেই অপরাধী নন বলে আমি মনে করি। তাকে আমি সসম্মানে মুক্তি দিচ্ছি। কিন্তু একজন অসহায়া নারীর উপর নির্য্যাতনের চেষ্টা এবং কতকগুলি সম্পূর্ণ অপরিচিত আগন্তুকের সম্মুখে একটি মহিলাকে অপমান করার চেষ্টার অভিযোগে আমি আসামীকে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করলাম। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আসামীকে অতিরিক্ত ছয়মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

(ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পুলিশ সাহেবের ইঙ্গিতে কনেষ্টবলগণ কিসন্ সিংকে হাতকড়া দিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। কিসন্

চলিতে চলিতে সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল এবং মীরা ও বিনয়কে লক্ষ্য করিয়া তিক্ত কণ্ঠে বলিল)

কিসন সিং। এই অপমানের প্রতিশোধ আমি নেবই নেব। প্রয়োজন হলে এর জন্যে প্রাণ দিতেও আমি কুণ্ঠিত হবো না।

ফটিক। (ব্যঙ্গ করিয়া) বন্ধুরে বাড়ীতে ডাইক্যা আইন্যা যা আদর যত্ন করল্যা, তা আমাগো চিরডা কাল মনে থাকবো। তা টাকার লোভটা কি এত বড় হইল যে তার জন্যি একটি নির্দ্দোষ মেয়ের উপর হামলা করতি বাধল না।

(একে একে সকলে বাহির হইয়া গেল কেবল বিনয়, কণা, ফটিক দাঁড়াইয়া রহিল)

বিনয়। (কণাকে) এখনই আমরা কলকাতা রওনা হব। এখানে আর একমুহূর্ত্তও নয়। যে দেশ। বাবাঃ!

(পটপরিবর্ত্তন)

৫ম দৃশ্য

[স্থান—করাচী। নাজিম প্যালেস্। নাজিম সাহেব ও বেগম সাহেবা বারান্দায় চেয়ারে চা পান করিতে করিতে গল্প করিতেছেন।]

নাজিম। (সক্ষোভে) কোন জায়গাই তো আর খুঁজতে বাকী রাখলাম না,—কিন্তু দুঃখের বিষয় বউমার কোন খোঁজই পেলাম না। (একটু থামিয়া) যাক, কি করা যাবে! সবই ভাগ্য। (দীর্ঘনিশ্বাস) কাসিম তো এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে। কিন্তু এটুকু তো বেশ বুঝতে পারি বউমার অভাবে তার মনে এতটুকু শান্তি নেই। কোন কাজই এখন আর তাকে উৎসাহের সঙ্গে করতে দেখি না। কাসিমও আরোগ্যলাভ করছে—ঠিক এই সময়ে যদি বউমা ফিরে আসতো তাহলে আমাদের এই সংসার আবার আনন্দে ভরে যেত। বউমার অভাবে আমারও কোন কাজেই মন লাগে না। অল্পদিন সে আমাদের সংসারে ছিল বটে, কিন্তু সেবায় যত্নে ও কাজে কর্মে এই অল্পদিনের মধ্যেই সে আমাদের মন সম্পূর্ণ দখল করে নিয়েছিল। একটি লোকের অভাবে আজ সংসারের চতুর্দ্দিকটাই যেন একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে।

বেগম। সবই আমার দোষ। কাসিমের মাথা খারাপ হবার পর আমার হিতাহিতজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল। তা না হলে কি অমন লক্ষ্মী প্রতিমার মত বউকে কেউ নির্যাতন করে? আমার ও কাসিমের এত অত্যাচার অবিচার সহ্য করেও অম্লানবদনে

সে কাসিমের সেবা করেছে। যাতে কাসিমের ভাল হয় তাই সে মনে-প্রাণে চেয়েছে এবং সেজন্যে অক্লান্তভাবে সে তার স্বামীর সেবা করেছে। আমি তখন মনে করতাম, সব দোষই বুঝি বৌমার,—সেই-ই কাসিমকে পাগল করেছে। আহা, আমার অত্যাচারেই সে বাড়ী থেকে চলে গেছে। তা না হলে কাসিমের মাথা খারাপ হবার পরও তো সে বাড়ীতেই ছিল। আহা, রাতদিন কাসিমকে কি সেবাটাই না করেছে।

(এমন সময় বেয়ারা আসিয়া একগোছা চিঠি টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। সবগুলি চিঠি দেখিবার পর একটি কার্ড নাজিম সাহেব তুলিয়া লইলেন এবং সেটি পাঠ করিবামাত্র উত্তেজনাভরে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন)

নাজিম। পেয়েছি, পেয়েছি এতদিনে পেয়েছি।

(নাজিম সাহেব কার্ডখানি হাতে লইয়া দরজার দিকে ছুটিলেন। স্বামীর কাণ্ড দেখিয়া হতবুদ্ধি বেগম সাহেবাও তাঁহাকে অনুসরণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন)

বেগম। কি পেয়েছ? কি পেয়েছ তুমি? এমনভাবে কোথায় দৌড়াচ্ছ?

নাজিম। (উত্তেজনাভরে অগ্রসর হইতে হইতে) পেয়েছি, পেয়েছি—এই ড্রাইভার জলদি মোটর লে আও। বলিতে বলিতেই তিনি একরকম ছুটিতে ছুটিতে বাঁ-পাশের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার এক পায়ের শ্লিপার ষ্টেজের ভিতরেই পড়িয়া রহিল। বেগম সাহেবাও নিরুপায় ভাবে স্বামীর পিছনে পিছনে ষ্টেজের বাহিরে ছুটিয়া গেলেন)

(ষ্টেজের বাহিরে মোটরের হর্ণের আওয়াজ এবং নাজিম সাহেবের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল)—

নাজিম। জলদি করে গেটের কাছে মোটর নিয়ে চল।

(মোটরের আওয়াজ ও হর্ণ—ষ্টেজ অস্পষ্ট অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল এবং পুনরায় আলো জ্বলিয়া উঠিলে দেখা গেল কার্ড হাতে নাজিম সাহেব এবং তাঁহার পশ্চাতে অল্পদূরে বেগম সাহেবা দাঁড়াইয়া আছেন। সামান্য ব্যবধানে বিনয় এবং দুই তিন জন ভদ্রলোক এবং দারোয়ান অপেক্ষা করিতেছেন। এই দৃশ্যটিতে নাজিম-প্যালেসের গেটের সুসজ্জিত সম্মুখভাগ দেখা যাইতেছে]

নাজিম। (হাতের কার্ডটি দেখাইয়া দারোয়ানের প্রতি) এই কার্ডখানা কে এনেছেন ?

বিনয়। (অগ্রসর হইয়া আসিয়া) আজ্ঞে, আমি এনেছি।

নাজিম। (বিনয়ের হাত ধরিয়া)—আপনাকে অনেকক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করতে হয়েছে,—আসুন আমার সঙ্গে। ড্রাইভার জলদি করে মোটর নিয়ে এসো। (বেগম সাহেবার দিকে ফিরিয়া)—তুমি আবার অমন করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? এসো শিগ্‌গীর করে, গাড়ীতে ওঠো, তাড়াতাড়ি বাড়ী যেতে হবে তো ! (নাজিম সাহেব বিনয়ের হাত ধরিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন)।

বেগম। (স্বগতঃ) ওনারও কি মাথা খারাপ হল নাকি ? জীবনে আমি কোন অপরিচিত লোকের সঙ্গে মোটরে উঠলুম না,— আজ কি সেই নিয়ম ভঙ্গ করতে হবে ? কিন্তু উপায়ই বা কি ? দেখা যাক্—কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

(বেগম সাহেবা নাজিম সাহেব ও বিনয়ের পিছনে পিছনে ষ্টেজের বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরে মোটর হর্ণের আওয়াজ। ষ্টেজের আলো অস্পষ্ট হইয়া আসিল। আলো জ্বলিলে পুনরায় নাজিম-প্যালেসের বৈঠকখানার দৃশ্য দেখা গেল। পঞ্চম দৃশ্যের প্রারম্ভে এইখানে বসিয়াই তাঁহারা চা পান করিতেছিলেন)

(নাজিম সাহেব, বিনয় ও বেগম সাহেবার প্রবেশ। তখনও নাজিম সাহেব বিনয়ের হাত ধরিয়া আছেন।)

নাজিম। (বিনয়ের প্রতি)—আসুন, এই চেয়ারে বসুন।

(বিনয় বসিল)

(বেগম সাহেবা দরজার দিকে যাইতে উদ্যত হইলে নাজিম সাহেব বেগম সাহেবাকে উদ্দেশ্য করিয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলিলেন)—

নাজিম। আরে! তুমি আবার চললে কোথায়! ইনি যে আমাদের বউমার দাদা! বউমার সংবাদ দেবার জন্যেই ইনি এখানে এসেছেন।

বেগম। (চমকাইয়া)—সে কি? তুমি বলছ কি?

(বেগম সাহেবা কিছুটা আচ্ছন্নের মত বসিয়া পড়িয়া বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন)

নাজিম। (বিনয়ের প্রতি)—বউমা ভাল আছেন তো?

বিনয়। আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি ভালই আছেন।

নাজিম। তিনি এখন কোথায়?

বিনয়। কলকাতায়, আমাদের পার্কসার্কাসের বাড়ীতে আছেন।

নাজিম। তাঁকে সঙ্গে আনেন নি কেন?

বিনয়। অনিতা আপনাদের অনুমতি না নিয়েই আপনাদের অজ্ঞাতসারে এখান থেকে চলে গিয়েছিল। তাই এখন সে ফিরে এলে

আপনারা তাকে পূর্ব্বের মত নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করবেন কিনা এই কথা জানবার জন্যেই বিশেষ করে আমি এখানে এসেছি। আপনারা যদি তাকে গ্রহণ করেন তাহলে আমি এক্ষুনি কলকাতায় গিয়ে তাকে নিয়ে আসবো।

বেগম। আপনি বলছেন কি? বউমাকে পেলে আমরা হাতে আকাশ পাব।

নাজিম। (বিনয়কে)—আমার স্ত্রী ঠিকই বলেছেন। তাকে পেলে আমরা সত্যিই যেন আকাশ হাতে পাব। তাকে হারিয়ে আমাদের জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে; বউমা না থাকায় আমি তো কোন কাজেই ভাল করে মন দিতে পারি না। সুতরাং তাকে যদি আবার ফিরে পাই তবে নিঃসঙ্কোচে আমরা তো তাকে গ্রহণ করবই—এবং আগের থেকে অনেক বেশী সম্মান এবং স্নেহ-যত্নে তাকে আবার সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করব। আমরা দুজনে ঠিক করেছি, বউমা ফিরে এলে এ সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব তার ওপরে দিয়ে আমরা অবসর গ্রহণ করব। কারণ সে বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে;—তার সেবাপরায়ণতা যেমন আমাদের মুগ্ধ করেছে, তেমনি তার অতীতের কর্ম্মদক্ষতাকেও আমরা কোন দিন ভুলতে পারব না। আমি নিজে আপনার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে বউমাকে নিয়ে আসবো; আর আপনি বউমার দাদা,—আপনাকেও আমরা আর ছাড়বো না।

বেগম। বউমা হল আমার গৃহলক্ষ্মী। তাকে হারিয়ে আমি যে কত কষ্ট পাচ্ছি তা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না। তাকে একবার যদি পাই তবে আর কখনও চোখের আড়াল করব

না। এখন আপনাকে আমরা একলা ছেড়ে দেব না। আমিও আপনাদের সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে বউমাকে সসম্মানে এখানে নিয়ে আসবো।

বিনয়। আপনারা আমার বোনকে এতখানি মমতার দৃষ্টিতে দেখেন জেনে আমি নিশ্চিন্ত হলুম। এখন শুধু একবার কাসিম সাহেবের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

নাজিম। আচ্ছা বেশ। কিন্তু আপনি যে বউমার দাদা বা আমরা যে বউমার সন্ধান পেয়ে তাকে আনবার জন্যে কলকাতায় যাচ্ছি, এসব খবর এখন কাসিমের কাছে বলার দরকার নেই।
(তিনি টেলিফোন তুলিয়া কাসিমকে ফোন করিলেন)
হ্যালো···কে কাসিম? তুমি একবার এখানে একটু এস,—কথা আছে তোমার সঙ্গে।

(অল্পক্ষণ পরে কাসিমের প্রবেশ)

নাজিম। কাসিম, আমি চার পাঁচ দিনের জন্যে একবার কলকাতায় যাচ্ছি। তোমার মাও আমার সঙ্গে যাচ্ছেন। (বিনয়কে দেখাইয়া) ইনি একজন দালাল। কলকাতায় একটা জাহাজ কেনার জন্যে এনার সঙ্গে যেতে হচ্ছে।

কাসিম। আমাকেও আপনাদের সঙ্গে নিন না কেন?

নাজিম। (সস্নেহে) সকলেই গেলে বাড়ীতে থাকবে কে? বাড়ী খালি রেখে সকলের যাওয়া উচিত হবে না।

(এমন সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল)

(নাজিম সাহেব ফোনে মৃদুস্বরে কথা বলিতে লাগিল)

কাসিম। (বেগম সাহেবার প্রতি একান্তে)—মা, আমি কলকাতায় গেলে অনিতার একটু খোঁজ খবর নিতে পারতাম। তুমি যখন কলকাতায় যাচ্ছ, তখন অনিতার একটু খোঁজ নিও।

বেগম। কলকাতায় গিয়ে আমার কাজ তো শুধু তোমার বাবাকে দেখাশোনা করা,—তাছাড়া তো সেখানে আমার অখণ্ড অবসর। তাই, আমি সেই অবসর সময়ে যথাসাধ্য বউমার সন্ধান করব। বউমার কথা অহরহই আমার মনে আছে।

কাসিম। মা, তাহলে আমি আসি। বাইরে কজন লোক আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন একটু পরে আমি আবার আসব।

(কাসিমের প্রস্থান)

(নাজিম সাহেব ফোনে ম্যানেজারকে ডাকিলেন)

নাজিম। (ম্যানেজারের প্রতি) আমি জাহাজ কিনতে আজই কলকাতায় যাচ্ছি। আপনি তিনখানা প্লেনের টিকিট কিনে আনুন। রাত ১১টায় আমরা এখান থেকে রওনা হব।

বিনয়। আমার সঙ্গে আমার ছোট বোনও রয়েছেন। তার জন্যেও একখানা টিকিট করতে হবে।

নাজিম। (বিস্মিত ভাবে)—সে কি! এ কথা এতক্ষণ বলেননি কেন? আপনার বোনকে কোথায় রেখে এসেছেন? আপনি এখুনি গিয়ে তাঁকে এখানে নিয়ে আসুন।

বিনয়। না, তার জন্যে ব্যস্ত হবার কিছু নেই,—সে এখন হোটেলে আছে।

নাজিম। (ব্যস্তভাবে) না না, তাকে এখুনি এখানে নিয়ে আসুন। (ম্যানেজারের প্রতি), ম্যানেজার সাহেব, আপনি আমার

গাড়ী নিয়ে এনার সঙ্গে গিয়ে এখুনি এঁর ভগ্নিকে এখানে নিয়ে আসুন। আধঘণ্টার মধ্যে—আপনাদের এখানে আসা চাই। (ম্যানেজারের প্রতি একান্তে)—এই ভদ্রলোককে একটু চোখে চোখে রাখবেন,—যেন আপনাকে ফাঁকি দিয়ে অন্য কোথাও সরে না পড়ে।

(ম্যানেজার ও বিনয়ের প্রস্থান)

বেগম। এটা তুমি করলে কি? বৌমার দাদাকে যেতে দিলে কেন? কতদিন পরে বৌমার একটু খোঁজ পেয়েছি,—এখন যদি এ ভদ্রলোক আর ফিরে না আসেন? যদি ম্যানেজারকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়েন। চল, তুমি আর আমি দুজনেই বরং ওনার সঙ্গে গিয়ে হোটেল থেকে বৌমার বোনকে নিয়ে আসি; তাহলে ইচ্ছে থাকলেও আমাদের ফাঁকি দিয়ে উনি আর পালাতে পারবেন না।

নাজিম। (চিন্তিতভাবে) তাইত! শুধু ম্যানেজারের ওপর নির্ভর করে ভদ্রলোককে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। তোমার কথা শুনে এখন বড় ভাবনা হচ্ছে। আচ্ছা, এখুনি ফোন করে ম্যানেজারকে ডাকছি।

(ফোন তুলিয়া)—হ্যালো—কি বললে? ম্যানেজার ভদ্রলোককে নিয়ে মোটরে করে চলে গেছেন? (ফোন রাখিয়া বেগমের প্রতি) ম্যানেজার চলে গেছেন। না, কাজটা বড়ই অবিবেচকের মত হল। বড়ই দুর্ভাবনা হচ্ছে। ভদ্রলোক না ফেরা পর্য্যন্ত এ ভাবনা যাবে না। (সহসা বেগম সাহেবার প্রতি) আচ্ছা, একটা কথা; আমরা তো 'বউমা, বউমা'

করে খুব লাফাচ্ছি,—কিন্তু এতদিন পরে বউমা ফিরলে কাসিম তাকে গ্রহণ করবে তো?—না আবার একটা অশান্তির সৃষ্টি হবে?

বেগম। গ্রহণ করবে না মানে? নিশ্চয়ই করবে। আমরা কলকাতায় যাচ্ছি শুনে কাসিম এইমাত্র আমার কানে কানে বলে গেল যে আমরা যেন সেখানে অনিতার একটু খোঁজ খবর নিই।

নাজিম। আমার কিন্তু কেন জানিনা একটু ভয় ভয় করছে। মানুষের মনের কথা কিছুই বলা যায় না। বিশেষ করে, আজকালকার ছেলে ছোকরা……

বেগম। (হাসিয়া) তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এ বিষয়ে তুমি আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পার।

(এমন সময় কণাকে লইয়া বিনয়ের প্রবেশ)

(কণাকে দেখিয়া বেগমসাহেবা চেয়ার হইতে উঠিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন)

বেগম। তুমি কি আমার বউমার ছোট বোন? চেহারাতো প্রায় একই রকম।

কণা। হ্যাঁ, অনিতা আমার দিদি। (বিনয়কে দেখাইয়া) ইনি আমার দাদা।

(বেগম সাহেবা কণাকে চেয়ারে বসাইয়া নিজে বসিলেন)

(বিনয়ও বসিল)

নাজিম। বাঃ, বউমার বোনটি দেখতে ঠিক বউমার মত সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী। (বিনয়ের প্রতি) ইনি লেখাপড়া কিছু করেছেন?

, এবার ইনি এম, এ, তে ফার্ষ্ট ক্লাশ পেয়েছেন।

নাজিম। বাঃ, শুনে ভারী আনন্দ হল। তা হবে নাই বা কেন,—আমাদের বৌমারই বোন তো ?

বিনয়। আমি অনিতাকে তার করে দিলাম যে আমরা কাল আপনাদের নিয়ে কলকাতায় পৌঁচাচ্ছি। আমার চাকরকেও ট্রেনে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলাম।

নাজিম। (হাসিয়া) আপনার দেখছি সমস্ত দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তার করে দিয়ে খুবই ভাল কাজ করেছেন।

বেগম। আচ্ছা, আমার বৌমা এতদিন কোথায় ছিলেন এবং কি করছিলেন ?

বিনয়। অনিতা এতদিন আমার সঙ্গে এডিনবরাতে ছিল। আমি সেখানে ডাক্তারী পড়তাম—সেও কলেজে আর্টস নিয়ে ভর্ত্তি হল। অবশ্য সে খুবই পর্দানশীন অবস্থায় সেখানে দিন কাটিয়েছে, যা ইউরোপে কোন স্ত্রীলোকই করে না। সে যে শুধু ঢাকা গাড়ীতে করেই কলেজে যেতো তা নয়—চোখে সে কালো চশমা পরে থাকতো। কলেজে যাওয়া আসা করা ছাড়া আর কোথাও সে বার হত না। এমন কি আমার বাড়ীতে বন্ধু বান্ধব এলে সে তাদের সামনে কখনই বেরুত না—কথা বলা'ত দূরের কথা।

নাজিম। কলেজে বৌমা কি পড়ত ?

বিনয়। অনিতা এম এ, পাশ করে পি, এইচ, ডির থিসিস্ সাবমিট করেছে। আমার এম, বি, পরীক্ষা দেওয়া হলে আমি অনিতাকে নিয়ে সম্প্রতি কলিকাতায় ফিরেছি। কলকাতায় ফিরেই অনিতা আপনাদের ও কাসিম সাহেবের সংবাদ নেবার জন্যে আমাকে এখানে পাঠিয়েছে।

নাজিম। বাঃ, বৌমা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। ইউরোপের মত স্বাধীন দেশে থেকেও সে পর্দানশীনতা রক্ষা করে আমাদের বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করেছে। সাধে কি বৌমার জন্যে এত পাগল হয়েছি? যাইহোক, আজ রাত্রে ডিনারের পর আমরা চারজনে প্লেনে কলকাতা রওনা হব।

৬ষ্ঠ দৃশ্য

[স্থান—কলিকাতা; পার্কসার্কাস; বিনয়ের বাড়ী। অনিতা ড্রইং রুমে চেয়ারে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছে। তাহার চোখে মুখে একটা উদ্বিগ্নভাব। ঘরের পিছনেই বারান্দা দেখা যাইতেছে]

অনিতা। (বই টেবিলের উপর রাখিয়া) রঘু···রঘু···।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

রঘু। দিদিমণি আমায় ডাকছিলেন?

অনিতা। ঘরদোর সব ভালভাবে পরিষ্কার করেছ তো? ওনারা একটু পরেই এখানে এসে পৌছবেন। তুমি নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক। নীচে যাবার আগে বামুন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করে যাও আমি যে সব খাবার তৈরী করতে বলেছিলুম সব ঠিকমত তৈরী হয়েছে কিনা।

রঘু। দিদিমণি; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন;—আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। এমনকি ওনাদের শোবার ঘরের বিছানা পর্য্যন্ত তৈরী করে রেখেছি।

অনিতা। আচ্ছা, তুমি যাও।

(রঘুর প্রস্থান)

অনিতা। (স্বগতঃ) জানিনা ভগবান কপালে কি লিখেছেন। তাঁরা কি আবার আমাকে আগের মতই আদর যত্নের সঙ্গে গ্রহণ করবেন? দাদাতো টেলিগ্রামে কোন আভাষই দেননি।

(অনিতা চঞ্চলভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার সে বারান্দার ধারে গেল; আবার ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল। নীচে মোটর হর্ণের আওয়াজ)

অনিতা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ওনারা দেখছি এসে গেছেন। আমার কেন জানিনা বড ভয় ভয় করছে, হাত-পাগুলো কাঁপছে। যাই, লিফ্টের কাছে যাই।

(অনিতা বারান্দার লিফ্টে গিয়া দাঁড়াইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিনয়, কণা, বেগম সাহেবা ও নাজিম সাহেবের প্রবেশ। অনিতা ছুটিয়া গিয়া নাজিম সাহেবের পায়ের ধুলা গ্রহণ করিয়া নমস্কার করিল। বেগম সাহেবাকে নমস্কার করিতে যাইবামাত্র তিনি অনিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন)

বেগম। (রুদ্ধ কণ্ঠে) বৌমা, তুমি কেমন করে এতদিন আমাদের সবাইকে ছেড়ে ছিলে? একবার কি ভুলেও আমাদের কথা মনে আনতে নেই?

(অনিতার চোখ দিয়াও জল পড়িতে লাগিল। সকলে ড্রয়িংরুমে গিয়া বসিলেন)

(বিনয় ও কণার প্রস্থান)

নাজিম। (কিঞ্চিৎ অভিমানভরে) বউমা কি শেষে আমাদের ভুলে গেলে? নইলে এতদিন আমাদের ছেড়ে কিভাবে রইলে?

অনিতা। (ব্যস্তভাবে) এ আপনি কি বলছেন ? আপনাদের কি আমি ভুলতে পারি ? আপনাদের স্নেহ আমি সারাজীবনেও ভুলতে পারবনা। আপনাদের ছেড়ে অতিকষ্টে আমি দিন কাটিয়েছি —সর্বদাই আপনাদের কথা আমার মনে হোত।

বেগম। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) আমার ব্যবহারেই তুমি বোধহয় আমাদের ছেড়ে গিয়েছিলে। কাসিমের অসুখ হওয়ায় আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলাম ; আমার নিশ্চয়ই তখন মাথার ঠিক ছিলনা।

অনিতা। (ব্যস্তভাবে) আপনি বৃথা কেন দুঃখ পাচ্ছেন ? আপনি আমার পূজনীয়া শাশুড়ী ; আমাকে শাসন করবার জন্যে যা উচিত বলে মনে করেছিলেন তাই করেছেন। সেজন্যে আমি বিন্দুমাত্র কিছু মনে করিনি।

বেগম। তুমি আমাদের এমন আপনভোলা বউ বলেই তো তোমার অভাবে আমরা এত কষ্ট পাচ্ছি ! তুমি বাস্তবিকই আমার কাসিমের উপযুক্ত সহধর্মিণী। তুমি ঘরে ফিরে গেলেই আমাদের সংসারে আবার সুখশান্তি ফিরে আসবে। তোমার ওপর সমস্ত ভার দিয়ে আমরা দুজনে নিশ্চিন্ত মনে থাকবো।

নাজিম। শুধু ঘরের ব্যবস্থাই নয়। এবার থেকে আমার ব্যবসার যাবতীয় ভারও আমি কাসিম আর বউমার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। আমার এমন বুদ্ধিমতী বৌমা থাকতে কেন বৃথা আর এই বুড়ো বয়সে ব্যবসা পত্তর নিয়ে মাথা ঘামাতে

রঘু। ...যাই ?

রেখোচ্ছ্বাজ্বল মুখে) আপনারা হাতমুখ ধুয়ে আসুন। আমি তৈরী করে সে জন্য চা নিয়ে আসছি।

বেগম। আজ এতদিন পরে তোমাকে পেয়েছি, এখন কিছুতেই তোমাকে যেতে দেবনা। আমরা না হয় চা খাব না।

নাজিম। (বেগম সাহেবার প্রতি) আচ্ছা, তুমি বউমার কাছে বস আমি বাথরুম থেকে আসছি। দেখো, বউমাকে কিন্তু ছেড়না, আমি বউমার কাছে এসে বসলে তবে তুমি হাতমুখ ধু'তে যাবে।

(নাজিম সাহেবের প্রস্থান)

বেগম। জান বৌমা, আমার কাসিম এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে, তাকে দেখে তুমি এখন নিশ্চয়ই সুখী হতে পারবে। তুমি চলে আসায় সেই বোধহয় সবচেয়ে বেশী কষ্ট পেয়েছে। সব সময়েই কাসিম তোমার কথা বলে এবং তোমার অনুসন্ধান করে।

অনিতা। (লজ্জিতভাবে) আমি দাদাকে করাচী পাঠিয়ে ওনার সমস্ত সংবাদই পেয়েছিলাম।

বেগম। আজ সন্ধ্যাবেলায় আমরা কিন্তু সকলে মিলে সিনেমা দেখতে যাবো। তারপর কিছুক্ষণ বেড়িয়ে বাড়ী ফিরব। কাল রাত্রেই আমরা এখান থেকে প্লেনে করাচী রওনা হব। বিনয়বাবু এবং কণাও আমাদের সঙ্গে প্লেনে যাবেন। এখানে আসবার সময়েই আমি তোমার দাদার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছি যে তাঁকে আর কণাকে কিছুদিন করাচীতে আমাদের ওখানে থাকতেই হবে। তারপর কণা তার দাদার সঙ্গে এখানে ফিরে আসবে।

(কণার প্রবেশ)

কণা। আপনারা আসুন, আপনাদের চা দেওয়া হয়েছে।

(সকলের প্রস্থান)

(পটপরিবর্ত্তন)

সপ্তম দৃশ্য

(স্থান করাচীর একটি হোটেল। ফটিক হোটেলের বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে নিজের মনে বকিতেছে)

ফটিক। (স্বগতঃ) বিনয়দা আমার উপর চালাকী করতে আইছিল আমারে ট্রেনে উঠাইয়া কলকাতায় পাঠাইয়া দিতে চাইছিল। কিন্তু আমি এমন বেকুব না। মাঝ রাস্তায় নাইম্যা আবার ফিরতি ট্রেনে করাচী আইলাম। এখন আমার কাজ অইব কাসিম সাহেবের সাথে দেখা কইরা তাঁরে অনিতাদির কথা খুইল্যা বলা। তারপর তাঁরে প্লেনে কইরা কলকাতা লইয়া যাইমু আর একেবারে পার্কসার্কাসের বাসায় লইয়া গিয়া অনিতাদিরে দেখাইয়া দিমু। আমি কারেও ভয় করিনা, ভয় করলে কাম চলেনা টাকাও রোজগার হয় না। এই কাজটি করতে পারলেই হাতে হাতে পাঁচিশ হাজার টাকা চাইয়া নিমু। কিন্তু শুনলাম আজ কাসিম সাহেব বলে আইবেন না, কাল দুপুরে আইবেন। আচ্ছা, আজই এখানে থাকুম, কাল দুপুর বেলা আবার ডকে যামু। আমার পোড়া কপাল, তাই কাসিম সাহেব আজ ডকে আইল না।

(পটপরিবর্ত্তন)

(করাচীর ডক। ডকের একাংশে কাসিম সাহেব ও ফটিক দাঁড়াইয়া আছে)

ফটিক। (কাসিমকে) অখন কলকাতা গেলে অনিতাদির সাথে দেখা অইবো। বেশী বিলম্ব করলে দেখা অওয়া কঠিন। কারণ, শুনছি, তিনি নাকি অন্যত্র চইল্যা যাইবেন, তখন আর দেখা অইব না। আমাগো তাড়াতাড়ি কলকাতা যাওয়া উচিত।

কাসিম। আমি প্লেনে চার্টার করতে লোক পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু রাত্রে কোন প্লেন পাওয়া গেল ন। কাল ভোর পাঁচটায় আমরা এখান থেকে প্লেনে উঠবো এবং সন্ধ্যের মধ্যে কলকাতায় গিয়ে পৌছব।

(স্বগতঃ) যদি এই লোকটার কথা সত্যি হয়, যদি প্রকৃতই অনিতার দেখা পাই তাহলে সেইদিনই রাত্রি আটটা নটায় চার্টার করা প্লেনে উঠলে ভোর বেলা আবার করাচী এসে পৌছব। মোট একদিন ছুরাত্রি আমায় বাইরে থাকতে হচ্ছে। জাহাজ কেনার ব্যাপার মিটিয়ে বাবা চার পাঁচ-দিনের আগে কলকাতা থেকে এখানে আসতে পারবেন না। তাঁরা এখানে ফিরে অনিতাকে দেখে কি রকম যে আশ্চর্য্য হবেন সে কথা কল্পনা করতেও আনন্দ হচ্ছে।

(ফটিকের প্রতি) হ্যাঁ দেখ, তুমি আজ রাত্রে ডকেই থাক, আমি বিমানঘাটিতে যাবার সময় শেষরাত্রে তোমাকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাব। এখানে থাকতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

(পট পরিবর্ত্তন)

(স্থান কলিকাতা। বিনয়ের বাড়ী। দারোয়ান, ফটিক, ও কাসিম সাহেব দাঁড়াইয়া আছেন)

ফটিক। (দরওয়ানকে বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল) ব্যাপার কি, বাড়ী যে খাঁ খাঁ করতেছে, বলি অনিতাদি আর বাকী সব গেল কোথায় ?

দরওয়ান। অনিতাদি, কণাদিদিমণি আর বিনয়বাবু কতকগুলো লোকের সাথে ঘণ্টা খানেক আগে বাড়ী থেকে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন বা কবে আসবেন কিছু বলে যান নি।

কাসিম। (ঈষৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) তোমার মত উজবুক লোকের কথায় বিশ্বাস করে আমার শুধু শুধু এই ভোগান্তি হল। এখন বুঝছি, তোমার কথার ওপর নির্ভর করা আমার উচিত হয় নি।

ফটিক। আমারে উজবুক কইছেন ক্যান ? আমার দোষটা কোথায় ? শুনলেন তো, মাত্র একঘণ্টা অইল তারা এহান অইতে চইল্যা গেছে। একঘণ্টা আগে আইলেই অনিতাদির দেখা পাইতেন। আর প্লেন ভাড়া করতে আপনিই তো একদিন দেরী করলেন, আমার দোষটা কোথায় ?

কাসিম। দোষ কার সে বিচার করে এখন আর বিশেষ কোন লাভ নেই। আমি চললুম, শুধু শুধু এখানে থেকে আর কি করব ? আমার প্লেন চার্টার করাই আছে,—আমি কাল শেষ রাত্রেই করাচী পৌছতে পারব।

(কাসিমের প্রস্থান)

ফটিক। (দরওয়ানকে) এটা অইল কি? বিনয়দা আবার এহানে আসলো কই থাইক্যা? সে তো ছিল করাচীতে। অনিতাদিরে নিয়াই বা গেল কই?

দারোয়ান। ওসব আমি জানি না।

ফটিক। তুমি তাহলে জানকি? খালি খাইতে পার? ঝিটাই বা গেল কেথায়? মোক্ষদা, ও মোক্ষদা?...

(ঝিএর প্রবেশ)

ফটিক। বলি বাড়ী শুদ্ধ মানুষগুলো গেল কোন্ চুলায়?

ঝি। দাদাবাবু অনিতাদির শ্বশুর শাশুড়ীকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। আজ এই ঘণ্টাখানেক আগে তারা অনিতাদিদি, কণাদি ও দাদাবাবুকে নিয়ে চলে গেছেন।

(ঝিএর ও দরওয়ানের প্রস্থান)

ফটিক। (কপাল চাপড়াইয়া) হায়! হায়!! বিনয়টা আমার মুখের গ্রাস চালাকী কইরা কাইড়া নিল। এখন আমার উপায় অইব কি? টাকাও গেল, কাসিমের কাছেও শুধু শুধু গালি খাইলাম। আমার সর্বনাশ কইরা ছাড়ল।

(ফটিক কাঁদিতে লাগিল। একটু পরেই পুনরায় নিজেকে সংযত করিল)

ফটিক। যত চালাকী ঐ দাদাবাবুর। ও কি কম লোক? আমারে ফাঁকি দিয়া ট্রেনে উঠাইয়া দিয়া দিদিমনির শ্বশুর শাশুড়ীরে নিয়া এখানে আইল। দিদিমনিরে তাদের হাতে তুইল্যা দিল আর নগদ পঁচিশ হাজার টাকাও মারল। আমি দাদাবাবুরে

ইহার শোধ না নিয়া ছাড়ুম না। আমি আর দাদাবাবুর বাড়ী কাম করুম না।

(ফটিক কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ পকেট হইতে অনিতার দেওয়া চেক্‌খানি বাহির কইরা একেবারে লাফাইয়া উঠিল)

ফটিক। দিদিমনির দেওয়া এই চ্যাক্‌খানার কথা একেবারে ভুইল্যাই গেছলাম। যাক্,—এই টাকাটা কাইল ব্যাঙ্কে যাইয়াই আদায় করুম্। আর আমি এই বেইমানদের বাড়ী চাকরী করুন না।

(পটপরিবর্ত্তন)

অষ্টম দৃশ্য

(স্থান করাচী। কাসিমের লাইব্রেরী। কাসিম বসিয়া বসিয়া চা পান করিতেছে)

কাসিম। (স্বগতঃ) যাক্, বাবা মা এখানে আসবার আগেই যে বাড়ীতে পৌছতে পেরেছি এই যথেষ্ট। তবে মা বাবা এখানে এলে আমি কয়েকদিনের জন্যে তাঁদের অনুমতি নিয়ে আবার একবার কলকাতায় যাব। তারপর ঐ চাকরটাকে টাকার লোভ দেখিয়ে, এমনকি প্রয়োজন হলে খোসামোদ করেও অনিতার সন্ধান করব। আমার মনে হচ্ছে, সন্ধান করলে এবার নিশ্চয়ই তাকে পাব। একটু চেষ্টা করলেই অনিতা কোথায় আছে জানতে পারব এবং তখন তাকে নিয়ে আসা সহজ হবে।

(এমন সময় বাহির হইতে বেগম সাহেবার ডাক শোনা গেল, কাসিম, কাসিম—

কাসিম। (দ্রুতকণ্ঠে) কেন মা ? তুমি কখন এলে ? (বলিতে বলিতে কাসিম দরজার দিকে ছুটিয়া গেল। কিন্তু তাহার আগেই অন্য দরজা দিয়া অনিতাকে লইয়া বেগম সাহেবার প্রবেশ। কাসিম অনিতাকে অপ্রত্যাশিতভাবে সম্মুখে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সে প্রথমত কোন কথাই বলিতে পারিল না, শুধু একদৃষ্টে অনিতাকে দেখিতে লাগিল। আনন্দে এবং লজ্জায় অনিতার চোখ দিয়াও জল পড়িতে লাগিল)

বেগম। বাবা, তোমার অনিতাকে নিয়ে এলাম। ওকে আনতেই আমাদের কলকাতা যাওয়া।

কাসিম। (অধীরভাবে) মা, অনিতাকে কেমন করে পেলে ?

বেগম। বৌমার দাদার কাছে সন্ধান পেয়ে ওকে আনতে গেছিলাম। যাক্, আমি একটু বিশ্রাম করে আসি, তোমরা কথা বল।

(বেগম সাহেবার প্রস্থান)

(কাসিম অনিতার হাত ধরিয়া আনিয়া চেয়ারে বসাইল এবং নিজেও বসিল)

কাসিম। আমি যেন এখনও বিশ্বাস করে উঠ্‌তে পারছি না যে সত্যিই তুমি আবার আমার কাছে এসেছ। আমাকে কি তুমি একেবারেই ভুলে গেলে অনিতা ? একবারও কি আমার কথা মনে পড়েনি ?

অনিতা। তোমার কথা আমি এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলিনি, তোমার কথাই আমি সব সময়ে ভেবেছি।

কাসিম। তবে কেন এলে না? একটা চিঠি দিয়েও কি খোঁজ নিতে নেই?

অনিতা। (মৃদু হাসিয়া) তাহলে যে তোমরা আমাকে ধরে নিয়ে আসতে—আমাকে আর পড়তে দিতে না।

কাসিম। তুমি কাউকে না জানিয়ে চলে গেলে, একবার আমার কথা ভেবেও দেখলে না। তোমার পড়াশোনার কি দরকার? তোমার কি খাওয়া পরার কোন অভাব আছে?

অনিতা। জ্ঞান অর্জন করতে কার না ইচ্ছে হয় বল? আমি সেইজন্যেই পড়েছি অন্য কোন কারণে নয়।

কাসিম। তুমি বড় নিষ্ঠুর, আমাকে ছেড়ে তাই তুমি যেতে পেরেছিলে। তোমার অভাবে আমি যে কত কষ্ট পেয়েছি তাকি তুমি বুঝবে? তা যাই হোক, তুমি কি পড়ছিলে?

অনিতা। আমি এম. এ. পাশ করে পি-এইচ্-ডির থিসিস্ সাবমিট করেছি।

কাসিম। বাঃ এত অল্প সময়ের মধ্যে তুমি এতকাণ্ড করেছ? তুমি সত্যই ভারী বুদ্ধিমতী। কিন্তু বল, আর কখনো আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবেনা?

অনিতা। না, সত্যিই তোমাকে ছেড়ে আমি আর কখনও কোথাও যাব না।

কাসিম। (ম্লান ভাবে হাসিয়া) তুমি না থাকায় দিন আর আমার কাটতে চাইত না। সব সময়ে চিন্তা করতাম কোথায় গেলে তোমার দেখা পাব। কোন কাজই একমনে করতে পারতাম

না। এ ক'বছর একটা বইও আমি ভাল ভাবে পড়তে পারিনি।

(বেগম সাহেবার প্রবেশ)

বেগম। কাসিম, খেতে যাও, তোমার খাবার সময় হয়েছে, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। বৌমা, তুমিও খেতে চল।

কাসিম। মা, অনিতার খাওয়া হলে আমার কাছে একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও। আজ বিকেলে আমরা দুজনে মোটরে করে একটু বেড়িয়ে আসব। তোমার কোন আপত্তি নেই তো?

বেগম। (হাসিয়া) আপত্তি? তোমার বউকে তুমি বেড়াতে নিয়ে যাবে, এতে আপত্তির কি থাকতে পারে?

(অনিতার প্রস্থান)

কাসিম। (দ্বিধাগ্রস্তভাবে) মা, আর একটা কথা,—ওকে কিন্তু আর আগের মত বকাবকি করো না। ও যা অভিমানী মেয়ে,—আবার হয়তো তাহলে চলে যাবে।

বেগম। তোমার অসুখের সময় আমার হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়েছিল, তাই বউমার ওপর আমি এত অন্যায় আচরণ করেছিলুম। কিন্তু তোমার বাবা আর আমি ঠিক করেছি এখন থেকে বউমার কথামতই আমরা চলব।

কাসিম। ছিঃ, ওকি বলছ মা! তা কেন চলতে যাবে? তোমার আর বাবার কথাতেই সব চলবে, ওর হুকুমে কেন?

বেগম। (হাসিয়া) আচ্ছা আচ্ছা, তোমাকে সে সব কিছু ভাবতে হবে না,—এখন খাবে চল।

(কাসিমের প্রস্থান)

(বেগম সাহেবা ডান পাশের বন্ধ দরজার গায়ে গিয়া মৃদু ধাক্কা দিলেন। দরজা খুলিয়া গেল এবং নাজিম সাহেব প্রবেশ করিলেন। নাজিম সাহেবের চোখে মুখে একটু উদ্বেগের ছাপ)

বেগম। (স্বামীর প্রতি হাসিয়া) তোমার ভয় পাবার কিছুই নেই, ওরা দুজনে ঠিক আগের মত ভাব করে নিয়েছে।

নাজিম। কি করে বুঝলে?

বেগম। (হাসিয়া) কাসিমের খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে দেখে আমি তাকে ডাকতে এসে দেখলাম তারা দুটিতে খুবই গল্প করছে। আর তাছাড়া কাসিম কি বললে জান? বললে, অনিতার খাওয়া হলেই আমি যেন তাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিই,—আজ বিকেলে সে অনিতাকে নিয়ে মোটরে করে বেড়িয়ে আসতে চায়।

নাজিম। (নির্ভরতার হাসি হাসিয়া) যাক, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম। আমার বেশ একটু ভাবনা হয়েছিল। আমার মনের ভার যেন এতক্ষণে নেমে গেল। আশা করি এতদিনে আমাদের দুঃখের রজনীর অবসান হলো।

(পটপরিবর্ত্তন)

নবম দৃশ্য

[ব্যাঙ্কের কাউণ্টার। ফটিকের প্রবেশ। চোখে মুখে বেশ উৎফুল্লভাব]

ফটিক। (স্বগতঃ) আইজ তো পঁচিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক দিবে কইছে। চারদিন আগে চ্যাক জমা দিয়া গেছি,—খরচ খরচা বাবদ ব্যাঙ্কের ঐ বাবু পঞ্চাশ টাকা আগামও লইছেন। যাই, টাকাটা লইয়া আসি। তারপরে কাজের মুখে ঝাড়ু মাইরা একেবারে দ্যাশে গিয়া উঠুম্। (কাউণ্টারের সামনে গিয়া) কই মশায়, টাকাটা একটু তাড়াতাড়ি দ্যান্।

কর্ম্মচারী। কিসের টাকা আপনার ?

ফটিক। ক্যান্,—হেই দিন পঁচিশ হাজার টাকার বিলাতের চ্যাক্ আপনারে দিছি না ?—এই দ্যাখেন মশাই আপনাগো রসিদ।

কর্ম্মচারী। (রসিদ লইয়া) একটু দাঁড়ান, খাতাটা দেখি। (নীচু হইয়া খাতা দেখিতে লাগিল। একটু পরেই মুখ তুলিয়া বলিল) মশাই, আপনার চেক্ ক্যাশ হবে না। যাঁর একাউণ্ট, তিনি এখানকার একাউণ্ট বন্ধ করে পাকিস্থান ব্যাঙ্কের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছেন। পাকিস্থান থেকে এখানে টাকা আনা যাবে না।

ফটিক। (আর্ত্তকণ্ঠে) কি কইলেন ? টাকা পামুনা ? আপনারো মাথা খারাপ হইছে নাকি ? ও মশায়,—বলি শোনছেন নি ?

কর্ম্মচারী। কি চেঁচামেচি করছেন ? বললুম তো সে টাকা পাকিস্থানে চলে গেছে। তা আর আনান যাবে না।

ফটিক। আমার চ্যাক ফেরত দেন।

কর্ম্মচারী। এই নিন আপনার চেক্ (ফটিক চেক্ গ্রহণ করিল)

ফটিক। আমি খরচ বাবদ আপনাগো যে পঞ্চাশ টাকা দিছি তাও ফেরত গ্যান।

কর্ম্মচারী। সে টাকা কি আর আছে, সে তো খবরাখবর নিতেই খরচ হয়ে গেছে।

ফটিক। (আর্ত্তকণ্ঠে) আমি কি তাহলে কিছুই পামুনা? নিজের চ্যাকের পঞ্চাশ টাকা একেবারে মুখে থেকে ছিনাইয়া নিল—আমার সব শ্যাষ হইলো, আমার কি সর্ব্বনাশ হইল। (ফটিক ব্যাঙ্কের ভিতরে চেঁচাইয়া কাঁদিতে সুরু করিয়া দিল! গণ্ডগোল শুনিয়া ব্যাঙ্কের দারোয়ান ছুটিয়া আসিল)

দারোয়ান। আরে মৎ চিল্লাও, যাও বাহার যাও, বাহার যাও।······

(ফটিককে দারোয়ান বাহির করিয়া দিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল)

(যবনিকা)

গ্রন্থকার শ্রীসরলরঞ্জন দাশগুপ্ত

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন

১। সামাজিক উপন্যাস ভাগ্যপরিবর্ত্তন প্রথম ভাগ—৩৮৩ পৃষ্ঠা ৩।০

,, ,, ভাগ্যপরিবর্ত্তন দ্বিতীয় ভাগ--৩৩৮ পৃষ্ঠা ৩

দৈনিক বসুমতী (ভাগ্য পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে) বলেন—

যে কোন সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষেই ভূয়োদর্শন যে বিশেষ সহায়ক, এই দীর্ঘ সামাজিক উপন্যাসখানি তারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কাহিনীর মধ্যে দিয়ে যে বিচিত্র চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পারে, এবং সে কাহিনীকে যে বাস্তবনিরপেক্ষ করে তোলে, ভাগ্যপরিবর্ত্তন তারই নিদর্শন। বিরাশী বৎসর বয়সের গ্রন্থকার তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ধরে যা দর্শন ও শ্রবন করেছেন, গল্পাকারে তাকে প্রকাশ করেছেন এর মধ্যে। বিভিন্ন ধরণের শতাধিক চরিত্র আছে এই উপন্যাস খানির মধ্যে। প্রধানতঃ অবস্থার বিপাকে ও নানা লোভজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েও মনুষ্য চরিত্রে কি পরিবর্ত্তন হয় এবং পরিণামে কি প্রতিক্রিয়া ঘটে, ইত্যাকার বহুবিধ বিষয় চিত্রিত হয়েছে এই গ্রন্থে সাবলীল ভঙ্গিমায়। এই বৃদ্ধ বয়সে এই ধরণের বৃহৎ উপন্যাস রচনার জন্যে গ্রন্থকারের অধ্যবসায় উল্লেখযোগ্য।

এই পুস্তক (১ম ও ২য় ভাগ) হইতে নিম্নলিখিত নাটকগুলি লিখিত হইয়াছে।

(ক) ছাপা হইয়াছে।

১। মীরা ৪ অঙ্কে

২। দুইবোন ১ অঙ্কে

৩। অর্থই অনর্থ ১ অঙ্কে

(খ) লেখা হইয়াছে কিন্তু এখনও ছাপা হয় নাই।

৪। মা ও মেয়ে ৪ অঙ্কে
৫। পুরাতন ভৃত্য ১ অঙ্কে
৬। বাবু ১ অঙ্কে
৭। চেষ্টার পুরস্কার ১ অঙ্কে
৮। নাদির ৩ অঙ্কে
৯। মাষ্টার ৪ অঙ্কে
১০। অমিতা ৪ অঙ্কে
১১। অমিতার মা ৩ অঙ্কে
১২। আধুনিক গুরু ১ অঙ্কে
১৩। জমিদার গিন্নি ৪ অঙ্কে

ভাগ্য পরিবর্ত্তন তৃতীয় ভাগ ও চতুর্থ ভাগ ১০০০ পৃষ্ঠা লেখা হইয়াছে কিন্তু ছাপা হয় নাই।

বাঙ্গালীর নিজস্ব এ্যাড্‌ভেঞ্চার—

বাংলা ভাষায় যত এ্যাড্‌ভেঞ্চারমূলক কাহিনী আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশ হয় বিদেশী পুস্তকের অনুবাদ নয় তাহার ছায়া অবলম্বনে লিখিত; কিন্তু 'গুরুচরণ' সম্পূর্ণ বাঙ্গালী জীবনের এ্যাড্‌ভেঞ্চার।

গুরুচরণ প্রথম ভাগ (সচিত্র) মূল্য ১।০ ১১৩ পৃষ্ঠা

এই বই সম্বন্ধে বসুমতী বলেন—

"একটি বিস্ময়কর এ্যাড্‌ভেঞ্চার কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে এই গ্রন্থের মধ্যে। এর নায়ক গুরুচরণ নিজেই। গ্রন্থকার এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন: জনমানবহীন বালুকাময় মেঘনার চরে আটকা পড়ে চৌদ্দদিন

গুরুচরণ অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে, এক কাপড়ে, একলা বন্য শূকর, কুমীর ও চিতাবাঘের হাত থেকে কি ভাবে প্রাণরক্ষা করে শেষ পর্য্যন্ত ভেলার সাহায্য দুরন্ত মেঘনা পাড়ি দিয়েছিল, সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী এই পুস্তকে লিখিত হয়েছে।" সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তির বহু নিদর্শন আছে বইখানির মধ্যে। পড়তে আরম্ভ করলে ঘটনার শেষ পর্য্যন্ত যাওয়ার জন্য আগ্রহ জাগে। বইখানি ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত হলেও পরিণতরাও এ বই পড়ে আনন্দ পাবেন। কয়েকখানি ছবিও আছে বিভিন্ন পাতায়।

যুগান্তর বলেন—

"যে সব কারণে বাঙ্গালী একসময়ে ভীরু আখ্যা পাইয়াছিল……। বাঙ্গালী বাঘ মোষের সঙ্গে লড়াই করিয়া এবং অসীম সাহস, শক্তি, বীর্য ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল, গুরুচরণের কাহিনীর মধ্যে তাহারই পরিচয় দিতে গ্রন্থকার চেষ্টা করিয়াছেন; আমাদের তরুণদের মনে ভূতের গল্পের ছবি না আঁকিয়া গুরুচরণের রোমাঞ্চকর কাহিনীর ছাপ ফেলিতে পারিলে ভবিষ্যতে তাহারা বলিষ্ঠ মনের অধিকারী হইবে আশা করা যায়।

দেশ বলেন—

"গুরুচরণ নামে কোন গ্রামবাসী ঘটনাচক্রে কিভাবে বালুকাময় চরে আটকা প'ড়ে চৌদ্দদিন অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিল এবং কিভাবেই বা মেঘনা পাড়ি দিয়ে লোকালয়ে এসে তার কাহিনীর সত্যাসত্য প্রমানিত করল তার রোমাঞ্চকর কাহিনী এই বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বাঙ্গালীর অতীত জীবনের বীরত্ব, শক্তি, আত্মত্যাগ, ধর্ম্মজ্ঞান ইত্যাদির পরিচয় আছে। কিশোরদের পড়তে মন্দ লাগবে না"

আনন্দ বাজার বলেন—

"মেঘনাব চরে বন্দী একটি যুবকের আত্মরক্ষার কাহিনী। শকুন, কচ্ছপ থেকে শুরু করে বাঘ কুমীরের সঙ্গেও গুরুচরণের লড়াই হল, এবং গুরুচরণ জয়ী হল। গুরুচরণ নিরাপদে বাড়ী ফেরার পর যে সব সংগী তাকে শয়তানি করে ফেলে এসেছিল তাদের শাস্তির কথাও আছে। শিশুদের জন্যে এই বই লিখতে গিয়ে লেখক নিজেও শৈশবে ফিরে গেছেন বলে মনে হয়।"

গুরুচরণ দ্বিতীয় ভাগ (সচিত্র) মূল্য ২৸০ ২৬৩ পৃষ্ঠা

দেশ বলেন—

রোমাঞ্চকর কাহিনী :—

"আঠারো'শ ছিয়াত্তর" খৃষ্টাব্দের ঝড়-বিক্ষুব্ধ দৌলতখাঁর বাস্তব চিত্র। আখ্যানের কেন্দ্র চরিত্র গুরুচরণ সাহসে, শক্তিতে বীর্যবাণ পুরুষ। রিয়ালিজিমের ও ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি লেখকের নিষ্ঠা আর অনুরাগের পরিচয় রচনার বৈশিষ্ট্য।"

বসুমতী বলেন—

"গুরুচরণ-এর দ্বিতীয় ভাগ প্রথম ভাগ অপেক্ষাও উত্তেজনামূলক ঘটনাপূর্ণ। ইতিপূর্ব্বে এ গ্রন্থের প্রথম ভাগ আমরা সমালোচনা করেছি। গ্রন্থকারের উল্লেখমত দ্বিতীয় ভাগের প্রত্যেকটি কাহিনীই সত্য। ১৮৭৬ সালে দৌলতখাঁর উপর দিয়ে যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছিল, এবং বন্যার তাণ্ডবলীলায় সে অঞ্চলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তারই পটভূমিকায় এ গ্রন্থ রচিত।

গুরুচরণ তৃতীয় ভাগ বা বর্ম্মার জঙ্গলে ভ্রমণ কাহিনী সচিত্র ২৮৫ পৃষ্ঠা ২৸০

বর্ম্মার জংগলে ভ্রমণ ও রোমাঞ্চকর শিকার কাহিনী। বিদেশীরা কপর্দক শূন্য অবস্থায় বর্ম্মার জংগলে আসিয়া সাহস ধৈর্য্য ও বুদ্ধিবলে কি প্রকাবে ক্রোড়পতি হইয়াছেন তাহাও বিশদ বিবরণ সহ এই পুস্তকে লিখিত হইরাছে। বিলাত হইতে ঐ লোকটি বর্ম্মা আসিবার সময় একবার রাস্তায় জাহাজ ডুবি হইয়া প্রাণ রক্ষা পাইয়াছিল এবং নির্জন দ্বীপে এক সপ্তাহ থাকিয়া কি ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া কি প্রকারে বর্ম্মা গিয়াছিলেন তাহারও বিস্তৃত ও রোমাঞ্চকর বিবরণ এই পুস্তকে লেখা হইয়াছে। বর্ম্মার জংগলের অনেক সত্য ঘটনার তারিখও দেওয়া হইয়াছে।

সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করে ছোটদের উপযোগী শিক্ষাপ্রদ গল্পেব বই।

ছবিপড়া প্রথম ভাগ (সচিত্র) মূল্য ১৵০, এই বই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি বলেন—

সত্যযুগ—

"এই শিশুপাঠ্য প্রত্যেকটি গল্পে লেখকের শিশু দরদের স্বাক্ষর রয়েছে। গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ, যারা বিশেষ লেখাপড়া শিখে নাই তারাও বইটি খুলে ছবিগুলো লক্ষ্য করলে গল্পের মর্ম্মার্থ বুঝতে পারবে...

বসুমতী—

"ছবি ও গল্পের সাহায্যে একাশি বৎসরের বৃদ্ধ গ্রন্থকার ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য এই আনন্দবর্দ্ধক ও উপদেশমূলক গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। নিম্নশ্রেণীতে এরূপ গ্রন্থ ছেলেমেয়েদের পাঠ্য হিসাবে গৃহীত হলে অনেকের

বুদ্ধি মার্জ্জিত হবে, নৈতিক চরিত্রের মান উন্নত হবে। বহু চিত্র আছে গ্রন্থখানির মধ্যে……।”

দেশ—

“একাশি বৎসরের বৃদ্ধ দাদু তাঁর নাতি নাতিনীর কাছে অবসর সময়ে যে গল্প বলেছেন তারই সংকলন অনেক গল্প পড়তে ভাল লাগবে।

ছবিপড়া ২য় ভাগ সচিত্র ১৷৵০
ছবিপড়া ২য় ভাগ সচিত্র (হিন্দি ১৷৷৵০)

পত্রিকার মতামত—

বসুমতী বলেন—

“ছেলেমেয়েদের উপযোগী স্কুলপাঠ্য বই হিসাবে অথবা সাধারণ গল্পের বই হিসাবেও বইখানির স্বতন্ত্র মূল্য আছে এবং প্রত্যেকটি গল্পই পর্যাপ্ত-ভাবে চিত্রিত ও শিক্ষণীয় বিষয়ে পূর্ণ। এই ধরণের বই থেকে ছেলে-মেয়েরা সাহস সঞ্চয় করবে এবং উপস্থিত বুদ্ধির কার্য্যকারণ সম্বন্ধে সচেতন হবে।”

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন—

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে শিশুপাঠ্য কয়েকটি গল্প সংযোজিত হয়েছে। লেখকের ভাষা ভাল, গল্প বলার ভঙ্গীও মনোরম। শিশুদের এ বই পড়তে খুবই ভাল লাগার কথা।

হিমালয়ে পঁয়তাল্লিশ বৎসর ১৫০০ পৃষ্ঠা এই পুস্তকের গ্রন্থকার ১৯০৭ ও ১৯০৮ সনে হিমালয়ের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অনেক ফটো লইয়াছেন। ২৪০০০ ফিট উপরে হিমালয় ও তীব্বতের সীমানায় চির

তুষারাবৃত সুরমা সরোবর দেখিয়াছেন ও তাহার ফটোও লইয়াছেন। এখানে যাওয়ার রাস্তা বৎসরে আড়াই মাস মাত্র খোলা থাকে, সব সময় বরফে ঢাকা এখানে নারায়ণের মন্দির আছে। এখানে নিকটস্থ নেপালী ও তীব্বতীরা মাত্র তথায় যাইয়া পূজা দেয়। এখানে কেহ তিন দিনের অধিক থাকিতে পারে না। কারণ কিছুহ খাওয়া যায় না। কিছুই রান্না হয় না। শরীর অসুস্থ হয়, নাক দিয়া রক্ত পড়ে ভয়ানক মাথা ধরে। কি প্রকারে মন্দির তৈয়ারী হহল তাহা অনুমান করা অসম্ভব। ইহার বিস্তৃত বিবরণ ফটো সহ উক্ত পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। ১৮১৩ সনে নেপাল হইতে কেদার বদরী যাইবার সময় ঘোড়ায় চড়িয়া প্রায় এক মাস হিমালয়ের নানা স্থান দেখিয়া ও ফটো লইয়া কেদার বদ্রি দর্শন করিয়া আলমোরা নৈনীতাল দিয়া ফিরিয়াছেন। উহার ফটো সহ বিবরণ আছে। কেদার বদরীর মন্দিরের ফটো ও বিগ্রহের ফটো ও আছে। ব্রহ্ম কপালীর ফটোও ইহাতে আছে। এহ পুস্তকে নেপালের রাণাদের ১১০ বৎসরের উত্থান পতনের ও রাজত্বের বিবরণ আছে। রাজা মহারাজাদের সকলেরই ফটো আছে হিমালয়ের বনজ সম্পত্ত জীবজন্তু ও পাহাড়ীদের আচার ব্যবহার ও নানা প্রকার শীকার কাহিনী, হাতী ধরা King Edward এর শিকার কাহিনীর বিশেষ বিবরণ আছে।

নিম্নলিখিত সামাজিক উপন্যাসও লিখিয়াছেন।

১। চন্দ্রমালা ২৭৫ পৃষ্ঠা
২। নীরদা ৩০০ পৃষ্ঠা
৩। দপ্তরীর ছেলে ২৫০ পৃষ্ঠা
৪। পেয়াদার ছেলে ২৫০ পৃষ্ঠা
৫। মোহের পরিনাম ১৭৫ পৃষ্ঠা
৬। নদা ভাঙ্গন ১৫০ পৃষ্ঠা
৭। ক্রোড়পতির মেয়ে

নাটক—

১। নীরদা (নীরদা উপন্যাস হইতে) ২০০ পৃষ্ঠা

২। মলিনা (পেয়াদার ছেলে হইতে)

৩। কণিকা ,,

৪। পেটুক গণেশ (ভাগ্য পরিবর্ত্তন চতুর্থ ভাগ হইতে)

৫। সাথী ,,

৬। জীবন বীমা (ভাগ্য পরিবর্ত্তন ৩য় ভাগ হইতে)

গ্রন্থকার ডাক্তারী হইতে ৮০ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করিয়া ৮১ বৎসর হইতে ৮৪ বৎসরের মধ্যে উপরোক্ত গ্রন্থগুলী লিখিয়াছেন এবং এখন ও প্রত্যহ ৬।৭ ঘণ্টা করিয়া মুখে বলিয়া নিযুক্ত লোক দ্বারা লিখাইতেছেন কারণ দৃষ্টি শক্তির অভাব।

প্রকাশক—দাশগুপ্ত ব্রাদার্সের পক্ষে
শ্রীসুনীলরঞ্জন দাশগুপ্ত এম, এস, সি,
পি ৩, শশীভুষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২